উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৫৬৯.৩৯ (+৮২৭.৫৭)

নিফটি : ২৪,২০৬.৯০ (+২৪৪.১০)

শুরু পর্যটনমেলা, নয়া আকর্ষণ দার্জিলিং ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২৭°	৩১°	২৭°	৩২°	২৭°	৩১°	২৬°

ফ্রিজ ১২টি অ্যাকাউন্ট, অস্বস্তিতে মমতা ৩

বিজয়ের মাসে দেশে ফিরতে চান হাসিনা ৭

মেরে ফেলতে পারে, আশঙ্কা

শিলিগুড়ি ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 July 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 54

সাদা চোখে সাদা কথায়

শমীকের ডিগবাজিতে স্পষ্ট পদ্মের তৃণমূলিকরণ

গৌতম সরকার

শমীক ভট্টাচার্য কি ডিগবাজি খেলেন? নাকি ঢোঁক গিলতে বাধ্য হলেন? প্রশ্নটা কেন প্রাসঙ্গিক, সবাই জানেন। বিজেপির এই রাজ্য সভাপতি ক'দিন আগেও হুংকার দিয়েছিলেন, দলের কেউ তৃণমূলে কাউকে যোগদান করালে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে। সেই তিনি তৃণমূলের তিন রাজ্যসভা সাংসদকে 'গুণীজন, বিদগ্ধ মানুষ' সার্টিফিকেট দিয়ে হাতে গেরুয়া ঝান্ডা ধরিয়ে দিলেন। দলের নীতিতে 'ব্যতিক্রমী ঘটনা' বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টাও করলেন।

পড়াশোনা জানা মানুষ শমীক স্বভাবসুলভ সুন্দর ভাষ্যে ঘটনাটিকে নীতির বিচ্যুতি নয় বলে ইংরেজি প্রবাদ 'এক্সপ্রেশন প্রুভ দ্য ল' পর্যন্ত শেখালেন রাজ্যবাসীকে। কিন্তু কেন, কোন অঙ্কে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিকবড়াইকের যোগদান ব্যতিক্রমী, তাঁর ব্যাখ্যা দিলেন না। বরং ইতিহাস আউরে সুন্দর সুন্দর কথা বলে সাংবাদিকদের প্রশ্ন নিপুণভাবে এড়িয়ে গেলেন। তিনি শুধু জানালেন, তৃণমূলের এই তিনজন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই।

প্রথম কথা, কীসের ভিত্তিতে এই তিনজনকে দুর্নীতিমুক্ত বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি? তাহলে কি রাজ্য সভাপতি পদে তাঁর উত্তরসূরি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের প্রকাশকে নিয়ে ভাষণ মিথ্যা হয়ে গেল? ওই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি সন্ধ্যাবেলা গোরু পাচার করো বাবা প্রকাশ, কোনও অসুবিধা নেই।

এরপর দশের পাতায়

মেরিনোর জাদু শেষ চারে স্পেন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

স্পেন-২ (রুইজ, মেরিনো)
বেলজিয়াম-১
(কেটেলেয়ার)

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জুলাই : লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামে আজ গরমটা ছিল গায়ে জ্বালা ধরানোর মতো। ক্যালিফোর্নিয়ার এই তাপপ্রবাহ আর মাঠের ধীরগতির ট্যাকটিক্যাল দাবার চাল- সব মিলিয়ে ২৫ মিনিটের মাথায় যখন গ্যালারিতে 'মেক্সিকান ওয়েভ' শুরু হল, মনে হচ্ছিল ফুটবল বোধহয় তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। কিন্তু আধুনিক ফুটবলে ম্যাচের ভাগ্য সবসময় নব্বই মিনিটের নিরবচ্ছিন্ন ম্যারাথনে লেখা হয় না, মাঝে মাঝে তা নির্ধারিত হয় একেবারে সঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকার এক অমোঘ প্রবৃত্তি দিয়ে। মিকেল মেরিনো ঠিক সেই প্রবৃত্তিরই নিখুঁত প্রতিমূর্তি।

কিক অফের আগে স্পেনের আলমেরিয়ায় দাবানলে নিহত ১২ জন মানুষের জন্য এক মিনিটের নীরবতা স্টেডিয়ামকে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় মুড়ে দিয়েছিল। তবে খেলা শুরু হতেই স্প্যানিশ ড্রামের ছন্দে সেই বিষাদ কেটে যায়। পেড্রিকে বসিয়ে ফাবিয়ান রুইজকে খেলানোর স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের সিদ্ধান্তটা ছিল মূলত মাঝমাঠের দখল পুরোপুরি নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য। ৬২ শতাংশ বল নিজেদের পায়ে রেখে, ছোট ছোট পাসের বুননে বেলজিয়ামকে ক্লান্ত করার সেই চেনা স্প্যানিশ দর্শন। ৩০ মিনিটে ড্যানি ওলমোর একটি শট থিবো কুর্তোয়া আটকালেও, ফিরতি বলে নিখুঁত শটে স্পেনকে এগিয়ে দেন সেই রুইজই। তবে বেলজিয়ামও লড়াই ছাড়েনি। খেলার গতির সম্পূর্ণ বিপরীতে ৪১ মিনিটে টিমোথি ক্যাস্টাগনের ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে বেলজিয়ামকে সমতায় ফেরান চার্লস ডি কেটেলেয়ার।

ওয়ার্ম-আপের সময় ইউরি টিয়েলেম্যান্স ছিটকে যাওয়ায় এবং আমাদৌ ওনানা আগে থেকেই না থাকায়, বেলজিয়ামের মাঝমাঠ এমনিতেই নড়বড়ে ছিল। তবে ম্যাচের এবং সম্ভবত বেলজিয়ামের টুর্নামেন্ট-ভাগ্যের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এল ৭১ মিনিটে। বিনা সংঘাতেই মাঠে লুটিয়ে পড়লেন বেলজিয়ান কিংবদন্তি কুর্তোয়া। চোখের জলে তাঁর মাঠ ছাড়াটা যেন স্টেডিয়ামের সব বাতাস একসঙ্গে শুষে নিয়েছিল। তাঁর জায়গায় নামেন ৩৪ বছর বয়সি সেন্নে ল্যামেন্স, যাঁর এটাই আন্তর্জাতিক অভিষেক। এই একটা বদলই স্পেনের সামনে সুযোগের দরজা হাট করে খুলে দেয়।

৮৫ মিনিটে ওলমোর বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মিকেল মেরিনো। আর ঠিক তিন মিনিট পর এল সেই অভাবনীয় মুহূর্ত।

এরপর তেরোর পাতায়

শেষমুহূর্তে গোল করে স্পেনের নায়ক সুপার সাব মিকেল মেরিনো।

উচ্ছেদ নোটিশে আতঙ্ক শহরে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : উন্নয়নের আকাশে আশঙ্কার ঘন মেঘ। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত রেলপথের ডাবল লাইনের কাজ শুরু হতে চলেছে। রেলের জমি দখল করে থাকা বেআইনি নির্মাণ এই প্রকল্পের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা কাটিয়ে উঠতে রেল কর্তৃপক্ষ জমি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রথম ধাপেই রেলের জমিতে থাকা বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দোকানে রেলকর্মীরা নোটিশ বিলি শুরু করেছেন। শুক্রবার শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় এই নোটিশ বিলির কাজ হয়। নোটিশ পেতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকা ওই মানুষজন এখন রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

এ প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'নিয়ম মেনে নোটিশ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে। প্রত্যেককেই শুনানিতে ডাকা হচ্ছে।' রেলের জমি বাদে যদি কোনও বাড়ি কিংবা দোকান ব্যক্তিগত জমিতে থাকে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ফুলেশ্বরীর এক দোকানিকে নোটিশ ধরাচ্ছেন রেলকর্মীরা।

রেলমন্ত্রকের অনুমোদন মেলার পর এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ৭.১৫ কিলোমিটার রেলপথ ডাবল করার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশন আসরে নামে। প্রথমে ৭.১৫ কিলোমিটার রেলপথের ধারে রেলের জমিতে থাকা দোকান ও বাড়ির মালিকদের নাম ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হয়। সেই কাজ শেষ হতেই এখন নোটিশ দেওয়ার পর্ব শুরু হয়েছে। ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় এদিন বেশ কিছু বাড়ি ও দোকানে নোটিশ ধরানো হয়েছে। উচ্ছেদ কেন করা হবে না, তার কারণ জানাতে শুনানি পর্বে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে, নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

প্রহসনে পরিণত পুলিশের ভূমিকা

বহালতবিয়তে ঘুরছেন প্রশান্ত

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

যাকে ধরতে সিট, এসটিএফ আর ফরেন্সিক দল যৌথ অভিযান শুরু করেছে, চালাচ্ছে চিরুনিতল্লাশি, তিনি হাফপ্যান্ট আর লাল স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিব্যি বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের মূল অভিযুক্ত, রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেপ্তারের লোকদেখানো চেষ্টা নিয়ে পুলিশের ভূমিকা এবার রীতিমতো প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কড়া নির্দেশের পর যখন নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তদন্তকারীরা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রমাণ খুঁজছেন, তখন কোচবিহারের বাণেশ্বর বাজারে খোশমেজাজে ঘুরতে দেখা গেল প্রশান্তকে। যা নিয়ে হইচই পড়েছে এলাকায়।

প্রশান্তর আদি বাড়ি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার সীমান্তের বোকালিরমঠ এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সেখানে তাঁর অবাধ বিচরণ চোখে পড়েছে স্থানীয়দের। তাঁরা জানিয়েছেন, সকালে একটি বাইকের পেছনে চেপে বাণেশ্বর বাজারে আসেন প্রশান্ত। পরনে ছিল লাল রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট। বাণেশ্বর শিব মন্দির সংলগ্ন কয়েকটি দোকানেও যান। বেশ কিছুক্ষণ সময় বাজারে ছিলেন প্রশান্ত। সন্ধ্যায় বাজারের আরেকটি দোকানে তাঁকে দেখা যায়। শুক্রবারও বোকালিরমঠ এলাকায় বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আশ্চর্যের বিষয় হল, এতসবের পরেও এক সঙ্গীকে নিয়ে জমি কেনার জন্য আশপাশের গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওই ফেরার আধিকারিক। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাণেশ্বর এবং খোলটা এলাকায় কয়েকজনের সঙ্গে জমি নিয়ে দামদরও করেছেন প্রশান্ত। কিছুদিন আগেও খোলটা এলাকায় জমি কিনেছিলেন তিনি। সবমিলিয়ে প্রশান্তকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশ যে দাবি করছে তা নিয়ে বাণেশ্বর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু হয়েছে।

বাণেশ্বর বাজারে শিব মন্দির লাগোয়া একটি দোকানের মালিকের কথা, 'বাজারের সকলেই প্রশান্তকে দেখেছে। দু'দিন থেকে ও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখছি ওকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তো ছেলেখেলা শুরু করেছে।' আর এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত প্রশান্ত বাজারেই ছিল। মাছও কিনেছে। সন্ধ্যাবেলাতেও ওকে কয়েকজন দেখেছে।' শুক্রবার বোকালিরমঠ এলাকায় কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে প্রশান্তকে। স্থানীয় এক তরুণ বলেন, 'গত এক মাসে বেশ কয়েকবার প্রশান্ত বোকালিরমঠে এসেছেন। শুক্রবার সকালে একজনের বাইকের পেছনে বসে তিনি গ্রামেও ঘুরে বেড়িয়েছেন। জমি কিনবেন বলে দরদামও করেছেন।' বৃহস্পতিবার খোল্টা এলাকাতেও প্রশান্তকে দেখেছেন স্থানীয়রা। সেখানেও একজনের সঙ্গে জমি কেনাবেচা নিয়ে প্রশান্ত আলোচনা করেছেন। খোল্টা লাগোয়া আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'প্রশান্তকে তপসিখাতার রাস্তায় বাইক নিয়ে যেতে দেখেছেন অনেকেই। একজন ছবি তুলতে গেলে তাকে ধমকও দেন তিনি।'

কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়ি থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে এসএফ রোডে দুই সঙ্গীকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল প্রশান্তকে। সবাই যখন প্রশান্তকে দেখছেন তখন পুলিশের খাতায় তিনি বেপাত্তা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, বিধাননগর পুলিশের ডিসি ডিডি-র নেতৃত্বে এসপি ডিডি ও আইসি সাইবারের মতো বাঘা বাঘা অফিসারদের নিয়ে গড়া ছয় সদস্যের বিশেষ দল তাহলে করছেটা কী? পুলিশের কোনও আধিকারিক অবশ্য এসব নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি। প্রশান্তর নাম শুনেই ফোন কেটে দিয়েছেন অনেকেই।

আইনজীবীরাও পুলিশের ভূমিকায় বিস্মিত। বিশিষ্ট আইনজীবী নারায়ণ দেবনাথের বক্তব্য, 'এত বড় অপহরণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী এই আমলার বিরুদ্ধে এখনও কোনও লুক

এরপর দশের পাতায়

সরকারি বাসের চাকায় পিষে মৃত্যু

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ জুলাই : ফের ঘাতক উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাস। শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিহার মোড়ে সংস্থার একটি বাস এক ব্যক্তিকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনা বলে তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন। শুক্রবার রাত পর্যন্ত মৃতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এই দুর্ঘটনায় অন্তত দশজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আতঙ্কে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাসের চালক ও কনডাক্টর ঘটনার পর থেকেই পলাতক। বাগডোগরা থানার পুলিশ বাসটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিষয়ে এনবিএসটিসি'র কোনও আধিকারিকের বক্তব্য মেলেনি।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ রায়গঞ্জ থেকে ফালাকাটা হয়ে নিগমের আলিপুরদুয়ারগামী বাসটি বিহার মোড়ে ট্রাফিক পয়েন্টের কাছে থামে। যাত্রী নামানোর পর চালক বাসটি চালু করতেই চিৎকার করে ব্রেক ফেল হওয়ার কথা জানান। মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাসের যাত্রী সুরবালা সিংহ বলেন, 'ঘোষপুকুর টোল থেকে আমি বাসে উঠেছিলাম। বাস যাত্রীভর্তি ছিল। চালক ব্রেক ফেল হওয়ার কথা জানানোর পর যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে অনেকে চোট পান।'

বিধাননগরের বাসিন্দা মহম্মদ আসিফ শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে বাসে ছিলেন। তিনিও আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়লে ট্রাফিক পুলিশ তাঁকে বাগডোগরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী স্বপন সেন জানান, উড়ালপুলের নীচের এই টার্নিংটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। চালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। চালক বাসটিকে ডানদিকে ঘুরিয়ে উড়ালপুলের পিলারের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যদি বাসটি বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিতেন, তবে সেখানে থাকা টোটো ও এটিএম কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন চাপা পড়তেন। সেক্ষেত্রে আরও বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

- বাগডোগরা বিহার মোড়ে এনবিএসটিসির একটি বাস একজনকে পিষে দেয়
- হুড়োহুড়ি করে নামার সময় ওই ব্যক্তি বাসের পেছনের চাকার নীচে পড়ে যান বলে তদন্তকারীদের ধারণা
- এই দুর্ঘটনায় অন্তত দশজন যাত্রী আহত হয়েছেন, পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে

দেখো আলোয় আলো...

কুয়াশায় ঢাকছে রাতের সিমলা। -পিটিআই

১০ বছরে বন্ধ ৯৪ হাজার স্কুল, রিপোর্টে উদ্বেগ

হাজার হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে, লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে। ওই রিপোর্টে বিপরীত ছবিটাও উঠে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি স্কুল গজিয়ে উঠেছে একের পর এক।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল ছবিটা বেআব্রু হয়ে গেল নীতি আয়োগের রিপোর্টে। ২০২৬-এর ওই রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১০ বছরে দেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৯৪ হাজার স্কুল। এই হিসাব ধরলে দিনে ২৫টি করে সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে দেশে। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে সরকারি শিক্ষার এই উদ্বেগজনক ছবি ধরা পড়েছে।

হাজার হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে, লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে। ওই রিপোর্টে বিপরীত ছবিটাও উঠে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি স্কুল গজিয়ে উঠেছে একের পর এক। ওই ১০ বছরে দেশে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ২.৮৮ লক্ষ থেকে লাফিয়ে বেড়ে হয়েছে ৩.৩৯ লক্ষ। 'স্কুল এডুকেশন সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক ওই রিপোর্ট অনুযায়ী মোট স্কুলের প্রেক্ষিতে ১৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩ শতাংশ।

ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪-'১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশে সরকারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১.০৭ লক্ষ। ২০২৪-'২৫ সালে তা কমে হয়েছে ১০.১৩ লক্ষ। অর্থাৎ সরকারি স্কুলের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই সাধারণ ঘরের পড়ুয়ারাও চড়া ফি দিয়ে বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকেছে। ফলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কফিনে আরেকটি পেরেক পোঁতা হল বলে আশঙ্কা উসকে দিচ্ছে নীতি আয়োগের রিপোর্টটি।

সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে পরিকাঠামোর সংযুক্তিকরণ অর্থাৎ ছোট স্কুলকে বড় স্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার যুক্তি খাড়া করেছে কেন্দ্র। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি মারাত্মক। এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে গ্রামীণ এলাকায়। বিশেষ করে ছাত্রীরা ঘরের কাছের স্কুল না পেয়ে দূরবর্তী স্কুলে যেতে বাধ্য হওয়ায় মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। এর চেয়েও উদ্বেগের বিষয় হল, দেশে প্রায় ৭,৯৯৩টি স্কুল এখন পড়ুয়াশূন্য।

এই শূন্য-নথিভুক্ত বা জিরো এনরোলমেন্ট স্কুলের তালিকায় দেশে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম। এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা বাংলায় ৩,৮১২। ছাত্রহীন এই স্কুলগুলো খাতায়-কলমে চালু থাকায় সরকারি অর্থের অপচয় তো হচ্ছেই, বেআব্রু হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসনের কঙ্কালসার চেহারাও। রিপোর্টে স্কুলছুটের দেওয়া খতিয়ানও শিউরে ওঠার মতো। প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে পঞ্চম) স্কুলছুটের হার ০.৩ শতাংশ হলেও, নবম-দশম শ্রেণিতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই একলাফে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১১.৫ শতাংশ। অর্থাৎ, অষ্টম শ্রেণি পার করার পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ পড়ুয়া। এজন্য শিক্ষার অধিকার আইনের বয়সসীমা (১৪ বছর) শেষ হয়ে যাওয়া এবং দারিদ্র্যকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শুধু পরিকাঠামোই নয়, শিক্ষার গুণগতমান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নীতি আয়োগ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্লাস নাইনের বহু পড়ুয়া আজও শতকরা, ভগ্নাংশ বা অনুপাতের অঙ্ক বোঝে না। মুখস্থবিদ্যার দাপটে তলানিতে ঠেকেছে বাস্তব বুদ্ধি। পরিকাঠামোর হাল এমনই যে, দেশের প্রায় অর্ধেক সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান গবেষণাগার নেই। এই সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেও কম নয়।

উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৪০ হাজার) স্কুল বন্ধ হয়েছে। কেরল বা পুদুচেরি কিছুটা আলো দেখালেও দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখন খাদের কিনারায়। জিডিপি-র ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবি ১৯৬৪ সাল থেকে উঠলেও ২০২৬ সালেও তা ৪.৬ শতাংশে থমকে আছে। নীতি আয়োগের এই রিপোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কারখানা চরম সংকটে পড়ে আছে।

প্রাথমিক স্তরে শেখার ঘাটতি পরবর্তী শ্রেণিতেও থেকে যাচ্ছে, যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ বলে রিপোর্টে দাবি করেছে নীতি আয়োগ।

লেপচাখায় রাত্রিযাপন আর নয়

লেপচাখায় পর্যটকদের নাচের অনুষ্ঠান। -ফাইল চিত্র

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র বক্সা পাহাড়ের লেপচাখা। এই এলাকা পর্যটকদের রাত্রিযাপনের প্রিয় স্থানও বটে। কিন্তু এবার সেখানে রাত্রিযাপন বন্ধ করতে চলেছে বন দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত হবে বলে খবর। তবে পর্যটকরা দিনের বেলায় সেখানে ঘুরতে যেতে পারবেন। সারাদিন ঘুরে বিকেলের মধ্যে পাহাড় থেকে নামতে হবে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক শীর্ষ বনকর্তা বলেন, 'লেপচাখা গ্রামটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোর এলাকায় পড়ে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের গাইডলাইন অনুযায়ী কোর এলাকায় পর্যটকরা রাত্রিযাপন করতে পারেন না। সেই নিয়মই কার্যকর করার কথা ভাবা হচ্ছে।' ওই নিয়ম লেপচাখায় কার্যকর করার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে বনকর্তারা। বক্সায় বর্তমানে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা চলছে। তাই পর্যটকদের সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বাঘ ছাড়ার আগে লেপচাখার বাসিন্দাদের সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। এরপর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। নির্দেশ যাতে ঠিকভাবে পালন করা হয়, সেটিও দেখা হবে।

বন দপ্তর সূত্রে আরও খবর, জয়ন্তী গ্রাম স্থানান্তর করার পর সেখানেও পর্যটকদের থাকার বিষয়টি নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হবে। সেখানেও পর্যটকদের থাকতে দেওয়া হবে না।

এদিকে, বন দপ্তর এই নিয়ম জারি করলে বিরোধ বাড়তে পারে বলেই খবর। কারণ, লেপচাখার বাসিন্দাদের বড় অংশের মানুষের উপার্জনের রাস্তা ওই পর্যটন। পর্যটকরা সেখানে রাত্রিযাপন করলে স্থানীয়দের আয়ের রাস্তা খোলে। লেপচাখার বাসিন্দা তথা এক হোমস্টের মালিক পিনছো ডুকপা বলেন, 'বন দপ্তর থেকে আমরা এরকম কিছু জানতে পারিনি। আর কারণ নেই। বন দপ্তর কিছু জানালে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

সম্প্রতি বন দপ্তরের সঙ্গে লেপচাখার বাসিন্দাদের হোমস্টে নির্মাণ নিয়ে বিরোধ হয়েছে। কংক্রিটের নির্মাণ বন্ধ করেছে বন দপ্তর। শুক্রবারও বনকর্মীরা গিয়ে ওই গ্রামে টহল দিয়েছেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। বন দপ্তর মনে করছে, একদিকে যেমন লেপচাখায় কংক্রিটের নির্মাণ বাড়ছে তেমনই আবার অনেকে বাইরে থেকে এসে সেখানে ব্যবসা করছে। বন দপ্তর আগে থেকেই বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করছে পর্যটকদের রাত্রিযাপন বন্ধের আগে।

ক্যাডিনির সিগনেচার লাইন

নিউজ ব্যুরো

১০ জুলাই : প্রিমিয়াম মেনসওয়্যার ব্র্যান্ড 'ক্যাডিনি ইতালি' কলকাতায় তাদের বহু প্রতীক্ষিত 'অটাম উইন্টার ২০২৬' কালেকশন প্রকাশ্যে আনল। ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়ট-এর এমপ্রেস হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই নতুন কালেকশনের পাশাপাশি উদ্বোধন করা হয় 'ক্যাডিনি সিগনেচার লাইন'। আধুনিক রুচিশীল পুরুষদের কথা মাথায় রেখে এই এক্সক্লুসিভ কালেকশনে থাকছে লাক্সারি টেরি-উল স্যুটিং এবং প্রিমিয়াম নন-আয়রন শার্টিং। সিয়ারাম সিল্ক মিলস লিমিটেডের সিএমডি রমেশ পোদ্দার, ক্যাডিনির সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীধর সোনি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অরুণ নায়েকের উপস্থিতিতে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector - V, Salt Lake, Kol-91
Notice Inviting e-Tender No. : WEBEL/ EOT/W/25-26/000156 (RE-TENDER : 2nd Call) Dated 03/07/26
Name of work: Annual Maintenance of Landscaping within the premises of Siliguri IT Park PH-I & II.
Value of Work: Rs 7,65,985.44/- (Approx)
Due date of Submission: 7 Days from Publication.
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact - 9619898448 ICA-T12120(2)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২২৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে স্লিপিং পড এবং ক্লোক রুম -এর জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।
(এ) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এসএলপিডিএস-এমএলডিটি-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে।
মালদা ডিভিসনে স্লিপিং পডের জন্য ই-নিলাম
এসইকিউ নং. ঃ এ৫/১। লট নং./বিভাগ ঃ এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসএলপিওডি-৯৮-২৬-২। স্টেশন ঃ জামালপুর।
(বি) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ ক্লোকআর-২০২৬-১২৩। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে।
মালদা ডিভিসনে ক্লোক রুমের জন্য ই-নিলাম
এসইকিউ নং. ঃ এ৫/১। লট নং./বিভাগ ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-বিজিপি-ডব্লুআরএল-৭০-২৬-১। স্টেশন ঃ ভাগলপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-125/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice of Date Corrigendum-I
Bid reference no.- WBMSCL/NIT-536/2026, Dated-16/06/2026 Setting up the establishment of Skills Laboratory and Computer Assisted Laboratory CAL - SITC of air conditioning system and EI works at Malda Medical College and Hospital, Malda. 2nd Call. Last date of submission of bid (online) extended – 17.07.2026 up to 02:00 P.M. Sd/- General Manager, WBMSCL. ICA-T12106(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge e-Tender Notice
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/ farm for the work of "Different Works related to different PWSS" against NIe-T No.: 29/ALD/2026-27. Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders: 29-07-2026 upto 02:00 P.M. Details may be viewed in the http://www.wbtenders.gov.in website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. ICA-T12164(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte, Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 04 of 2026-2027" for (05) five nos work having Tender ID : 2026_PHED_1031649_1 to 2026_PHED_1031649_5 under Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte. The Tender Document collection and submission from 10.07.2026, 10:00 A.M. to 28-07-2026, 2:00 P.M. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, NMD, P.H.E. Dte. ICA-T12188(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, Northern Circle, P.W.Dte. invites online e-tender for the following work - Chakulia (Pathati more) - Majhlishpur Road (VR) from 0.00 kmp to 13.40 kmp, - Strengthening work under Uttar Dinajpur Division, P.W.D. in the district of Uttar Dinajpur under RIDF-XXXI. (2nd Call). Estimated Amount: Rs. 9,67,05,535.00. e-NIT No. 03 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5016557_1. Bid submission start date (online): 17.07.2026 from 11:00 AM, Bid submission closing date (online): 10.08.2026 upto 03:00 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Northern Circle, P.W.Dte. ICA-T12203(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-22/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5016593_1
EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : (1) Annual Comprehensive Maintenance Contract of existing Unitary AC machines installed at different buildings of Birpara SG Hospital, Alipurduar. Bid Submission Start Date : 17.07.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 24.07.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 27.07.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division. ICA-T12232(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e- Tender for One nos. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.pwdwb.in. NIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/20/2026-2027 NIQ ID: 2026_WBPWD_5016561_1. Bid submission End Date for the work : 31.07.2026 upto 05.30 AM. Eligibility : Bonafied Resourceful Contractors Note Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/- Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri. ICA-T12218(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer/ Alipurduar Highway Sub Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the work of Bituminous repair and other maintenance work to the Rajabhatkhawa-Jaigaon Road Ch. 0.00km. to 8.00km. (In Stretches) under the Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads)Dte. in the district of Alipurduar during the year 2026-27. N.I.(e)T. No.-05 of 2026-27/AE /APD HWSUBDIVN. Tender Id-2026_WBPWD_5016605_1, Bid submission start date (Online): 11.07.2026 from 11.00 a.m. Bid submission closing date (Online): 17.07.2026 upto 5.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://etender.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Alipurduar Highway Sub Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T12253(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-540/2026, Dated-16/06/2026
EI Work for modification of Molecular Biology Room (Room No. 05) to BLS-02 Laboratory attached to Malda Medical College & Hospital, Malda. Last date of submission of bid (online) – 22-07-2026 on or before 02:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 13-07-2026 at 12:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to info@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL. ICA-T12107(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-09/2026-27 and Tender ID No: 2026_PHED_1031591_1 to 2026_PHED_1031591_5 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 25.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/ corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T12181(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy. Divn., P.W.(Roads) Dte. invites online e tender for the work of - 1) Emergent potholes repairing of Chetra Chekapdera Bazar (13th Kmp of Dinhata Balarampur Road) to Nazirhat Bazar road via Balakura New Bazar in stretch from 0.00 to 4.05 km, under Cooch Behar Highway Division in the district of Cooch Behar. NIT No. 4(E) of 2026-27, (Sl. No. 3). Estimated Amount: Rs. 12,28,174.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5016623_1. Bid submission Start date (online): 13/07/2026 from 9.00 AM, Bid submission closing date (online): 27/07/2026 upto 12.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar ICA-T12248(3)/2026

সেস শক্তিশালীকরণ এবং প্রশস্তকরণ
ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ২৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৮-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নম্বর : ০৭-এপি-III-২০২৬; কাজের নাম : নিউ মাল জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) - সেস শক্তিশালীকরণ এবং প্রশস্তকরণ। টেন্ডার মূল্য: ৬,২৬,৫৫,৮৮০.৫২/- টাকা; বায়না মূল্য: ১২,৫৫,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the following works: NIeT-5 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1] 1. Emergent restoration of road embankment of Upper Chengmari T.G. to Nepali Line Bhutan Border Road at CH. 0.563 km to 0.613 km (L.H.S) and Ch. 0.790 km to 0.810 km (L.H.S) under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri.: Rs. 4,82,519.00 NIeT-5 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID: 2026_WBPWD_5016502_1] 1. Bid submission start date (online): 10-07-2026 at 10.00 A.M. 2. Bid submission closing date (online): 17-07-2026 at 12.30 P.M. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (online): 20-07-2026 at 11.00 A.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer Mal Highway Sub-Division P.W.(Roads) Dte. ICA-T12194(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer/Alipurduar Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of "Supplying of Ready mixed Materials, high performance polymeric instant potholes repair bituminous mix capable at performing under water logged potholes including supplying, loading, unloading, carriage & stacking at Alipurduar Stack Yard under Alipurduar Highway Sub-Division P.W. (R) Dte. in the district of Alipurduar during 2026-27." N.I.(e)Q. No.-02 of 2026-27/AE/APD HWSUBDIVN. Tender Id-2026_WBPWD_5016612_1, Bid submission start date (Online) : 11.07.2026 from 9:15 a.m. Bid submission closing date (Online) : 18.07.2026 upto 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://etender.gov.in Sd/- Assistant Engineer Alipurduar Highway Sub-Division P.W. (Roads) Dte. ICA-T12254(2)/2026

Green Valley Academy
Applications are invited for the posts of Mother Teacher, TGT (Science), and PGT (Political Science) in a CBSE Affiliated School at Islampur, Uttar Dinajpur, West Bengal - 733202. Interested candidates may send their resume via WhatsApp to 9064952280 / 9734760084 / 8670527177 or email greenvalleyisp@gmail.com

লিফটের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/৪৫_২০২৬/কে/৬০৪, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৪৫_২০২৬; কাজের নামঃ এফওবি-এর উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত সুধানি, তেলটা, বারসোই জং., কনকি, আলুয়াবাড়ি রোড, ডালখোলা, কিষাণগঞ্জ ও আলিনা স্টেশনে লিফটের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৬,১৩,৮১২/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,১২,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিআ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে স্টেশন আলোকসজ্জার উন্নীতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪৬_২০২৬/কে/৬০৬ তারিখঃ ০৮-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- টেন্ডার সংখ্যা. ৪৬_২০২৬। কাজের নামঃ এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/মালদা টাউন এবং শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের স্টেশনসমূহে যাত্রীর সা-সুবিধার উন্নয়নের জন্যে স্টেশন আলোকসজ্জার উন্নীতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৬,৩৩,৭৭,৪৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১২,৬৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : সি-এপি-০১-সাইনেজ-২৬-২৭, তারিখ: ০৬-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ১৯টি রেলওয়ে স্টেশনে (নন-এবিএসএস) স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও সম্পাদন এবং ২ বছরের জন্য সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৩১,৬৫,৩৭০.৯৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৬৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ২৭-০৭-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টা পর্যন্ত এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৩:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পানীয় জল/ব্যবহারযোগ্য জলের যোগান
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩০ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৮-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের নামঃ জলের উৎস থেকে (পাগলাভোরা) তিনধরিয়া অবধি পর্যন্ত ২৪ মাসের জন্যে মেইন পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ সহিত তিনধরিয়া ওয়ার্কশপ, এডিএমই কার্যালয়, রেলওয়ে হাসপাতাল, মহানদী স্টেশন, গয়াবাড়ি স্টেশন, রংটং স্টেশন এবং তিনধরিয়া রেলওয়ে কলোনিতে মোটর ট্রাক দ্বারা পানীয় জল/ব্যবহারযোগ্য জলের যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ৭৪,৫৪,৬৯৩.৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে সিগন্যালিং কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএন-এসটি-১৫-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৮.০৭.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-১৫-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ [illegible] টেন্ডার রাশিঃ ৪২,৭৯,১২০.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৫,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের ইন্টারনেট ওয়েবসাইট/সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিএসটিই, রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া ডিভিশনে উচ্চ স্তরের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা
টেন্ডার নোটিশ নং ঃ টিএসকে/ইএনজিজি/৩৪ অফ ২০২৬, তারিখ ঃ ০৮-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে - এডিইএন/শিমলুগুরির এখতিয়ারভুক্ত নামতি আলি (এনএমটি), সাফরাই (এসএফআর) এবং লাকুয়া (এলএক্সএ) স্টেশনে উচ্চ স্তরের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৭,৯৭,৪২,৫০৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩৫,৯৪,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of- 1. Providing round the clock security services by deploying security guards (without Arms) for guarding at office compound of Malda Division, P.W.D., Malda, Northern Circle, P.W.D., Malda Inspection Bungalow, North Zone-II Office and other offices under Malda Division, P.W.D., Malda in the District of Malda for a period of 12 (Twelve) Months. Tender ID : 2026_WBPWD_5016581_1. 2. Day to day maintenance of garden by deploying Gardener (Mali) at office compound of Malda Division, P.W.D., Malda, Northern Circle, P.W.D., Malda Inspection Bungalow, and other offices under Malda Division, P.W.D., Malda in the District of Malda for a period of 12 (Twelve) Months. Tender ID : 2026_WBPWD_5016581_2. e-NIQ No. 05 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online) : 14/07/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online): 21/07/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T12227(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি, খিনলে ডেমা (Thinley Dema), স্বামী-সুদীপ সান্যাল, শ্বশুর-শচীন সান্যাল, বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম-পুটিমারী, পোঃ শিলবাড়ীহাট, থানা-ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা-কোচবিহার। গত ০৯/০৭/২০২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা মহকুমা নোটারি পাবলিকের নিকট এক হলফনামা (Affidavit) মূলে সর্বসমক্ষে এই ঘোষণা করিতেছি যে, ভুটানে জন্মগ্রহণের পর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে শ্রী সুদীপ সান্যালের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর হইতে আমি শ্বশুরবাড়িতে সর্বত্র 'দীপা রায়' নামেই পরিচিত। আমার আধার কার্ড (নং-8876 2707 3814) এবং ভোটার কার্ডেও (নং-TIH2747368) এই নামেই নথিভুক্ত আছে। আমি আমার পূর্বতন নাম 'Thinley Dema' বা 'Thinley Dema Sanyal' সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিলাম। এখন হইতে এবং ভবিষ্যতে আমি সমস্ত নথিপত্রে ও সর্বত্র শুধুমাত্র দীপা রায় (Dipa Roy) নামেই পরিচিত হইব। (C/122290)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Najbun Bewa, W/o Late Sukit, গ্রাম - কসবা, পোঃ বাহারাল, থানা - রতুয়া, জেলা - মালদা, পিন - 732205, আমার আধার কার্ডে (যার নাম্বার 8377 2067 1375) ও রেশন কার্ডে (SPHH 35447214) আমার নাম Buniya Bewa ও ভোটার কার্ডে (WB/05/043/510215) Buniya থাকায় গত 28/08/25 তারিখে চাঁচোল মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Buniya Bewa ও Buniya থেকে Najbun Bewa করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122788)

•

I, Pratik Bhattacharjee, son of B.B. Bhattacharjee, residing at 229 Amrita Bhavan, Nazrul Sarani, Near Sanghati More, Ward No. 38, East Vivekananda Pally, P.O. Rabindra Sarani, P.S. Bhakti Nagar, District Jalpaiguri - 734006, hereby declare that, through an Affidavit dated 02.07.2026 executed before the Executive Magistrate, Jalpaiguri Court, my name in my Driving Licence has been corrected from "Pratik Bhattachar" (incorrectly recorded) to "Pratik Bhattacharjee". Both names refer to one and the same person. (C/122787)

•

আমি Ansari Nasim Aktar, পিতা-Mosim, ঠিকানা : গ্রাম ও পোঃ হাসিমারা, থানা : জয়গাঁও, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক নাম Ansari Nasim Aktar, পিতা : Mosim, যা আমার ভোটার কার্ডে উল্লেখ আছে। কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-6919950906052-এ আমার নাম Nashib Moktar পিতা : Masan Moktar উল্লেখ আছে। তাই ৯/৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Ansari Nasim Aktar, পিতা : Mosim করা হল। (C/122059)

•

আমি Subhendu Das, S/o-Late Nikunja Das আমার আধার কার্ড (No-413428498223, ভোটার কার্ড (No-UNZ 2347078) ও রেশন কার্ডে (No-RKSY-II 532775059) আমার নাম ভুল থাকায় গত 18/06/26 এ E.M. বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sukanta Das থেকে Subhendu Das করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122795)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে খাবার জিনিস বিক্রির জন্য সেলসম্যান চাই, স্কুটি থাকতে হবে। Mb - 9641355525. (C/122784)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, পুরুষ বা মহিলা, ID ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 8653198671. (C/122785)

বিক্রয়

৩ শতক জমি বিক্রয় হইবে দাগ নং - ১৮৬ এবং ১৮৮ জে.এল নং - ০০৭ খতিয়ান নং ১২/১ গোসানীমারী দিনহাটা কোচবিহার। (M) ৯৯৩৩৪০৮৮৫৬ (C/121490)

অ্যাফিডেভিট

আমি Suvam Mandal, S/o Nibash Mandal. গ্রাম+পোঃ- সামসী, থানা - রতুয়া, জেলা - মালদা। আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং - B/2022/838511, Dt 15/12/2022) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 8/8/25 তারিখে চাঁচল মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Samriddhamandal Rai Mandal Raimandal থেকে Samridha Mandal করা হইলো। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122727)

•

আমি Archana Gope স্বামী Pranballabh Gope Vill+P.O Baroshoulmari P.S Ghoksadanga Dist. Cooch Behar, আমার আধার কার্ডে ভুল থাকায় গত 27.05.2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা, Executive Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Archana Gope এবং Manju Gope একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 19880862863 আমার বাবার নাম Lakshi Roy -এর পরিবর্তে Bilash Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার কার্ড নং 2201 8749 9170 আমার জন্মের তারিখ 13-5-1968 -এর পরিবর্তে 13.5.1966 ভুলবশত লিখিত হয়েছে। গত 09-07-26 C.J. (Jr. Divn) Addl. Court সদর কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Lakshi Roy এবং Bilash Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার জন্মের সঠিক তারিখ 13-5-1968 এবং আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Lakshi Roy ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। H.N. Road, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/121488)

আজ টিভিতে

দাদাগিরির মঞ্চে আজ থাকবেন সুনীল ছেত্রী। রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ জিও পাগলা, দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৪৫ রাবণ, সন্ধে ৭.৩০ এক্সপ্রেস রাজা, রাত ১০.০০ অর্ধাঙ্গিনী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর শুভ দৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ দান প্রতিদান, বেলা ১১.৩০ মাটির মানুষ, দুপুর ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.৩০ আশা ও ভালোবাসা, রাত ৮.০০ গুরুদক্ষিণা, ১১.০০ একান্ত আপন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অজানা পথ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৭ কৃষ্ণ বৃন্দ বিহারী, ২.৩২ এক সুনামি জোয়ালামুখী, বিকেল ৫.০২ নম্বর ওয়ান দিলওয়ালা, সন্ধে ৭.৫২ টার্বো, রাত ১১.০০ ওয়র্দিওয়ালা দ্য আয়রন ম্যান

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৪ দিল হ্যায় বেতাব, দুপুর ১.৪৩ জওয়ানি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.৪৮ আতিশ, সন্ধে ৭.৫০ পাগলপন্তি, রাত ১০.৫৩ সাজন চলে সসুরাল

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

পাগলপন্তি সন্ধে ৭.৫০ সোনি ম্যাক্স টু

অর্ধাঙ্গিনী রাত ১০.০০ জলসা মুভিজ

DATE CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances the Tender Schedule has been re-fixed as follows :

NIT No.	Name of the Work	As per Original Notice	To be read as :
WBJALRMC/02-SEC/JAL/2026-27, DATED : 24.06.2026 TENDER ID-2026_WBSMB_1027687_1	"Supply & Installation of required Spare Parts, repairing, Service, AMC for One Year. Testing, Legal Metrology Stamping, Adjusting and Calibration of Fully Electronic Weigh Bridge of capacity 60 MT at 1) Maynaguri, 2) Dhupguri, 3) Matiali, 4) Nagrakata 5) Mal (Kranti), 6) Belacoba Krishak Bazar and 7) Dhupguri Principal Market Yard (Testing, Stamping, Adjusting and calibration only except AMC)".	Deadline for Submission of Bids :- Date :- 10-07-2026, Time :- 13.00 hrs (IST) Time and Date of Opening Technical Bids :- 13-07-2026, 13:00 hrs (IST)	Deadline for Submission of Bids :- Date-20-07-2026, Time :- 13.00 hrs. (IST). Time and Date of Opening Technical Bids :- 22-07-2026, 14.00 hrs (IST)

Other Terms & Condition of Original Tender Notice will remain unchanged.

Sd/- Secretary
Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee

NOTICE
EXTRACT OF THE E-TENDER NOTICE
E-tenders are invited to agencies for One year for Matigara Children Home for Girls, Siliguri Dist. Darjeeling vide Memo No. 141/MCHG/SLG-26 dated 09.07.2026 & Memo No. 138/MCHG/SLG-26 dated 09.07.2026 respectively through online in the portal of the government of West Bengal of https://tenders.wb.gov.in/ within 21.07.2026 till 5 P.M.
Sd/-
Superintendent
Matigara Children Home for Girls
Darjeeling

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়বে। বৃষ : ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটাতে ভাইয়ের সাহায্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : সাংসারিক সমস্যার সমাধানে কোনও আত্মীয়কে পাশে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। রাস্তায় চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা শত চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। কোনও গুণী ব্যক্তির সংস্পর্শে আনন্দ পাবেন। সিংহ : অচেনা কোনও ব্যক্তিকে যেচে সাহায্য করতে যাবেন না। বাড়ির বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে। কন্যা : দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ চালু করলে সুফল পাবেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। তুলা : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে সংসারে ভাঙন ধরতে পারে। নিজেকে সংযত করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে জটিলতা বাড়তে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ধনু : বিভিন্ন সূত্রে আয়ের পথ সুগম হবে। দাম্পত্যে সামান্য অশান্তি হলেও, আপনার বুদ্ধিবলে তা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। মকর : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারলে লাভবান হবেন। অন্যের পরামর্শে কোনও অজানা আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করবেন না। মীন : রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করলে যশ ও সম্মান বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২০ আষাঢ়, ১১ জুলাই ২০২৬, ২৬ আহার, সংবৎ ১২ আষাঢ় বদি, ২৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। শনিবার, দ্বাদশী রাত্রি ১১।২১। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৮।৩৭। গণ্ডযোগ রাত্রি ১১।৪। কৌলবকরণ দিবা ১২।৩৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২১ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।৩৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ৮।৩৭ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।২১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১১।২১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৪৩ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৫।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৮।৩৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩। ৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৩৭ গতে অপরাহ্ণ ৪।৪৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই)। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৫। ৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩। ৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ ২৫তম বিবাহবার্ষিকী (১১/০৭/২০২৬) অনুষ্ঠান আগামী দিনগুলি সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায়- **সঞ্জীব, মিস্টু, দেব, সৃজা ও মেঘা। রবীন্দ্রনগর, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ

আরও অস্বস্তি বাড়ল কালীঘাট তৃণমূলের

কলকাতা, ১০ জুলাই : দলীয় তহবিল নিয়ে অস্বস্তি কাটছেই না কালীঘাট তৃণমূলের। এবার একসঙ্গে ১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ। ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কালীঘাট তৃণমূলের ১৫টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে যাওয়ায় প্রায় হাজার কোটি টাকার লেনদেন করা নিয়ে বিপাকে পড়েছে তারা। বৃহস্পতিবারই কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলকে। ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে নজরদারির জন্য রাখা হয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে। সেই নির্দেশে সাময়িক স্বস্তি ফিরলেও পুলিশের এদিনের পদক্ষেপে ফের চাপ বাড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর।

শুধু পুলিশ নয়, কোটি কোটি টাকা বেআইনিভাবে লেনদেনের অভিযোগে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে ইডি-ও। সেই সূত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক তৃণমূল নেতাকে তলবের সম্ভাবনা রয়েছে।

- তৃণমূলের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে একটিতে ৪২০ কোটি টাকা রয়েছে
- অ্যাকাউন্টটিতে সাইনিং অথরিটি হিসেবে রয়েছেন অভিষেক এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন
- বাকি দুটি অ্যাকাউন্ট গোয়া ও ত্রিপুরা শাখার নামে রয়েছে, যেখানে রয়েছে ২০ কোটি টাকা

সাঁড়াশি চাপে পড়ে দলীয় তহবিলের তালা খুলতে শুক্রবার ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল। ইডির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সোমবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত অভিযোগ করেন, অন্য একটি বেঞ্চ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার নিয়ে রক্ষাকবচ দিলেও ইডি সেগুলি নতুন করে ফ্রিজ করেছে। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।

ইডি প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, তৃণমূলের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে একটিতে ৪২০ কোটি টাকা রয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টটিতে চেক সই করার ক্ষমতা বা সাইনিং অথরিটি হিসেবে রয়েছেন অভিষেক এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। বাকি দুটি অ্যাকাউন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের গোয়া ও ত্রিপুরা শাখার নামে রয়েছে। সেগুলিতে রয়েছে ২০ কোটি টাকা। অ্যাকাউন্টগুলির সাইনিং অথরিটি রয়েছে শুভাশিস চক্রবর্তী ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নামে। কিন্তু একটি অ্যাকাউন্টেই কেন এত টাকা রয়েছে তা জানতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের থেকে তথ্য তলব করে ইডি।

সাইনিং অথরিটি হিসেবে যাঁরা রয়েছেন তদন্তের প্রয়োজনে তাঁদের বয়ান রেকর্ড করতে তলব করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। তৃণমূলের তহবিল নিয়ে বিধাননগর সাইবার থানায় ঋতব্রত-তৃণমূলের জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। ৭ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।

২১ জুলাই নিয়ে দিশেহারা

কলকাতা, ১০ জুলাই : ক্ষমতা হারানোর পর এই প্রথম ২১ জুলাইয়ের 'শহিদ সমাবেশ' নিয়ে নজিরবিহীন খাদের কিনারায় ঘাসফুল শিবির। একদিকে রাজ্যে দলের ছন্নছাড়া অবস্থা আর লোক জোটানোর চিন্তা, অন্যদিকে সভাস্থল নিয়ে আইনি জট- সব মিলিয়ে জুলাইয়ের ১০ তারিখ পার হয়ে গেলেও কালীঘাট-তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ কোথায় হবে, তা এখনও চূড়ান্ত নয়।

এই পরিস্থিতিতে শেষমেশ ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই সভা করার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

কালীঘাটের এক বর্ষীয়ান নেতার কথায়, 'সমাবেশে লোক জুটবে কোথা থেকে, সেটাই এখন বড় মাথাব্যথা। জেলা বা শহরতলি থেকে মানুষকে মোটিভেট করে আনার মতো নেতা-কর্মীই বা কোথায়?'

নমুনা দিতে সময়সীমা

কলকাতা, ১০ জুলাই: 'একটা সীমা থাকা দরকার। আপনাকে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে।'— ডিজে কাণ্ডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ১৫ জুলাই বেলা ১২টায় বিধাননগর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালতের হুঁশিয়ারি, এরপরও তদন্তে অসহযোগিতা করলে অভিষেকের আইনি রক্ষাকবচ তুলে নেওয়া হবে। তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও অভিষেকের আইনজীবী আর্জি জানান, তাঁর মক্কেলকে যাতে কেউ ডিম না ছোড়ে, তা রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে।

শুরু পর্যটন মেলা, নয়া আকর্ষণ দার্জিলিং

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ জুলাই : বাংলায় তৈরি হতে চলেছে দুটি বিশ্বমানের পর্যটন গন্তব্য। কেন্দ্রের 'এক রাজ্য, এক বিশ্বমানের গন্তব্য' যোজনার অধীনে প্রথম দফায় ঢেলে সাজানো হবে দার্জিলিংকে। শুক্রবার কলকাতার বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে তিন দিনের পূর্ব ভারতের বৃহত্তম পর্যটন মেলার উদ্বোধনে এসে এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

২১টি রাজ্য এবং থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান সহ ৬টি দেশের ৫০০-রও বেশি প্রদর্শক অংশ নিয়েছে এই মেলায়। এবারের 'ফিচার্ড কান্ট্রি' থাইল্যান্ড। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথা জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মিরিককে কেন্দ্র করে ১১০ কোটি টাকার একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি লাটাগুড়ির মতো স্পর্শকাতর বনাঞ্চলে রিসর্টের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনে জোর দেওয়া হবে।' কালিম্পং ও মিরিককে দার্জিলিংয়ের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের।

পর্যটকদের পছন্দ-অপছন্দ বুঝতে খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি সুনির্দিষ্ট

'টুরিস্ট ডাটাব্যাংক' তৈরি করছে পর্যটন দপ্তর। এর মাধ্যমে মূলত অচেনা ও অফবিট জায়গাগুলিকে পর্যটন মানচিত্রে আনা সহজ হবে। উত্তরাখণ্ডের আদলে এ রাজ্যেও নতুন হোম স্টে পলিসি এবং পর্যটন শিল্পনীতি আনা হচ্ছে। সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাতে বড় হোটেল গোষ্ঠীগুলি বিনিয়োগ করে, তার জন্য টুর অপারেটর ও স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেওয়া হবে।

বিগত সরকারকে তোপ দেগে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'মরুভূমি ছাড়া এ রাজ্যে সব রয়েছে। কিন্তু গত তিন দশকে আগের সরকার এই সম্ভাবনাকে ব্যবহার করেনি। আমরা পর্যটন মানচিত্রে নতুন ইতিহাস লিখতে চলেছি।'

শীঘ্রই দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন

রেজিনগর জিততে উন্নয়নে চোখ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১০ জুলাই : রেজিনগর জিততে উন্নয়নকেই হাতিয়ার করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী দু-আড়াই মাসের মধ্যেই নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। তার আগে এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার জেলা সফরে মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক ও রেজিনগরে রাজনৈতিক সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভা থেকে ফলতার জয়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে উন্নয়নের পক্ষে শামিল হতে রেজিনগরবাসীর কাছে আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে নাম না করে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি।

বিধানসভা নির্বাচনে নওদা এবং রেজিনগর দুই আসন থেকেই জয়ী হয়েছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর। পরে নওদার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ায় রেজিনগরে নতুন করে উপনির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে পুজোর আগেই রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম আসনে ভোট হতে পারে। বর্তমান বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক ২০৭ জন। আসন্ন উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম জেতা বিজেপির কাছে সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রেজিনগর জেতা নিয়ে সংশয় আছে বিজেপির। বিগত নির্বাচনের মুখেই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা করে নওদা ও রেজিনগর দুই আসনেই জয় পেয়েছেন হুমায়ুন। রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। তার প্রমাণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনে বিজেপির বিরাট জয়। শুক্রবার রেজিনগরের সভা থেকে সেই ফলতার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আগামী ভোটে রেজিনগরবাসীর সমর্থন চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সভা থেকে

রেজিনগরবাসীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ফলতায় বলেছিলাম জিতলে স্পেশাল প্যাকেজ দেব। মহিলা কলেজ দেব, ১০০ বেডের হাসপাতাল হবে। দমকলকেন্দ্র হবে। সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছি। রেজিনগর জিতলে এখানেও হবে।' শুক্রবার রেজিনগরের সভার আগে বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠক ও দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রশাসনিক বৈঠকেও ছিল উন্নয়নের বার্তা। স্থানীয় চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরে রেজিনগরের সভা থেকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রশাসনিক বৈঠকে বলেছি অবিলম্বে ভেঙে পড়া রাস্তাঘাট মেরামত করুন। আর রেজিনগর জিতলে একটা নয়, দুটো ব্রিজ হবে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফিরবে। যত আবাস চাইবেন দেব।'

বিগত সরকারের সঙ্গে তাঁর সরকারের কাজের ফারাক বোঝাতে গত দু'মাসের কাজের খতিয়ান পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই রাজ্যে অন্নপূর্ণা যোজনায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলাকে ভাতা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার ১৫ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ১২ লক্ষ মহিলা ভাতা পেয়েছেন।

প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার আইনশৃঙ্খলার মোকাবিলা কঠোর হাতে করার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিল পাশ হয়েছে। বিশৃঙ্খলা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে এই আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করুন।' এই প্রসঙ্গেই নাম না করে হুমায়ুন কবীরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধান মেনে উন্নয়নের কথা বলুন। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কাপুরুষ নই। যে যা খুশি বলবেন আর শুনে যাব। আমার আমলে এসব হবে না।'

আজ বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

কলকাতা, ১০ জুলাই : বিরোধীদের বিশেষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারবিরোধী আক্রমণের ধার ভোঁতা করতেই বারুইপুর কাণ্ড নিয়ে শুরু থেকেই বিশেষ সক্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করতে শনিবার ফের বারুইপুর যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নিহত নাবালিকা এবং গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিমতোই চারদিনের মধ্যে বারুইপুরে তৈরি করা হয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি। শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রথমে নিহত নাবালিকার বাড়িতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের বাড়িতে যাবেন তিনি। বারুইপুর কাণ্ডে উত্তেজনায় প্ররোচনার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয় সিপিএম নেতা লাহেক আলির বিরুদ্ধে। শুক্রবার এফআইআর খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে বারুইপুরের ঘটনার রিপোর্ট ও রাজ্যের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়গুলির কথা সরকারি রিপোর্ট আকারে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতাদেরও কথা হয়েছে। তদন্তে যাতে পুলিশ ও সিআইডির তরফে কোনও গাফিলতি ও টালবাহানা না হয়, তার জন্য প্রথম থেকেই কড়া নির্দেশ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দুর্গার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মেট্রোর জোকা-ইডেন লাইনের কর্মীরা। শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

'দুর্গা'র নেতৃত্বে সাফল্য মেট্রোর

কলকাতা, ১০ জুলাই : 'দুর্গা'-র সাফল্যে নয়া পালক পাতালরেলের মুকুটে। শুক্রবার কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্টেশনে ১.৭ কিমি রাস্তা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে টানেল বোরিং মেশিনটি। সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কলকাতা মেট্রোর জোকা-ইডেন লাইনের কর্মীরা বন্দে মাতরম ধ্বনি দিতে থাকেন। পাতালপথে গোটা শহর ও শহরতলির সংযোগ বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্যোগী মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনকে সম্প্রসারিত করে এসপ্ল্যানেডের সঙ্গে জুড়তে শুরু হয় খননকার্য। এক বছরের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে কাজ শুরু করে বোরিং মেশিন 'দুর্গা'। পাশাপাশি ডাউন লাইনে জোকামুখী সুড়ঙ্গ কাটার কাজ করছে অপর একটি মেশিন 'দিব্যা'।

চেন্নাই থেকে আনা এই দুটি টিবিএম-কে খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত ২.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যুগ্ম টিউব টানেল তৈরির কাজে নিয়োজিত করা হয়। মেট্রো রেলের জিএম প্রেমসাগর গুপ্তা বলেন, 'কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই কাজ হয়েছে। মেট্রোর জন্য এটা একটা মাইলস্টোন। দিব্যাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করবে বলেই আশা করছি।' পূর্বে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরির সময় একাধিক জটিলতার মুখে পড়তে হয়েছিল কলকাতা পাতালরেল কর্তৃপক্ষকে। বৌবাজারে মাটি খুঁড়ে কাজ করার সময় চারবার বিপর্যয় নেমে আসে। সমস্যায় পড়তে হয় ইঞ্জিনিয়ারদেরও। তাই মাটির ওপরে ফোর্ট উইলিয়াম ও পিটিএস থাকায় এই খননকার্য চালানোর সময় বিপদের আশঙ্কা ছিল। তবে এদিন কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পাতালপথে বিপ্লব টিবিএম দুর্গারি।

টানা বৃষ্টিতে ভোগান্তি

কলকাতা, ১০ জুলাই : রাতভর বৃষ্টিতে জলের তলায় কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। পাশাপাশি ভোগান্তিতে পড়তে হয় জেলার বাসিন্দাদেরও। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির জেরে ভিআইপি রোডের বিস্তীর্ণ অংশে জল জমে ব্যাহত হয় যান চলাচল। জলে ডুবে থাকে দমদম, বরাহনগর, কৈখালির মতো নীচু এলাকা। অন্যদিকে, দুর্যোগের কারণে ব্যাহত হয় বিমান পরিষেবাও। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, কলকাতা এবং শহরতলিতে আগামী সোমবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলতে পারে।

পুরভোট নিয়ে সরব অর্জুন

কলকাতা, ১০ জুলাই : পালাবদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় গণহারে পদত্যাগ করেছেন কাউন্সিলাররা। শুক্রবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের পুরসভাগুলির অচল অবস্থা কাটাতে ভোটের দাবিতে সরব হন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, প্রশাসক বসিয়ে বছরের পর বছর পুরসভা চালানো যায় না। তাই নভেম্বরেই ভাটপাড়া-সহ এই অঞ্চলের একাধিক পুরসভায় নির্বাচন হবে।

রাজেশের আরোগ্য কামনা

কলকাতা, ১০ জুলাই : অভিনেতা রাজেশ শর্মার অসুস্থতায় উদ্বেগে সিনেমা জগতের তারকা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। সহকর্মী ও বন্ধুর আরোগ্য কামনা করতে দেখা যায় অক্ষয় কুমারকে। শুক্রবার হাসপাতালে ফুলের তোড়া নিয়ে অভিনেতার সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। রাজেশের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। দিন তিনেক আগে এক দক্ষিণী ছবির শুটিং চলাকালীন বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজেশ। বর্তমানে ঢাকুরিয়ায় এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। বিপদমুক্ত হলেও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।

অধীরের সুরক্ষায় কোপ

বহরমপুর, ১০ জুলাই : লোকসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর নিরাপত্তা ওয়াই প্লাস থেকে কমিয়ে এক্স ক্যাটিগোরিতে নামাল কেন্দ্র। কোনওরকম সাংবিধানিক পদ না থাকায় নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে হারার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া অন্য কোনও সাংগঠনিক পদও তাঁর কাছে নেই।

ভূমিধসে মৃত্যু বাঙালি শ্রমিকের

মেদিনীপুর, ১০ জুলাই : কেরলে ভূমিধসে মৃত্যু পূর্ব মেদিনীপুরের এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম রাকেশ গুছাইত। এদিন ভগবানপুরে মৃত শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক। রাকেশের পরিবারকে সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫৪ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩

চরম অবক্ষয়

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে পালাবদলের পর দলবদলের হিড়িক আদতে নীতি ও মতাদর্শের চরম অবক্ষয়ের নগ্নরূপ। তৃণমূলের রাজ্যসভার তিন প্রাক্তন সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিকবড়াইক আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত থেকে তাঁদের পদ্মপতাকা নেওয়ার দৃশ্যটি নিছক একটি দল থেকে অপর দলে নাম লেখানো নয়, বরং রাজনীতিতে সুবিধাবাদী প্রবণতার জীবন্ত দলিল।

একদা যাঁরা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য বলে পরিচিত ছিলেন, বাংলার মসনদে পরিবর্তনের পর তাঁরা জার্সি বদল করলেন। দুর্নীতি নিয়ে কঠোর ভাষায় তাঁরা নিশানা করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। অথচ আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পদ্ম শিবিরে সাদরে বরণ করা হয়েছে এবং রাজ্যসভা উপনির্বাচনে প্রার্থীও।

এতে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরেও। কারণ, রাজ্যজয়ের পর শমীক ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপির তৃণমূলিকরণ হবে না। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তৃণমূলের দুর্নীতি এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন। সেই তৃণমূলের কালিমালিপ্ত নেতাদের বিজেপিতে ঠাঁই নেই। তবে 'ভালো তৃণমূল'-এর জন্য দরজা খোলা বলে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

সুখেন্দু, সুস্মিতাদের দলে নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভালো তৃণমূলের জন্য দলের দরজা খুলতে চলেছে। 'প্রত্যেকেরই একটা অতীত থাকে' মন্তব্য করে শমীকের যুক্তিজালে স্পষ্ট, নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে, নিখাদ সুবিধাবাদের জয়গান গাইবে পদ্ম শিবির। এও মেনে নিলেন, ক্ষমতা বিস্তার করতে আদর্শের চেয়ে সংখ্যাতত্ত্ব অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এখন গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ভাঙিয়ে একের পর এক সাংসদকে নিজেদের দিকে টানছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। এই প্রক্রিয়া নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে বিজেপির রাজনৈতিক সততা এবং এতদিনের ঘোষিত অবস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে।

ভারতীয় রাজনীতিতে 'আয়ারাম গয়ারাম' সংস্কৃতির ইতিহাস দীর্ঘ। তবে তা উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বেশি দেখা যেত। এখন সেই ব্যাধি বাংলায় শিকড় গেড়েছে। সম্প্রতি আপের রাঘব চাড্ডা সহ একাধিক সাংসদের বিজেপিতে যোগদান প্রমাণ করে যে, এই সুবিধাবাদের ব্যাধি কেবল পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। আমজনতার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, এই সমস্ত রাজনৈতিক ডিগবাজির মূলে রয়েছে নিখাদ ব্যক্তিগত স্বার্থ, সংসদীয় পদ রক্ষা এবং ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার আকুল বাসনা।

এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ক্রমাগত কলুষিত ও মূল্যহীন করে তুলছে। সাধারণ ভোটাররা যে নির্দিষ্ট দল, প্রতীক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর আস্থা রেখে তাঁদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছিলেন- আমজনতার সেই রায় ও বিশ্বাসকে এভাবে বুড়ো আঙুল দেখানো শুধু অনৈতিক নয়, বরং চরম অপরাধ। এতে ভোটাধিকারের প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সুস্থ নীতি, সুস্থ বিতর্ক ও আদর্শের স্থান দখল করেছে ক্ষমতার নগ্ন লোভ এবং দলবদলের খেলা। প্রথমে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৬০ জন তৃণমূল বিধায়কের বিদ্রোহ এবং নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করে ক্ষমতার সমান্তরাল অক্ষ তৈরির চেষ্টা, তারপর লোকসভার ২০ জন সাংসদের এনডিএ-তে মিশে যাওয়ার কৌশলগত সিদ্ধান্ত এবং সবশেষে তিন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদের পদ্ম শিবিরে নতুন ইনিংস শুরু- সব মিলিয়ে চরম নীতিহীনতা ও আদর্শহীনতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

দলীয় আনুগত্য এখন কাচের মতো ভঙ্গুর এবং ক্ষমতার হাওয়া যেদিকে বয়, নেতাদের আনুগত্যের পাল সেদিকেই ঘোরে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তবে আগামীদিনে সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের বীতশ্রদ্ধা ও অনাস্থা আরও তীব্র হবে।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

উগ্রতায় আর্জেন্টিনার সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজরা

বিশ্বকাপ ফুটবলে কোন দেশের সমর্থকরা কেমন? কাদের গ্যালারিতে উৎসব পালন চলে কীভাবে?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই যে স্রোতের মতো বিদেশিরা বিভিন্ন শহরের স্টেডিয়ামে আসেন দেশকে সমর্থন করতে, তারপর তাঁরা কোথায় যান? কী করেন সারাদিন?

আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের শুরুতে প্রেসবক্সের সামনেই বসে ছিল এক আর্জেন্টিনীয় কিশোর। এত বড় চেহারা, প্রথমে ভেবেছিলাম, কলেজ ছাত্র। পরে শুনলাম, ক্লাস সিক্সের ছাত্র। ও দেশে আগে এত ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল ছিল না। এখন বেড়েছে। ছেলেটি ইংরেজি বলতে পারে। পাশের জনকে দেখিয়ে বলল, বাবার সঙ্গে আমেরিকা এসেছি। সে-ই বলছিল, কী করে সারাদিন।

খেলার আগের দিন শহরে ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গায়। একটা পার্কেই হয়তো চলে গেলেন কাতারে কাতারে। সেখানেই এক দফা উৎসব হল।

খেলা থাকলে সকাল থেকেই বেরিয়ে যান আস্তানা থেকে। অনেক আগে থেকেই লাইন দেন স্টেডিয়ামের বাইরে। ম্যাচের শেষে? স্টেডিয়ামের পরিবেশ পছন্দ হলে ঘুরে বেড়ান স্টেডিয়ামের চারপাশে। কিংবা চলে যান শহরের প্রাণকেন্দ্রে। মায়ামি হলে সৈকতে বা লিটল হাভানায়। নিউ ইয়র্ক হলে ম্যানহাটনের দিকে।

বিশ্বকাপের গ্যালারিতে বেশ কিছু খ্যাপাটে, অদ্ভুত রঙিন সমর্থকের দেখা মেলে। এই সপ্তরথী স্রেফ নিজেদের চেনা রূপ আর পাগলামির জন্য আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছেন। একজনই আছেন এখনও, বাকিরা ফিরে গিয়েছেন দেশে।

১) কার্লোস তুতুকা (আর্জেন্টিনা)- মাথায় প্লাস্টিকের বিশ্বকাপের ট্রফি বসিয়ে ঘুরে বেড়ান। তিনি নিজেই এখন বিশ্বকাপের চলন্ত ল্যান্ডমার্ক।

২) গুস্তাভো কাস্ত্রো (কলম্বিয়া) নিজেকে সাজাতেন কলম্বিয়ার জাতীয় পাখি 'আন্দিজের কনডর' (এক ধরনের বিশাল শকুন) হিসেবে। পিঠে বিশালাকার রঙিন ডানা, মাথায় পাখির মতো মুখ আর পুরো শরীরে কলম্বিয়ার জাতীয় পতাকার রং। অন্যরা ডাকেন এল কোলো।

৩) হিরোইউকি (জাপান)- ঐতিহ্যবাহী সামুরাই বর্ম পরে আসা হিরোইউকি খাঁটি সামুরাইদের মতো ভারী পোশাক, কোমরে নকল তলোয়ার আর মুখে জাপানি যুদ্ধের চেনা মেকআপ। খেলা শেষে ওইভাবেই গ্যালারির নোংরা পরিষ্কার করতে নেমে পড়া ছিল অভ্যাস।

৪) কার্লো মাস্ত্রেলি (ইতালি)- ইতালি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও তিনি ছিলেন রাজকীয়ভাবে। রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের মতো পোশাক, মাথায় রুপোলি হেলমেট আর হাতে চামড়ার তৈরি ঢাল নিয়ে তিনি গ্যালারিতে হাজির হতেন।

৫) ডিক ভ্যান ডাইক (নেদারল্যান্ডস) ডাচ ভক্তদের অধিকাংশ কমলারঙা টি-শার্ট পরেন, কিন্তু ডিক আসতেন সম্পূর্ণ বিপরীত লুকে। ১৭ শতকের এক ডাচ নৌবাহিনীর অ্যাডমিরালের পোশাকে। পায়ে লম্বা বুট, মাথায় সেই আমলের বড় টুপি আর মুখে বিশাল কমলারঙা দাড়ি। ডাচদের প্রতিটি অ্যাটাকের সময় দূরবিন দিয়ে মাঠে তাকাতেন।

৬) 'লা ক্যাটরিনা' মারিয়া (মেক্সিকো) সোমব্রেরো টুপি পরা পুরুষদের ভিড়ে মারিয়া আলাদা নজর কাড়তেন তাঁর অসাধারণ 'লা ক্যাটরিনা' (মেক্সিকোর ডেড অফ দ্য ডেড উৎসবের চেনা কঙ্কালরূপী নারী) মেকআপের জন্য। মুখে সাদা-কালো রঙের আলপনা, চুলে জড়ানো উজ্জ্বল লাল গোলাপ, পরনে মেক্সিকোর ঐতিহ্যবাহী ঘাগরা।

৭) 'ওয়াটার পোলো কিং' ইভান (ক্রোয়েশিয়া) এই তরুণ নজর কেড়েছেন তাঁর মাথার অদ্ভুত টুপির জন্য। পরতেন ওয়াটারপোলো খেলার রবারের ক্যাপ। ক্রোয়েশিয়া যে ওয়াটারপোলোতেও বিশ্বসেরা, তার গর্ব বোঝাতে।

অনেকেই জানতে চান, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সমর্থকদের ফারাকটা আসলে কোথায়। কোনও সন্দেহ নেই, আর্জেন্টিনীয়রা অনেকটা উগ্র। সাম্প্রতিক সাফল্য, মেসির উত্থান তাঁদের আরও বেশি উগ্র ও উচ্চকিত করেছে। উল্লাস, হুংকার আরও তীব্র। আর্জেন্টিনার বারা ব্রাভাসরা আরও অনেক বেশি উগ্র।

আর্জেন্টিনার ম্যাচ মানেই এক মহাকাব্যিক থিয়েটার। ড্রামের গুরুগুরু আওয়াজের সঙ্গে নীল-সাদা গ্যালারি স্রেফ দর্শক হয়ে থাকে না। তাঁরা নিজেরাই ৯০ মিনিটের একটা অবিরাম সুরের দেওয়াল তৈরি করেন। 'মুচাচোস'-এর মতো গানে সম্মোহনী পরিবেশ তৈরি হয়। গ্যালারি তখন আনুগত্য আর লড়াইয়ের এক চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র।

আবেগের গভীরতা, সুরের জটিলতায় বৈচিত্র্য মাপা হলে আর্জেন্টিনা এখন ফুটবল পৃথিবীর শেষ কথা। দেখলাম, স্রেফ ছোট ছোট স্লোগান বা চিৎকারে বিশ্বাসী নন মেসির দেশের মানুষ। তাঁরা ৯০ মিনিট ধরে গেয়ে যান সুরপ্রধান, কাব্যিক এবং জটিল গান। গ্যালারিতে ড্রাম-ব্রাস ব্যান্ডের চেনা সুরের মূর্ছনায় সমর্থকরা যেভাবে পুরো গ্যালারিকে অর্কেস্ট্রার মতো পরিচালনা করেন, তা জাদুকরি।

ব্রাজিলের ফুটবল সেখানে এক জমকালো পথোৎসব। তাঁদের সমর্থন নরমসরম, গতিশীল এবং সাম্বার ছন্দে মাখামাখি। বিপক্ষকে ভয় দেখানো নয়, বরং পুরো বিশ্বকে হলুদ-সবুজ উৎসবে আমন্ত্রণ জানানোই তাঁদের স্বভাব। আর্জেন্টিনার ফুটবল যদি হয় যুদ্ধের হুংকার, ব্রাজিল তবে এক নিখাদ উদযাপন। গত ২৪ বছর ট্রফি নেই। নেইমারের পর সুপারস্টারও নেই। তাঁরা যেন অনেক বেশি সংকুচিত। আত্মবিশ্বাস টলোমলো। জিতবই, এই মনোভাব তাঁদের শরীরী ভাষায় নেই। আর্জেন্টিনীয়দের জার্সিতে ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে দেখলাম, মেসি বা মারাদোনার মুখ। স্বাভাবিক, মেসিই বেশি। এমন ব্যক্তিপুজো কোনও দলের ক্ষেত্রে নেই। ব্যতিক্রম পর্তুগাল। সেটা রোনাল্ডোর জন্য।

আর একটা প্রশ্ন করেন বাংলার অনেকে। ইউরোপিয়ান সমর্থকদের সঙ্গে লাতিন আমেরিকান সমর্থকদের ফারাক কী?

ইংল্যান্ডের সমর্থকদের চিৎকার শুনলে মনে হচ্ছিল লিভারপুল বা নিউক্যাসলের কোনও স্টেডিয়াম। সেখানে চিৎকার আছে, বিয়ারের ফোয়ারা আছে, আর আছে এক অদ্ভুত একাত্মতা। তাঁদের রসবোধ ধারালো, নিজেদের নিয়ে মজা ওড়াতে তাঁরা ওস্তাদ। হাজার হাজার কণ্ঠে যখন 'ইটস কামিং হোম' গানটা ভেসে আসে, তখন সেটাকে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরের এক সমবেত প্রার্থনা বলে মনে হয়। আর্জেন্টিনার সঙ্গে ওঁরাই শুধু পাল্লা দিতে পারেন। মাঠে ঢুকেই গোলপোস্টের চারদিকে ব্যানার লাগিয়ে দেয় দু'পক্ষ।

ফ্রান্সের গ্যালারিতে আবার আভিজাত্য হাত মেলায় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। ফরাসিদের এই সমর্থন ঘরানা বেশ সিনেম্যাটিক। স্টেডিয়াম যখন 'আলে লে ব্লু' কিংবা 'লা মার্সেইয়েজ'-এর মতো জাতীয় সংগীতে কেঁপে ওঠে, তখন সেটাকে আর আদিম যুদ্ধ মনে হয় না, বরং মনে হয় এক গর্বিত সাংস্কৃতিক ইস্তাহার। ফ্রান্সের আধুনিক ফুটবল সংস্কৃতি যেন বর্তমান ফরাসি সমাজেরই এক খণ্ডচিত্র- যেখানে মিশে আছে বহু জাতি আর সংস্কৃতির মানুষ।

স্পেনের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বাজে খেলে জেতাও এক ধরনের হার। তাঁরা খেলা দেখেন দাবার গ্র্যান্ডমাস্টারের মতো চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে। 'তিকিতাকা'র মন্ত্রে দীক্ষিত এই সমর্থকরা মাঠের নিখুঁত পাসিং আর মগজের লড়াই দেখতে চান। পর্তুগালের সমর্থকরা ঐতিহাসিকভাবেই একটু আড়ালে থাকা লড়াকু। ব্রাজিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁদের এখানে মিল।

আমেরিকা বিশ্বকাপ পরিচিত ফ্যান সংস্কৃতির বাইরে আরও কিছু দেশের ফ্যানদের দেখল, যাঁদের ভোলা যাবে না।

১) নরওয়ে : ভাইকিং রোইং-- চেনা ছকের ফুটবল স্লোগান ভুলে হাজার হাজার নরওয়েজীয় সমর্থক গ্যালারিতে একসঙ্গে বসে পড়েন। তারপর নিখুঁত ছন্দে শরীর দুলিয়ে এমনভাবে অভিনয় করেন, যেন এক বিশাল ভাইকিং যুদ্ধজাহাজ বেয়ে এগিয়ে চলেছেন।

২) জাপান : গ্যালারিতে সৌজন্যের রূপরেখা- তাঁদের মূল হাতিয়ার—পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, আনন্দ আর নাগরিক দায়িত্ববোধ। হারলেও খেলা শেষে জাপানি সমর্থকরা গ্যালারিতে থেকে যান এবং প্রতিটা আবর্জনা পরম যত্নে পরিষ্কার করে স্টেডিয়াম ছাড়েন। এই পরিশীলিত সংস্কৃতিতে তাঁরা সবার চেয়ে আলাদা।

৩. মেক্সিকো : চলন্ত এক কার্নিভাল-- তাঁদের বৈচিত্র্যের পরিচয় লুকিয়ে আইকনিক 'লুচা লিব্রে' রেসলিং মাস্ক, আকাশছোঁয়া সোমব্রেরো হ্যাট আর ঐতিহ্যবাহী 'ডেড অফ দ্য ডেড' উৎসবের কায়দায় করা ফেসপেইন্টের মধ্যে। স্টেডিয়ামের বাইরে মারিয়াচি ব্যান্ডের চেনা সুর বাজছিল তখন।

৪. কলম্বিয়া : হলুদের সেই চেনা স্রোত-- স্রেফ সংখ্যার জোরে, দূরদূরান্তে দল বেঁধে যাওয়ার টানে কলম্বিয়ানরা অনন্য। মাথায় আদিবাসীদের রঙিন পালকের মুকুট আর মনে কার্নিভালের আনন্দ নিয়ে তাঁরা স্টেডিয়ামে নিয়ে এসেছিলেন খাঁটি লাতিন আমেরিকান ফুটবল-আত্মা।

৫. স্কটল্যান্ড : পাইপের সুরে ঐতিহ্যবাহী মার্চ-- স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত 'টার্টান আর্মি' আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল পুরোনো দিনের ইউরোপীয় ঘরানা। আধুনিক ফুটবল সমর্থকদের মতো উগ্রতা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। স্কটিশরা চলেন নিজেদের ঐতিহ্য আর গভীর বন্ধুত্বের টানে। ঐতিহ্যবাহী কিল্ট (এক ধরনের স্কার্টজাতীয় পোশাক) পরে এবং ব্যাগপাইপে চেনা সুর তুলে যখন তাঁরা শহরের রাস্তা দিয়ে মার্চ করেন, তখন দেখার মতো দৃশ্য তৈরি হত।

৬. নেদারল্যান্ডস : কমলার সেই চলন্ত তরঙ্গ-- ডাচদের এই 'অরেঞ্জ লিজিয়ন' বিখ্যাত স্টেডিয়ামমুখী এক বিশাল পদযাত্রার জন্য। নিয়ন কমলারঙা পোশাকে মোড়া দশ-দশ হাজার সমর্থক যখন নিখুঁত ছন্দে ডান থেকে বাঁয়ে ('লিংকস রেশটস') লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যেত, তখন মনে হত যেন কোনও ইলেক্ট্রনিক মিউজিকের কনসার্ট চলছে।

৭. মরক্কো : শব্দের সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর-- অকুতোভয় সমর্থকরা উত্তর আফ্রিকার 'আল্ট্রাস' সংস্কৃতির দারুণ রূপ তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের নিখুঁত ছন্দের তালি, প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কাড়ার জন্য কান ফাটানো শিস আর অবিরাম গর্জন প্রতিটা ফুটবলারকে তাতাতে বাধ্য।

৮. অস্ট্রেলিয়া : সেই চেনা হাসিমুখের দল-- মাথায় বিশাল হলুদ পরচুলা, হাতে ফোলানো ক্যাঙারু আর গায়ে রেট্রো সাফারির পোশাক। তাঁদের স্লোগানগুলোর মধ্যে থাকত সূক্ষ্ম রসবোধ, হালকা চালের মেজাজ। যা ফুটবল মাঠের চেনা স্নায়ুর চাপ এবং উগ্রতার মাঝে এক পশলা ঠান্ডা বাতাস।

৯. ক্রোয়েশিয়া : লাল-সাদা চকের বোর্ডে মোড়া গ্যালারি-- জাতীয় পতাকার লাল-সাদা বক্সের নকশা বা 'সাহোভনিকা'র প্রতি তাঁদের টান প্রশ্নাতীত। অনেকে চুল কেটেও এমন লাল-সাদা ছক তৈরি করতেন। মাথায় থাকত ওয়াটারপোলো খেলার টুপি।

এঁরা আজ অধিকাংশই ফিরে গিয়েছেন বহুদূরে, দেশে। কোথায় না কোথায় ছড়িয়ে গিয়েছেন আজ। আমেরিকা এঁদের কখনও ভুলবে না। আমরাও না। *(লেখক সাংবাদিক)*

আজ

১৯৫৬

লেখক অমিতাভ ঘোষের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখিকা ঝুম্পা লাহিড়ি।

আলোচিত

পুলিশকে আমি কড়া ভাষায় বলেছি, বর্ডার এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষমা-ঘেন্নার বিষয় থাকবে না। রাজ্যে কয়েক হাজার অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন। আপনারা এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬৯ জনকে বর্ডার পার করিয়েছেন। এই সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে রাস্তার গর্ত জল ভরে 'সুইমিং পুল' হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে বসে দুই তরুণ। একজন ঢোলক ও অন্যজন হাততালি দিয়ে গান ধরেছে, 'রাস্তেমে গাড্ডে পড়ে, হাম চলতে চলতে গিরে...'। মহারাষ্ট্রে রাস্তার কঙ্কালসার অবস্থা তুলে ধরতে অভিনব প্রতিবাদ।

ভাইরাল/২

১০,০০০ ফুট উঁচুতে ফুটবল জ্বর! আর্জেন্টিনা বনাম মিশর ম্যাচ দেখতে ইন ফ্লাইট ওয়াই-ফাই পরিষেবা কেনেন এক ফুটবলপ্রেমী। বুয়েনস আয়ার্স থেকে বার্সেলোনাগামী বিমানে বসে লাইভ ম্যাচ ল্যাপটপে চালান। খেলা দেখতে জড়ো হন প্রায় ১৮৭ জন যাত্রী। মাঝআকাশে বিমানের ভিতর যেন মিনি স্টেডিয়াম।

জনমন জনমত

গাছকে আঘাত বন্ধ হোক

বর্তমানে জাতীয় সড়ক কিংবা রাজ্য সড়কের দু'ধারে রাস্তার গা ঘেঁষে যে গাছগুলি রয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই ছাল কেটে নিয়ে সিল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরাঞ্চল লাগোয়া রাস্তার ধারের গাছগুলি দেখলে আরও অবাক হতে হয়। বেশিরভাগ গাছ, যেগুলো রাস্তার একদম কাছাকাছি রয়েছে তাদের গায়ে রীতিমতো বড় বড় সাইনবোর্ড, হোর্ডিং, ফ্লেক্স ইত্যাদি পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্য যেমন একদিকে দৃষ্টিকটু তেমনি সমাজসচেতন মানুষদের মতে এই কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে রাস্তার ধারের বড় গাছগুলি ছাল কেটে মার্ক করে রেখেছে। ময়নাগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি যাওয়ার রাস্তায় অনেক গাছে রীতিমতো রিফ্লেক্টর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে গাড়িচালকদের রাতে রাস্তা চিনতে কোনও অসুবিধা না হয়। প্রশ্ন হল, এধরনের রিফ্লেক্টর লাগানোর জন্য কি অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না, নাকি গাছেদের গায়ে এগুলো লাগানো ঠিক? গাছের গায়ে এভাবে পেরেক ঠুকে, আঠা বা তার দিয়ে প্লাস্টিক ফ্লেক্স, ব্যানার বা বিজ্ঞাপন লাগানো সম্পূর্ণ বেআইনি। পেরেক পুঁতলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গায়ে ফাঙ্গাস বা পোকামাকড়ের আক্রমণ ঘটে। পরিবেশ বাঁচাতে গাছের গায়ে এই ধরনের ফ্লেক্স লাগানো অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

রমেন রায়, ময়নাগুড়ি।

হেরিটেজ রোডে অর্ধসমাপ্ত সেতু

রাজ আমলের গারদ হাট রোড, আজকের হেরিটেজ রোড যা কোচবিহার শহর থেকে রাজেন তেপথি, খাপাইডাঙ্গা, কালজানি, নাটাবাড়ি, ধলপল, নাগুরুরহাট হয়ে টাকোয়ামারি পর্যন্ত বিস্তৃত।

ধলপল থেকে কোচবিহার শহর পর্যন্ত এই হেরিটেজ রোডে অনেকদিন ধরে চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু ধলপল থেকে নাগুরুরহাট হয়ে টাকোয়ামারি পর্যন্ত চলাচল এখনও শুরু হয়নি। কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ধলপল ও নাগুরুরহাটের মাঝখানে রায়ডাক নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এমতাবস্থায় রায়ডাক সেতুর কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করে রাজকীয় ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ রোড খুলে দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

শিকড়ের সন্ধানে নিজস্ব পারিবারিক সংগ্রহশালা

ডিজিটাল যুগে অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মে পারিবারিক মূল্যবোধ জাগানো প্রয়োজন

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের এক সকালে উত্তরবঙ্গের কোনও মফসসল শহরের ইটের রাস্তা ধরে হাঁটলে সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্য ছিল বাড়ি বাড়ি থেকে উনুনের কয়লার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে মিশে যাওয়া। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত এক চেনা ধোঁয়াটে গন্ধ। এভাবেই প্রতিদিন ঘুম ভাঙত অলস মফসসলের এবং স্কুল কিংবা অফিসে যাওয়ার তাড়াহুড়োয় গৃহিণীদের ভাতের থালা সাজানোর তোড়জোড় শুরু হত। মাসকাবারির বাজারের সঙ্গে রিকশায় চেপে আসত এক বস্তা পাথুরে কয়লা বা কোক কয়লা। বাড়ির কাঁচা রান্নাঘরের পাশে বা উঠোনের কোণে অবহেলায় পড়ে থাকা এই কালো জ্বালানিটির খোঁজ পড়ত প্রতিদিন খুব ভোরে। সে সময়ে উত্তরবঙ্গের ছোট-বড় শহরগুলোতে অন্তত দশ-বারোটি কয়লার দোকান অনায়াসেই চোখে পড়ত।

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস 'ইতি তোমার মা'-তেও কয়লা নিয়ে এক নস্টালজিক যাপন খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে বুড়ো নামের ছেলেটির বাবার আজীবন স্বপ্ন ছিল একটি কয়লার দোকান দেওয়ার এবং সেখানে বসে সারাদিন কয়লা বিক্রি করার। এলপিজি সিলিন্ডার আসার আগে বাজারে কয়লার ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং বড় বড় মুদি দোকানেও কয়লা ও লবণ পাশাপাশি বস্তায় ভরে দোকানের বাইরে রাখা হত। মধ্যবয়সি প্রজন্মের স্মৃতির সংগ্রহশালায় এই দৃশ্য আজও উজ্জ্বল হলেও আজকের সাত-আট বছরের আধুনিক শিশুরা কয়লা চেনেই না। জনজীবনের একসময়ের এই অপরিহার্য বস্তুটি আজ উত্তর প্রজন্মের কাছে প্রায় বিস্মৃত। বর্তমান চটকদার ডিজিটাল যুগে অসংখ্য ছবি ও তথ্য মুঠোফোনে জমা হলেও পারিবারিক স্মৃতির বাস্তব ও স্পর্শযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে এই পুরোনো বস্তুগুলিই।

বাঙালি বাড়িতে কমবেশি এমন একটি ধূলিধূসরিত পরিসর

এআই

থাকে যা আপাতদৃষ্টিতে বাতিল বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ঠাসা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-তে গ্রামীণ পটভূমিতে অপুর পুরোনো জিনিসের প্রতি অবুঝ কৌতূহল যেন হারিয়ে যাওয়া সময়কে নতুন করে আবিষ্কারেরই এক শাশ্বত প্রতীক। বর্তমান যুগে যে সমস্ত গঞ্জ ও শহরে বহুতল ফ্ল্যাট সংস্কৃতির চূড়ান্ত দাপাদাপি শুরু হয়েছে সেখানে পুরোনো সাবেকি বাড়িঘরের সঙ্গে পরিবারের প্রাচীন স্মারকগুলোও চিরতরে হাপিস হয়ে গিয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের আধা শহর কিংবা আধা গ্রামের গন্ধ মাখা শান্ত এলাকাগুলোতে পারিবারিক সংগ্রহের এই অমূল্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আজও সগৌরবে টিকে রয়েছে।

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ করে দুর্গাপুজোর আগে ঘরদোর ঝাড়ামোছার পর বহু আগের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যখন রোদে উঠোনে মেলে দেওয়া হয় তখন বাড়ির ছোটদের চোখে এক মায়াবী ঘোর লেগে যায়। পুরোনো সেই সাদা কালো ছবির অ্যালবাম, পূর্বপুরুষের সন্ধ্যার কীর্তনের পিতলের করতাল, কলম ও কাচের দোয়াত, কাঠের প্রাচীন ক্যাশবাক্স, রেডিও, কলের গান, রিল ক্যামেরা এবং লণ্ঠন ও হ্যাজাকের মতো সামগ্রী তখন ঘরজোড়া আলোয় নতুন রূপ পায়। এর সঙ্গেই ওজনের পুরোনো বাটখারা, কেরোসিন কুকার, তামার পয়সা কিংবা বিশেষ ঘটনার সংরক্ষিত খবরের কাগজ যেন ধুলো ঝেড়ে অতীতের এক একটি জীবন্ত সাক্ষী হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব একটি ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকে যা উপযুক্ত যত্নের অভাবে কালের নিয়মে হারিয়ে যায়। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অনেক সময়ই তাদের পারিবারিক গৌরবময় ধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে গেলেও এই বাতিল সামগ্রীগুলোই তাদের শিকড়ের অমোঘ সন্ধান দিতে পারে। এই কারণেই নামী সরকারি কিংবা নামী বেসরকারি মিউজিয়ামের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরেও প্রতিটি সাধারণ ঘরে ছোটখাটো একটি নিজস্ব সংগ্রহশালার আবশ্যিকতা গভীরভাবে অনুভূত হয়। বাইরের কেউ না দেখুক, পরিবারের মানুষজনই একটি আলমারি কিংবা বাড়ির একটি কোণ জুড়ে এই স্মৃতির মণিকোঠা আগলে রাখলে তা উত্তরসূরিদের আত্মিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন এই আত্মিক টানই শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে সুস্থ সামাজিক কাঠামোর মজবুত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। পারিবারিক সংগ্রহশালা তাই কেবল পুরোনো জড় বস্তুর ভাণ্ডার নয়, আক্ষরিকভাবেই একটি পরিবারের আত্মপরিচয় ও উত্তরাধিকারের অমর দলিল।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। পুরাণে বর্ণিত সপ্তভুবনের অন্যতম ৩। আমড়া গাছ বা আমড়া ফলের আরেক নাম ৫। হস্তরূপ পদ্ম ৭। অনাবশ্যক ঝগড়া বা মন কষাকষি ৯। মধ্য ভারতের প্রাচীন দেশ বিশেষ, সংগীতের রাগবিশেষ ১১। মৌখিক আস্ফালন বা বড়াই, মিথ্যা জাঁক ১৪। কৃত্রিম, জাল ১৫। রজগুণপ্রধান, সমারোহপূর্ণ বা আড়ম্বরপূর্ণ।

উপর-নীচ : ১। আরও বেশি, তার চেয়েও বেশি ২। কতিপয়, অল্প সংখ্যক ৩। নির্যাস, চোয়ানো মদ ৪। চাল ৬। প্রাসাদ ৮। প্রচারিত, সুবিদিত ১০। মেঘ বা পর্বত ১১। বাদক, দক্ষবাদক ২। মূলত পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন বড় আমবিশেষ ১৩। ইঙ্গিত, সংকেত।

সমাধান ■ ৪৪৯৩

পাশাপাশি : ১। জহিন ৩। ডন ৫। জন ৬। হনন ৮। বুরুল ১০। আশ্বিন ১২। শপথ ১৪। কলু ১৫। কাগ ১৬। সমীর।

উপর-নীচ : ১। জবুথুবু ২। নজরুল ৪। নন্দন ৭। নড়ি ৯। নাশ ১০। আবলুস ১১। নভেম্বর ১৩। পলকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বর্ষার মরশুমে টয়ট্রেনের লাইন রক্ষায় সমীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : বর্ষার মরশুমে পাহাড়ি এলাকায় আকছার ধস নামে। তার জেরে ফি বছরই বর্ষার সময়ে টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাঝেমধ্যেই টয়ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। পাহাড়ি পথে ধসের জেরে অনেক সময়েই নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী টয়ট্রেনের চাকা থেমে যায়। যার ফলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। হয়রানির মুখে পড়তে হয় পর্যটকদেরও।

এই পরিস্থিতিতে এবার ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ধস মোকাবিলায় স্থায়ী সমাধান খুঁজতে আসরে নামল। এই কাজে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। ধস মোকাবিলা করে টয়ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ইতিমধ্যে এনএইচআইডিসিএল ও ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছে। এক দফায় যৌথভাবে সমীক্ষার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। ডিএইচআরের তরফে জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে কার্সিয়াং এলাকায় টয়ট্রেনের লাইন বরাবর ধসপ্রবণ জায়গাগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে। একইভাবে আগামীদিনে শৈলশহর দার্জিলিংয়েও সমীক্ষার কাজ করা হবে। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

সূত্রের খবর, ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে কংক্রিটের দেওয়াল তৈরি করা হবে। এনিয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেছেন, 'ধসের জেরে প্রতিবছরই টয়ট্রেন চলাচলে সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এবার পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আশা করছি, শীঘ্রই সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে। সেইমতো কাজও শুরু করা হবে।' জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহানদী এলাকায় ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইনের বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেইসঙ্গে টয়ট্রেনের লাইন লাগোয়া রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেসময়ে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগামী রবিবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার কথা রয়েছে।

তবে এই সময়কালে হেরিটেজ তকমাধারী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে কিছুটা হলেও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। ইতিমধ্যে অগ্রিম বুকিং বাতিল করে পর্যটকদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'রাজ্য সরকারের তরফে কোনও সহযোগিতা প্রয়োজন হলে অবশ্যই তা করা হবে।'

উত্তরকন্যা থেকে হুঁশিয়ারি স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর

স্কুল ফাঁকি দিয়ে রাজনীতিতে 'না'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : স্কুল ফাঁকি দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় দাঁড়িয়ে এমনই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে স্কুল এড়িয়ে রাজনৈতিক মিছিলে হাঁটা বা নেতাদের পিছনে ঘোরার যে অভিযোগ ছিল, তা বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছেন শিক্ষক মহলের একাংশ।

এদিন উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকজন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (ডিআই) সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বেশকিছু অভাব-অভিযোগ শোনেন শিক্ষামন্ত্রী। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা বিভিন্ন স্কুলের পরিকাঠামো, বদলি ও জেলা শিক্ষা দপ্তরের কার্যালয়ের সমস্যার কথা মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এরপরেই মন্ত্রী জানান, এখন থেকে প্রতি শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ পর্যন্ত তিনি উত্তরকন্যাতে বসবেন। তাঁর অধীনস্থ তিনটি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে যাঁদের অভাব-অভিযোগ রয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে তিনি তা শুনবেন।

এদিন দীপক বলেন, 'তৃণমূল আমলে কী হয়েছে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। শিক্ষকরা স্কুলে যাচ্ছেন এবং যাবেন। বিশেষ সমস্যা থাকলে সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কেউ যদি স্কুলে না গিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যান আর তেমন খবর মেলে, তবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' চাকরি বিক্রির জেরে পূর্বতন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ করে মন্ত্রী জানান, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফের তুলে আনাই তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। অবিলম্বে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

- প্রতি শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ পর্যন্ত মন্ত্রী উত্তরকন্যাতে বসবেন।
- চাকরি বিক্রির জেরে পূর্বতন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ মন্ত্রীর
- শিক্ষকরা স্কুলে না গিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে গেলে আইনি ব্যবস্থা

মন্ত্রীর এই কড়া বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলি। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর কথায়, 'পঠনপাঠনের ক্ষতি করে কেউ যাতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ না দেন, সে কথা আমরা বারবার বলেছি। তৃণমূল আমলে একাংশ শিক্ষক নেতা স্কুলে গিয়ে শুধু উপস্থিতির খাতায় সই করেই চলে যেতেন। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানাই। তবে সরকারকে এটাও দেখতে হবে, বিজেপিপন্থী শিক্ষকরাও যেন কয়েকদিন পর থেকে স্কুলে গিয়ে ছড়ি না ঘোরান।' অন্যদিকে, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহামঞ্চের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শিক্ষকরা কোনও ঝান্ডাধারী দলের মিছিলে যাবেন না, এটাই আদর্শ হওয়া উচিত। শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিতে তাঁরা সরব হবেন, লড়াই করবেন- এটাই কাম্য। মন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত।'

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্রশিল্প দপ্তরেরও দায়িত্বে রয়েছেন মন্ত্রী দীপক। এদিন শিক্ষকদের পাশাপাশি শিল্পোদ্যোগীরাও উত্তরকন্যায় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। শিল্পের প্রসারে আর কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, প্রতিটি শিল্পতালুকের জন্য একজন করে আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়েও এদিন কথা হয়েছে।

জলছবি

বাড়ি ফেরার পথে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের পানিয়ালগুড়ি এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

একাধিক পদ ফাঁকা, দুর্ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রক্ষণাবেক্ষণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : একের পর এক দুর্ঘটনায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর বাসে যাত্রী নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। গত এক মাসে ঘটেছে তিনটি দুর্ঘটনা। কেন বারবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে এনবিএসটিসি-র বাস, প্রশ্ন তুলছেন যাত্রীরাই। ময়নাগুড়ির উল্লারডাবরির ঘটনায় এখনও তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে পারেননি নিগমের কর্তারা। ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। শুক্রবার বাগডোগরায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিগমের অপর একটি বাস। যাত্রীদের একাংশের দাবি, চালক নাকি 'ব্রেক ফেল' বলে চিৎকার করছিলেন। যদিও নিগমের কর্তারা মনে করছেন, বাসের ব্রেকে সমস্যা ছিল না। অপরপাশে থাকা এক ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে ডিভাইডারে বাস উঠিয়ে দিয়েছিলেন চালক।

দুর্ঘটনার পাশাপাশি মাঝরাস্তায় নিগমের বাস বিকল হয়ে যাওয়া এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর নেপথ্যে কোথাও ডিপোর মেকানিক্যাল বিভাগের গাফিলতি, আবার কোথাও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বেসরকারি এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়া মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। নিগমের প্রতিটি ডিপোয় রয়েছে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। কোনও বাস ডিপো থেকে ছাড়ার আগে ব্রেক থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক দিকগুলো এই ডিপার্টমেন্টের কর্মীরাই দেখে থাকেন। জুনিয়ার ফোরম্যান, ফোরম্যানের দায়িত্ব থাকে ছাড়ার আগে প্রতিটি বাস দেখার পর সেই রিপোর্ট মেকানিক্যাল ইনচার্জকে দেওয়া। যদিও মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সার্বিক পরিস্থিতি ঠিক কেমন, সেটা শিলিগুড়ি ডিপোর পরিস্থিতি দেখেই বোঝা যায়। বর্তমানে এই ডিপোর মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে চলছে কার্যত। জুনিয়ার ফোরম্যান, ফোরম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ ফাঁকা রয়েছে। টেকনিসিয়ানের পদে থাকা একজন মেকানিক্যাল ইনচার্জের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ফলে তাঁর পক্ষে এজেন্সির মাধ্যমে গোটা ডিপার্টমেন্ট চালানো কতটা সম্ভব তা নিয়ে নিগমের অন্দরে প্রশ্ন রয়েছে। শুধু ওই ডিপো নয়, নিগমের অধিকাংশ ডিপোর একই পরিস্থিতি। তবে কর্মীদেরও যে গাফিলতি থাকছে, সেটা এদিনের ঘটনায় কিছুটা স্পষ্ট। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাগডোগরায় দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাসটি আলিপুরদুয়ার ডিপোর ছিল। সেই ডিপো নিগমের কর্মীদের মাধ্যমেই চলে। ওই বাসগুলোর পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিগমের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে অসন্তোষ ছিল বলে খবর।

এদিকে, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের বিশেষ সচিব দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। শুক্রবার রাতে সরকারের তরফে এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার পদে থাকা অশ্বিনীকুমার রায়কে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

জীবন বাজি

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন দিয়ে যাতায়াত। সাহুডাঙ্গিতে। ছবি : সূত্রধর

তৃণমূলিদের গুরুত্বে হতাশ উলেনের পরিবার

দুয়ার খুলেছে পদ্ম, ক্ষুব্ধ আদি নেতারা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : 'ভালো তৃণমূলি'দের দলে নিতে দুয়ার খুলে দিয়েছে বিজেপি। যার ফলশ্রুতি হিসেবে বৃহস্পতিবার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিকবড়াইককে দলে ভিড়িয়েছে পদ্ম শিবির। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যসভার উপনির্বাচনে তাঁদের প্রার্থীও করা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য হাসিমুখে তাঁদের দলে নিলেও অনেকেই যে এতে নাখুশ, তা 'আদি বিজেপি' নেতা-কর্মীদের কথাতেই স্পষ্ট। নীচুতলার কর্মী- যাঁরা দীর্ঘদিন দল করছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে কেন তৃণমূলিদের দলে নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠছে।

খড়িবাড়ির পুরোনো বিজেপি নেতা গণেশ দেবনাথ। তিনি শেষবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর দাবি, একটা সময় যখন শিলিগুড়িতে দলের পতাকা ধরার লোক ছিল না, সেই সময় থেকে তিনি লড়াই করছেন। পদ্ম শিবিরের দরজা খোলার প্রসঙ্গে গণেশের বক্তব্য, 'দলীয় সিদ্ধান্তই শেষ কথা নয়। যাঁরা দুর্দিনে দল করেছেন, তাঁদের কথা আর কখন ভাবা হবে?'

বিজেপি সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিজেপির আদি লবির বড় অংশকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বিধানসভা ভোটে রাগ, ক্ষোভ ভুলে তাঁদের পথে নামার জন্য দলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নির্দেশ এসেছিল। অভিযোগ, দল ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের কথা ভাবার লোক নেই। বিজেপির শিলিগুড়ির এক আদি নেতা আক্ষেপের সুরে বললেন, 'তৃণমূলিকরণ হলে বাকি জীবনটা দল না করেই কাটিয়ে দেব। তবুও চোর, দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে থাকব না।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির এক নেতার বক্তব্য, 'দলীয় নেতৃত্ব আদিদের গুরুত্ব দেবে বলেছে। কিন্তু বাস্তবে তার উলটো ছবি দেখতে পাচ্ছি।'

- তৃণমূলের তিন প্রাক্তন সাংসদ বিজেপিতে
- আদি নেতা-কর্মীদের পরিবর্তে সদ্য তৃণমূলত্যাগীদের গুরুত্ব পদ্ম শিবিরে
- ক্ষোভ ছড়াচ্ছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপিতেও

২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের দিন মৃত্যু হয়েছিল শীতলকুচির আনন্দ বর্মনের। অভিযোগ, সেদিন তাঁকে গুলি করা হয়েছিল। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। আনন্দের দাদা গোবিন্দ বর্মন সেই সময় বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ ছিলেন। পরে গোবিন্দকে রাজ্য সরকারের তরফে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিবারের লোকেরা আজও সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অভিযোগ, তাঁরা ন্যায়বিচারও পাননি। গোবিন্দের বক্তব্য, 'আমরা বিচার পেলাম কোথায়? তৃণমূলের ওই নেতাদের দলে নিলে বিচার পাওয়ার শেষ আশাটুকুও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। দুর্দিনে যাঁরা বিজেপির সঙ্গে থেকে লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা ভাবা প্রয়োজন।'

শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশে গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিজেপি কর্মী উলেন রায়ের। সেই সময় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনিও সেদিন শহরে মিছিলে ছিলেন। চা শ্রমিক উলনের পরিবারও ন্যায়বিচার পায়নি বলে অভিযোগ।

আনন্দ, উলেন- কারও পরিবারই তৃণমূল সাংসদদের বিজেপিতে যোগদান ভালো চোখে দেখছে না। আদি বিজেপিদের ছেড়ে তৃণমূলিদের গুরুত্ব দেওয়ায় তাঁরা হতাশা প্রকাশ করছেন।

উলেনের বড় ছেলে সাগর রায় বললেন, 'এই দলটাতেও তো তৃণমূলি সিস্টেম শুরু হয়েছে। যাঁরা পুরোনো তাঁদের গুরুত্বহীন করে রাখা হচ্ছে। যাঁরা কিছুদিন আগে বিজেপিতে ঢুকেছেন বা এখন ঢুকছেন তাঁরাই দাদাগিরি করছেন। সেরকম হলে আগামীদিনেও মানুষ ভাববেন। তবে ন্যায়বিচারের আশায় থাকব।'

এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'শীর্ষনেতারা সবকিছুই দেখছেন, সবকিছুই জানেন। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। নেতাদের সিদ্ধান্তে যোগদান হয়েছে।'

আইনজীবীকে খুনের চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : আইনজীবীকে খুনের চেষ্টা। তাঁর বাবাকে মারধর। অশালীন অঙ্গভঙ্গি। একটি ভাড়াটিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগই উঠেছে। শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার পশুপতি প্রণামি মন্দির রোডে ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার। ভক্তিনগর থানায় মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ শুক্রবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অভিযুক্তরা পলাতক। এদিকে, গুরুতর জখম অবস্থায় ওই আইনজীবী শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ির আইনজীবীরা। দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে তাঁরা সরব হন।

জখম আইনজীবীর নাম নিখিল শা। তাঁর বাবা পশুপতি শা-ও পেশায় আইনজীবী। তবে বয়সের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে।

> ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। অভিযুক্তরা আমার বাড়ির সামনের চেম্বার ভেঙে দিয়েছে। প্রত্যেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।
>
> **পশুপতি শা** আক্রান্তের বাবা

হায়দরপাড়ার একটি ফ্ল্যাটে বাবা-ছেলে থাকেন। পাশাপাশি প্রণামি মন্দির রোডে তাঁদের একটি বাড়ি রয়েছে। ওই বাড়িতে বেশ কয়েকটি পরিবারকে তাঁরা ঘরভাড়া দিয়েছেন। তবে বাড়িটিতে নিখিলদের দুটি গোরু থাকে। প্রতিদিন সকালে ওই বাড়িতে গোরুর খাবার দিতে যান নিখিলের বাবা পশুপতি। সেরকমই বৃহস্পতিবার তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। পশুপতি জানিয়েছেন, তিনি ওই বাড়িতে ঢুকে দেখেন বাথরুম থেকে অচেনা এক মহিলা বেরিয়ে আসছেন। তিনি ওই মহিলার পরিচয় জানতে চান। অভিযোগ, মহিলা পশুপতিকে ধাক্কা দেন। তিনি পড়ে যান। এরপর ওই মহিলা ঘরের ভেতর ঢুকে যান। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে দুই ভাড়াটিয়া তরুণ সহ মোট চারজন বেরিয়ে আসেন। যার মধ্যে দুজন বহিরাগত ছিলেন বলে পশুপতির দাবি।

অভিযোগ, তাঁরা পশুপতিকে গালিগালাজ করেন এবং ফের ধাক্কা দেন। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকায় পশুপতি তাঁর ছেলে নিখিলকে ডাকেন। নিখিল সেখানে গেলে তাঁকে রড, লাঠি দিয়ে পাঁচজন মারধর করেন এবং অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর পাঁচজন পালিয়ে যান। নিখিলকে রক্তাক্ত অবস্থা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পশুপতি বলেন, 'ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। অভিযুক্তরা আমার বাড়ির সামনের চেম্বার ভেঙে দিয়েছে। প্রত্যেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। পুলিশের কাছে সকলের গ্রেপ্তারির দাবি জানাচ্ছি।'

আইনজীবী অনুপ সরকার বলেন, 'অভিযুক্তরা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করেছেন। সেটা ডাক্তারি পরীক্ষায় বোঝা যাবে। তবে নির্দয়ভাবে নিখিলকে মারধর করা হয়েছে। পুলিশ খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে।'

মোষ উদ্ধার

বাগডোগরা, ১০ জুলাই : অসমে পাচারের আগে ৩৪টি মোষের বাচ্চা উদ্ধার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর গোঁসাইপুরে রেলের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি ১৪ চাকার গাড়ি থেকে মোষের বাচ্চাগুলি উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় পাচারকারী সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা ডালখোলার বাসিন্দা। শনিবার তাদের আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এদিন গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির চালক ও তার সঙ্গী লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। এরপরই পুলিশ গাড়ি সহ মোষগুলিকে নিজেদের হেপাজতে নেয় এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

শিক্ষকদের দাবি

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : ২০১০ সালের ২৩ অগাস্টের আগে চাকরিতে যোগ দেওয়া প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের সুপ্রিম কোর্ট টেটের অধীনে নিয়ে এসেছে। এজন্য আইন তৈরি হয়েছে। সেই আইনে সংশোধনের দাবিতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম) আন্দোলন শুরু করেছে। সংসদে আগামী বাদল অধিবেশনে টেটের বিষয়টি যাতে তোলা হয় এবং আইন সংশোধন করা হয় সেজন্য শুক্রবার অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের তরফে সাংসদ রাজু বিস্টের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এবিআরএসএমের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সাংসদ আশ্বস্ত করেছেন যে সাংসদে টেটের বিষয়টি তুলে ধরবেন। আইন সংশোধন হলে গোটা দেশে ২০ লক্ষ ও এরাজ্যে ৯০ হাজার শিক্ষক টেট দেওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।'

'খরচ' করার হুমকি

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : পান-বিড়ি-সিগারেট বন্ধ না করলে সকালে গ্রেপ্তার হবেন, রাতে খরচা হয়ে যাবেন। ঠিক এই ভাষাতেই কলেজের আশপাশের দোকানদারদের হুমকি দিচ্ছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র নেতারা। শুক্রবার সংগঠনের তরফে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে একটি মিছিল শুরু হয়। সংগঠনের সদস্যরা শহরের হাসমি চক পর্যন্ত মিছিল করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে নেশার সামগ্রী বিক্রির দোকান বন্ধের দাবি তোলেন। না হলে তাঁদের ব্যবসায়িক অনুমোদন বাতিল করার দাবি করেছেন ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

অভিযোগ, শিলিগুড়ি কলেজের আশপাশের দোকানগুলিতে গুটখা, সিগারেট, বিড়ি জাতীয় সামগ্রী রাখা হয়। অনেক সময় কলেজ পড়ুয়ারা ওই দোকানগুলিতে গোলমালে জড়িয়ে পড়ছেন। সেজন্য এবিভিপি দোকানগুলিতে এই ধরনের সামগ্রী বিক্রি বন্ধের দাবি তুলেছে। তাঁরা বিক্রি বন্ধ না করলে এবিভিপি তাঁদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করার আবেদন জানাবে পুরসভার কাছে। এবিভিপির শিলিগুড়ি কলেজের সম্পাদক সৌমিত্র দাসের বক্তব্য, '১০০ মিটারের মধ্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নেশার সামগ্রী বিক্রি করছেন। শুধরে যান, নয়তো আপনারা সকালে গ্রেপ্তার হবেন, রাতে খরচা হয়ে যাবেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা পুলিশ কমিশনারকে জানিয়েছি। আগে সচেতন করছি। সবাইকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।'

ভার্চুয়াল নেশায় গুনতে হচ্ছে ভুলের মাশুল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে এক স্কুল পড়ুয়ার কুরুচিকর মন্তব্য সংক্রান্ত ভিডিও অনেকেরই রক্তচাপ বাড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া আখেরে এই প্রজন্মকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, এই ভিডিও তারই জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। এতদূর পড়ে যদি মনে হয় এতেই শেষ, তবে ডাহা ভুল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস বানিয়ে দ্রুত ভাইরাল হওয়ার নেশা এক প্রজন্মকে রীতিমতো গ্রাস করে চলেছে। আর এরই জেরে পাল্লা দিয়ে ভুলের মাশুল গোনাও চলছে।

শিলিগুড়ি শহরের এক স্কুল ছাত্রীর কথাই ধরা যাক। মডেল হওয়ার প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের আপত্তিকর ছবি পাঠিয়ে সে এখন রীতিমতো হাত কামড়াচ্ছে। বছরখানেক আগে ইনস্টাগ্রামে এক অচেনা তরুণের সঙ্গে তার পরিচয়। ওই তরুণ তাকে মডেলিংয়ের লোভ দেখায়, আর এই সূত্রেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রতারণার এই ফাঁদ বুঝতে পেরেই শেষমেশ মেয়েটির স্বপ্নভঙ্গ। বর্তমানে ওই তরুণ আপত্তিকর ছবিগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। ভয়ের চোটে পরিবারকে কিছু না জানিয়ে ওই কিশোরী শেষমেশ দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের দ্বারস্থ হয়।

এসব দেখে আর পাঁচজনের মতো শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অন্বেষা ক্লিনিকের কাউন্সেলর পিয়ালি পাইরাও যথেষ্ট চিন্তিত। তাঁর কথায়, 'সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করতে গিয়ে ওদের মুখে ভার্চুয়াল সেক্স, ভার্জিনিটি সংক্রান্ত বিষয়গুলি শুনে চমকে যাচ্ছি। ওদের যা বয়স তাতে এখনই ওরা এসব জানতে পেরেছে বলে ভাবতেই পারছি না।' সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হওয়ার টান অনেককেই চোরাস্রোতে টেনে নিচ্ছে বলে পিয়ালির ধারণা।

স্মার্টফোন এখন সবার হাতের মুঠোয়। এই সূত্রে সবারই সহজে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা। ভার্চুয়াল জগতের হাতছানিতে কিশোর-কিশোরীরা আজ নতুন বন্ধু পাতাতে মরিয়া। ইন্টারনেটে দেখানো সবকিছুকেই নকল করার মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু আখেরে তাতে যত না লাভ হচ্ছে, তুলনামূলক ক্ষতির পাল্লাটাই ভারী। মুখ্যমন্ত্রীকে কুমন্তব্য করা ছেলেটির বিষয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা নিলেও, যারা সেই ভিডিওটি তুলছিল তারা ওই পড়ুয়াকে সেই সময় কেন ঠেকাল না, সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে। ভিডিও ভাইরাল করার নেশা তাদের মধ্যে সমানভাবে কাজ করেছিল বলে শিক্ষকরা কথা বলে বুঝতে পেরেছেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের চিকিৎসক উত্তম মজুমদার বললেন, 'এই বয়সে হরমোনের পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক জগতেও নানা পরিবর্তন আসে। একারণেই কমবয়সিরা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটাতে ভালোবাসে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় মাত্রাতিরিক্ত সময় কাটানোর পাশাপাশি, ভুলভাবে কাটানো সময় মনে অনেকটাই প্রভাব ফেলছে।'

বর্তমানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং চললেও, পরিস্থিতি বিবেচনা করে অষ্টম শ্রেণি থেকেই সচেতনতা প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'আনন্দ পাওয়ার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এমন অপরাধে পা দিয়ে থাকে যা কল্পনাও করা যায় না। ভুল হয়েছে বলে বুঝতে পেরে ওরা পরে আমাদের দ্বারস্থ হয়।' সমস্যা মেটাতে স্কুলে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন বলে অমিতের বক্তব্য।

শিলিগুড়ির একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কথায়, 'বাড়িতে সন্তানরা ফোনে কী করছে সে বিষয়ে বাবা-মায়েদের নজরদারি সবসময়ই প্রয়োজন।' পঞ্চম শ্রেণি থেকেই সাইবার সচেতনতা ও নজরদারি প্রয়োজন বলে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তমাল চন্দ মতপ্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ হেমব্রাম - কে 29.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 4 6 G 69052 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি কিন্তু ডিয়ার লটারির জন্য মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে তা সত্যি হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পদ্ম আমলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে বিমল

নকশালবাড়ি, ১০ জুলাই : তৃণমূল হোক বা বিজেপি, ক্ষমতার রাশ যে দলের হাতেই থাকুক না কেন, পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও নকশালবাড়ির কুখ্যাত মাদক কারবারি বিমল ঘোষ ওরফে লালু সদা সক্রিয়। ফের একবার কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধারে নাম জড়িয়েছে তাঁর। যদিও দয়ারামজোতের বাসিন্দা বিমল এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। খাতায়-কলমে তিনি পলাতক। ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

দয়ারামজোতে বিমলের নামে কেউ টুঁ শব্দটুকু করেন না। এতটাই তাঁর দাপট। এলাকায় ব্রাউন সুগার ব্যবসার কিংপিন হিসেবেই তিনি পরিচিত। বিমলের জীবনযাপন এলাহি। জেলে যাওয়া তাঁর কাছে জলভাত। রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে পাঁচবার ভাবেন। মাদক উদ্ধারে তাঁর নাম প্রকাশ্যে আসায় প্রমাণিত হয়েছে, তৃণমূলের পর বিজেপি আমলেও বিমল রমরমিয়ে ব্যবসা করছেন। অনেকে এ-ও বলেন, বিমলের হাত অনেক লম্বা। প্রশাসনের যোগসাজশেই তিনি মাদকের কারবার চালান বলে অভিযোগ।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৭ জুলাই। ওই রাতে নকশালবাড়ি এলাকা থেকে এসটিএফের একটি দল মালদার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা দুই তরুণ নাসিম শেখ এবং মিজানুর শেখকে ৩ কেজি ৫১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আটক করে। পুলিশ ৫ দিনের হেপাজতে এনে তদন্ত শুরু করেন। জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, ওই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার বিমলের নির্দেশেই নকশালবাড়িতে আনা হচ্ছিল। তারপর পুলিশ বিমলের নাম এফআইআর কপিতে উল্লেখ করে।

তবে ওই দুই তরুণ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতেই গা-ঢাকা দিয়েছেন বিমল। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসটিএফ ব্রাউন সুগার উদ্ধার না করলে বিমলের নাম প্রকাশ্যে আসত না। পুলিশের হাতে দায়িত্ব থাকলে বিমলের নামে অভিযোগ দায়ের হত না। এখন নকশালবাড়ির এই কুখ্যাত মাদক কারবারি আদৌ গ্রেপ্তার হবেন কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে স্থানীয়দের।

সভা ও মিছিল

চোপড়া, ১০ জুলাই : চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বন্ধ চা বাগান চালু করা সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার সিটু সমর্থিত ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরুগছ এলাকায় সভা ও মিছিল হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল জানান, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে চোপড়া ব্লকজুড়ে ১৬ দফা দাবিতে প্রচার চালানো হচ্ছে।

ওরা মাছ ধরে। বীরপাড়ার কাছে গ্যারগান্ডা নদীতে। শুক্রবার।

নজরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ৩৪ চিকিৎসক

ভাতা নিয়েও প্রাইভেট প্র্যাকটিস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : রাজ্যে নতুন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বেআইনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস রুখতে কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে স্বাস্থ্য ভবন। নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউয়েন্স (এনপিএ) নেওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি স্তরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদে সাতজন চিকিৎসককে শোকজ করা হয়েছে। এদিকে, খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও। কেননা, এখানকার বেশ কয়েকজন বর্ষীয়ান চিকিৎসকের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ পেলেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, 'এনপিএ নেওয়া সত্ত্বেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, এমন অনেক চিকিৎসক আমাদের এখানে রয়েছেন। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ পেলেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

মেডিকেল সূত্রে খবর, বর্তমানে এই হাসপাতালে ২৫৫ জন অধ্যাপক-চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁদের প্রায় ৭০ শতাংশই কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকা থেকে আসেন। অভিযোগ, এই অধ্যাপক-চিকিৎসকদের মধ্যে অন্তত ৩৪ জন এনপিএ নিয়ে দিব্যি প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি, হাসপাতালে ডিউটি চলাকালীনও তাঁরা বিভিন্ন নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করছেন বা ওষুধের দোকানে বসে রোগী দেখছেন। কেউ কেউ আবার মেডিকেলের কাজ ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত কলকাতায় গিয়েও প্র্যাকটিস করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

> এনপিএ নেওয়া সত্ত্বেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, এমন অনেক চিকিৎসক আমাদের এখানে রয়েছেন। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ পেলেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক** *সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল*

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, কোনও চিকিৎসক এনপিএ নিলে তাঁকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করার লিখিত মুচলেকা দিতে হয়। তা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁরা দিনরাত বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকছেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর কেন এতদিন নিশ্চুপ ছিল, সেই প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। রাজ্যে সরকার বদলের পর নয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন।

স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাসে প্রায় ৪০ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এনপিএ নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে সাতজনকে কলেজের অধ্যক্ষ শোকজ করেছেন এবং বাকিদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

এদিকে, এই ঘটনার পরই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও সার্জারি, মেডিসিন, অ্যানাস্থিজিওলজি সহ একাধিক বিভাগের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ওঠে। সরকারি এই কড়াকড়ির প্রভাব পড়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও। সেখানে সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকদের একাংশ। সূত্রের খবর, এনপিএ নেওয়া এক সরকারি চিকিৎসক ওই গ্রুপে লিখেছেন, 'আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অন্তত একবার সবাইকে সুযোগ দেওয়া উচিত, তাহলে অনেকেই এনপিএ নেওয়া বন্ধ করে দেবেন। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এনপিএ প্রত্যাহারের জন্য অনলাইন ও অফলাইন আবেদনের সুযোগ দেওয়ারও আর্জি জানিয়েছেন।'

এগোতে পারে পুরনিগমের নির্বাচনও

বছর শেষে ভোটের জল্পনা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মেয়াদ শেষের আগেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে নির্বাচন করানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি বছরের নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই মহকুমা পরিষদের ভোট করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই আসন বিন্যাসের কাজও শুরু হবে। সম্প্রতি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের ইস্তফা এবং বর্তমান প্রশাসনিক অচলাবস্থার কারণেই দ্রুত নির্বাচন করানোর এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলের ধারণা। একইসঙ্গে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে মেয়াদ শেষ হতে চলা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোটও এগিয়ে এনে মহকুমা পরিষদের সঙ্গেই করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে খবর।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী একাধিক জনপ্রতিনিধি ইস্তফা দিয়েছেন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও গত ২২ জুন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অরুণ ঘোষ। নিয়ম অনুযায়ী সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা থাকলেও, প্রশাসন এখনও সেই বিষয়ে কোনও ঘোষণা করেনি। এমনকি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মতো এখানে কোনও প্রশাসকও বসানো হয়নি। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের তদারকিতেই মহকুমা পরিষদের কাজ চলছে।

এক প্রশাসনিক আধিকারিকের কথায়, 'মহকুমা পরিষদের দায়িত্ব আপাতত প্রশাসনের হাতেই রয়েছে।

■ মেয়াদ শেষের আগেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে নির্বাচন করানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে

■ চলতি বছরের নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমে ভোট হতে পারে

■ শিলিগুড়ি পুরনিগমেও একইসঙ্গে নির্বাচন হতে পারে বলে খবর

তবে সেখানে প্রশাসক বসানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ভোট করানোর পরিকল্পনা থাকতে পারে।'

সূত্রের খবর, সহকারী সভাধিপতি রোমার হাতে দায়িত্ব গেলে পরোক্ষে মহকুমা পরিষদের ক্ষমতা তৃণমূলের হাতেই থাকবে বলে মনে করছেন বিজেপি নেতাদের একাংশ। তাই তাঁকে দায়িত্ব দিতে অনীহা রয়েছে গেরুয়া শিবিরের। এদিকে, অলিখিতভাবে মহকুমা পরিষদের দায়িত্ব এখন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ সামলাচ্ছেন বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, তাঁর নির্দেশেই বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কোথায় হবে তা ঠিক হচ্ছে। তাছাড়া বাকি সদস্যদের সঙ্গে কোনও আলোচনাই করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

যদিও মহকুমা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানবেন্দ্র দেবনাথ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'নাগরিক পরিষেবা সচল রয়েছে। সরকারি কর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। সমস্যা হলে সবাই দেখছেন।'

মহকুমা পরিষদের নির্বাচন এগিয়ে আনার জল্পনা প্রসঙ্গে বিজেপি জানিয়েছে, তারা দলবদল করিয়ে ক্ষমতা দখলের পক্ষপাতী নয়, বরং গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসতে চায় দল। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় বললেন, 'বোর্ড চালাতে না পারাটা তৃণমূলের ব্যর্থতা। আমরা তো আর তাঁদের পদ ছাড়তে বলিনি। ভোট এগিয়ে আনা হলে সেটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের বিষয়।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, অগণতান্ত্রিক উপায়ে বোর্ড ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। ভোট এগিয়ে আনার চেষ্টাও সেই চক্রান্তেরই অঙ্গ।

পাহাড়ে উন্নয়নে বার্তা রথীন্দ্রর

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে দার্জিলিং নিয়ে ভাবছেন। তিনি পাহাড়ের জন্য অনেক কিছুই করতে চান। এতদিন অনুকূল সরকার ছিল না, কিন্তু এখন বিজেপি সরকার এসেছে। এবার কাজ হবে। দার্জিলিং সফরে গিয়ে পাহাড়ের উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন। পাহাড় ও রাজ্যের সার্বিক বিকাশ নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা দিয়ে শুক্রবার অধ্যক্ষ বলেন, 'আমরা সবাই একসঙ্গে মিলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি করব। এমন এক নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা হবে, যা আগামীদিনে গোটা ভারতকে পথ দেখাবে, দিশা দেখাবে। দার্জিলিংয়ের জন্য খুব শীঘ্রই অনেক বড় কিছু হতে চলেছে।'

এই সফরের অংশ হিসেবে অধ্যক্ষ এদিন দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন। সেখানে আয়োজিত একটি বিশেষ যজ্ঞেও তিনি শামিল হন। পাহাড়ের সাধারণ মানুষের বাস্তব সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের কথা সরাসরি জানতে এরপর তিনি একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। পাহাড়ের বাসিন্দাদের নানা সমস্যা ও তার স্থায়ী সমাধান নিয়ে এই বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভার অধ্যক্ষের এই সফর এবং সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার কথা তুলে ধরে তিনি কেন্দ্রের ওপর ভরসা রাখার বার্তা দিয়েছেন। এদিন দার্জিলিং জেলা (পাহাড়) বিজেপিকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে বলে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী জানান। তিনি পাহাড়ে বিজেপির সংগঠনকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনগুলিতেও যাতে বিজেপি ভালো ফল করতে পারে সেজন্য প্রস্তুতির বার্তাও দেন।

বৃষ্টি ভেজা।। *কোচবিহারের চকচকায় ছবিটি তুলেছেন মানিক দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বেতন বৃদ্ধির দাবি সাফাইকর্মীদের

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : বেতন বৃদ্ধি সহ মোট আট দফা দাবিতে সরব উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। মঙ্গলবার তাঁরা একজোট হয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সদস্যদের দাবি, পুরনিগমের অধীনে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের মাসিক বেতন ২০ দিনের মধ্যে বৃদ্ধি না করা হলে তাঁরা কর্মবিরতির পথে হাঁটবেন। পুর প্রশাসক বলেন, 'বেতন সহ একাধিক বিষয়ে জানানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে প্রায় দু'হাজার সাফাইকর্মী রয়েছেন। অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বাজারে সংসার চালাতে গিয়ে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একাধিকবার দরবার করেও তেমন সুরাহা হয়নি। সেই সমস্যা সমাধানে এবার তাঁরা বর্তমান প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুর চড়ালেন।

শিলিগুড়ি

তবে শুধু বেতন বৃদ্ধি নয়, তপশিলি জাতির শংসাপত্র সহ জমির পাট্টা ও স্বাস্থ্যবিমার দাবিও করা হয়েছে। সেইসঙ্গে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ডঃ বিআর আম্বেদকর হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবিও করেছেন তাঁরা।

সংগঠনের সদস্যরা জানাচ্ছেন, বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ২০২১ সালে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেসময় টানা চারদিন কর্মবিরতি চলেছিল। কর্মবিরতির জেরে সেসময় বেতন খানিকটা বেড়েছিল। তবে সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। সেক্ষেত্রে এবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে তাঁরা ফের কর্মবিরতির পথেই হাঁটবেন। সংগঠনের সভাপতি শিবপ্রসাদ হেলা বলেন, 'আমাদের দাবিদাওয়া পুর প্রশাসকের কছে তুলে ধরে ধরেছি। আশা রাখছি রাজ্যে পালাবদলের পর এবার অন্তত আমাদের সমস্ত দাবি পূরণ হবে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আমরা আলোচনা করে কর্মবিরতিতে শামিল হব।'

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে শনিবার দার্জিলিংয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। নয়া পার্টি নির্মাণ কমিটির তরফে মনোজ বাগোটি এই বৈঠক ডেকেছেন। জিমখানা ক্লাবে এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সমাজমাধ্যমে এক ভিডিওতে মনোজ বলেছেন, 'সর্বদলীয় বৈঠক থেকে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে সাংসদ রাজু বিস্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হবে। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনেই গোর্খাল্যান্ড রাজ্য নির্মাণ নিয়ে বিজেপিকে বিল পেশ করতে হবে।'

শিক্ষকদের উত্তরকন্যা অভিযান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : বিদ্যালয়ের স্কিল এডুকেশনের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় তৈরি করা এজেন্সি প্রথার অবসান ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ভোকেশনাল শিক্ষকরা শুক্রবার উত্তরকন্যা অভিযান করলেন। অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কিল এডুকেশনের বিষয়টি স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে সরিয়ে কারিগরি দপ্তরের অধীন করা হয়। কারিগরি দপ্তর থার্ড পার্টি অর্থাৎ বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের স্কিল এডুকেশন পরিচালনা করেছে। সেখানেই ব্যাপক নয়ছয়ের পাশাপাশি ১৩ বছরে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি সরকার যাতে ১৫ অগাস্টের মধ্যে এজেন্সি প্রথার অবসান করে সেই দাবিতে শুক্রবার ইউনাইটেড ডব্লিউএনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে উত্তরকন্যা অভিযান করা হয়।

এদিন কাওয়াখালি থেকে মিছিলটি শুরু হয়। কিন্তু তিনবাত্তি মোড়ে বিরাট পুলিশবাহিনী ব্যারিকেড করে শিক্ষকদের মিছিল আটকে দেয়। বাধা পেয়ে রাস্তায় বসে পড়েন শিক্ষকরা। পরে শিক্ষকদের পাঁচ সদস্যের একটি দল উত্তরকন্যায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেন। রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমার দপ্তরের অধীন নয়। তাই খোঁজ না নিয়ে এখনই কিছু বলতে পারব না।'

মিছিল আটকাতে পুলিশি ব্যারিকেড। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

রাজ্যে প্রায় ৩১১০ জন স্কিল এডুকেশনের শিক্ষক রয়েছেন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মেইন স্ট্রিম বিষয় হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে। মোট ১৬টি বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। যার মধ্যে রিটেল বিজনেস, হেলথ কেয়ার, টেলিকমিউনিকেশন, আইটি, কনস্ট্রাকশন, ইলেক্ট্রনিকস, অটোমোবাইল, প্লামবিং-এর মতো বিষয় রয়েছে। শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নিরুপম কোলে বলেন, 'তৃণমূল লুটতরাজ চালানোর জন্য স্কুল এডুকেশনের পরিবর্তে কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে থার্ড পার্টি এজেন্সির দ্বারা স্কিল এডুকেশন চালিয়েছে। ১৫ অগাস্টের মধ্যে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধীন ফের স্কিল এডুকেশনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই মোতাবেক আমাদের বেতন দিতে হবে।'

সংগঠনের অভিযোগ, থার্ড পার্টি এজেন্সি কাজের জন্য ১৫ শতাংশ কমিশন নিত। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা, বইয়ের জন্য বরাদ্দ টাকা লুটপাট চলেছে। এমনকি প্রতিবাদ করলে বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের ভোকেশনাল শিক্ষক সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, 'বিগত সাত বছর ধরে ছাত্রছাত্রীরা স্কিল শিক্ষার বই হাতে পায়নি। উচ্চমাধ্যমিকে বেস্ট অফ ফাইভে এই সাবজেক্টের নম্বর যোগ হয়। আমরা নোট তৈরি করে দিচ্ছি। আর সেই নোটের ভিত্তিতে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে। সরকার টাকা পাঠালেও কোনও স্কুল এক টাকাও পায়নি।'

দ্বিমুখী সমস্যায় ধুঁকছে দেবীডাঙ্গা বাজার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব বেড়েছে শহর সংলগ্ন দেবীডাঙ্গা বাজারের। আশপাশে নতুন নতুন বসতি গড়ে ওঠায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশো ব্যবসায়ী এখানে পসরা সাজিয়ে বসেন। কিন্তু বর্তমানে এই বাজারটি একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করে তীব্র যানজট এবং সাফাইয়ের অভাব ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ভোগাচ্ছে।

বাজারের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে ব্যস্ত চম্পাসারি মেইন রোড। সেই রাস্তা দিয়ে মিলন মোড় ও গুলমা এলাকার প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। আর বাজারে আসা ক্রেতারা পেছনে নির্দিষ্ট মাঠে গাড়ি না রেখে রাস্তার ওপরেই বাইক, টোটো বা গাড়ি রেখে দিচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ দোকানের ত্রিপল বাড়াতে বাড়াতে রাস্তার ওপর নিয়ে এসেছেন এবং সামনে 'নো পার্কিং' বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে প্রতিনিয়ত তীব্র যানজট হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূল পরিচালিত চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়তের সাফাই পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়ায় এলাকায় আবর্জনার স্তূপ জমছে। সাফাইকর্মীরা প্রতিদিন আসছেন না। ২-৪ দিন অন্তর আসায় ব্যবসায়ীরা খালি জায়গায় জঞ্জাল ফেলছেন। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

বাজার কমিটির সম্পাদক সুশান্ত সাহা বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রতিটি দোকানদারের জন্য কার্ডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সেই কার্ড হিসেবে প্রতিদিন দোকান থেকে আবর্জনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাসে একশো টাকা নেওয়া হচ্ছিল। তবে এখন আর তা হচ্ছে না।' ক্রেতাদের যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড়

দোকান উঠে এসেছে রাস্তায়। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

করানোয় যে সমস্যা হচ্ছে, সেকথাও মেনে নিয়েছেন তিনি। সুশান্ত বলেন, 'আমরা চাইছি, রাস্তার ওপর যাতে কেউ গাড়ি, বাইক না রেখে পেছনের মাঠে গিয়ে রাখে। তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা নজরদারির জন্য দুজন কর্মী রাখতে চাইছি। তাছাড়া ব্যবসায়ীদেরও রাস্তার ওপর আসা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি।'

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা বলেন, 'ব্যবসায়ী সমিতি নিজস্ব লোক রেখে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলে সেটা অবশ্যই ভালো দিক। আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব। তাছাড়া আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা দিচ্ছি।'

মাটিগাড়া পঞ্চায়ত সমিতির বিরোধী দলনেতা মানবেন্দ্র সিনহা আশার আলো দেখিয়ে বলেন, 'মাটিগাড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে পুরসভা গঠিত হতে চলেছে। দেবীডাঙ্গার এই এলাকাও যাতে তার মধ্যে পড়ে যায়, তারজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরসভা হয়ে গেলে এই বাজারটিরও উন্নতি হবে।'

প্রকাশদের নেওয়ায় ক্ষোভ বিজেপিতে

কোচবিহার, ১০ জুলাই : বিজেপির 'ওয়াশিং মেশিন' সংস্কৃতি নিয়ে পদ্ম শিবিরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। কোচবিহারের প্রাক্তন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিকবড়াইককে দলে নিয়ে রাজ্যসভার টিকিট দেওয়ার ঘটনাটি বিজেপির একাংশ কোনওমতেই মেনে নিতে পারছে না। কোচবিহারে বিজেপির জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলানো পোড়খাওয়া এই নেতার প্রশ্ন, 'কী কারণে তৃণমূল থেকে নেতা নিয়ে তাঁদের টিকিট দিতে হচ্ছে? তাহলে কি বিজেপিতে শিক্ষিত, আদর্শবান নেতা নেই?' বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারে বিজেপির অন্দরে এখন তুমুল চর্চা চলছে।

বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে আসা ওই তিন নেতাকে রাজ্যসভার টিকিট দেওয়ার পরই দলের বিভিন্ন স্তরে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। নিখিলরঞ্জন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, '৩০ বছর পর এখন ভাবার সময় এসেছে।' তাঁর এই পোস্টের তাৎপর্য জানতে চাওয়া হলে তিনি কার্যত বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। নিখিলরঞ্জনের কথায়, 'তৃণমূলের জন্য বিজেপির দরজা বন্ধ বলে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই বলেছিলেন। তাহলে কী এমন হল যে তৃণমূল থেকে নেতা নিয়ে তাঁদের টিকিট দিতে হচ্ছে? যাঁরা মার খেয়ে, মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দল করেছেন তাঁদের কথা দল ভাবল না। সেই দুঃখে, ক্ষোভেই পোস্ট করেছি।'

প্রকাশ্যে এই মন্তব্যের জেরে নিখিল ভবিষ্যতে দলের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

■ তৃণমূল নেতাদের রাজ্যসভার টিকিট দেওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে

■ বিজেপির অন্দরে ওয়াশিং মেশিন সংস্কৃতি নিয়ে এখন জোর চর্চা ও বিতর্ক চলছে

তিনি বলেন, 'আমি জানি এই মন্তব্যের জন্য আমাকে হয়তো আগামীতে দলের ক্ষোভের মুখে পড়তে হতে পারে। তবে আমার বিজেপির কাছে চাওয়ার কিছু নেই। আমি বিধায়ক থাকাকালীন অবস্থাতেও এবারের ভোটের টিকিট পাইনি। তবুও প্রতিবাদ করিনি। দলের হয়ে খেটেছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূলের নেতাদের দলে নেওয়াটা কোনওমতেই সহ্য করতে পারছি না।'

এর আগে প্রকাশ চিকবড়াইকদের বিরুদ্ধে বিজেপির নেতারা নানা তোপ দাগতেন। এখন তাঁরাই দলের সম্পদ হওয়ায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের শেষ নেই। বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অর্পিতা নারায়ণ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ওয়াশিং মেশিন আজ ওপেনিং...!' দীপক দাস নামে এক বিজেপি নেতা লিখেছেন, 'পথটা যদি নুড়ি পাথরে ভরা থাকে, ভালো জুতো পরে তার উপর দিয়ে হাঁটা যায়। কিন্তু জুতোর ভিতরে যদি একটি নুড়িও ঢুকে যায়, তাহলে ভালো পথেও হাঁটা যায় না।' আবার অর্ণব সরকার নামে একজন লিখেছেন, 'সাবধান থাকুন, যাঁকে আজ ডিম ছুড়বেন তাঁকে কাল কুর্নিশ করতে হতে পারে।' কেউ কেউ আবার অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, মহুয়া মৈত্রদের যোগদানের তারিখ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ভোটের পর থেকে বিজেপিতে যোগদানের রাস্তা বন্ধ থাকলেও এখন তা খুলতেই কোচবিহারের পদ্ম শিবিরে ক্ষোভের চোরাস্রোত বইছে।

কিউয়িভূমে অভ্যর্থনা মোদিকে

অকল্যান্ড ও মেলবোর্ন, ১০ জুলাই : মেলবোর্নের নিরাপত্তা বিতর্ককে পিছনে ফেলে দীর্ঘ চার দশক পর কিউয়িভূমে পা রাখলেন কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার অকল্যান্ডে পৌঁছোতেই নরেন্দ্র মোদিকে উন্মাদনা চরমে পৌঁছোল, সাক্ষী থাকল তেরঙার আলোয় সজ্জিত আকাশচুম্বী স্কাই টাওয়ার।

অকল্যান্ড বিমানবন্দরে মোদিকে উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানান নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন। এই সফরকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে মোদি সামাজিক মাধ্যমে জানান, দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। নিউজিল্যান্ডের ৩২৮ মিটার স্কাই টাওয়ার এদিন ভারতের জাতীয় পতাকার রঙে সেজে ওঠে।

এদিন প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মোদি বলেন, 'আপনারা বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সজীব রেখেছেন এবং দুই দেশের আত্মিক বন্ধন মজবুত করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী লাক্সনের সঙ্গে বৈঠকে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সারেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বলয় ভেঙে হোটেলের লবিতে ঢুকে স্লোগান দিয়েছিলেন ২২ বছরের অভিবাসন-বিরোধী তরুণ হুগো লেনন। প্রধানমন্ত্রীর নির্ভুল গতিবিধি ওই তরুণ জানলেন কীভাবে, তা নিয়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নে তোলপাড় হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। যদিও পরে মার্ভেল স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করলেও ভারতীয় ঢাকিদের বাজনায় ওই বিক্ষুব্ধ তরুণের চিৎকার চাপা পড়ে যায়। মেলবোর্নের সেই অস্বস্তি কাটিয়ে অকল্যান্ডে শুধুই দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বের আবহ।

কৃতিত্ব দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : অস্ট্রেলিয়ার ভারতকে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করার সিদ্ধান্তকে মোদি সরকারের বিদেশনীতির সাফল্য বলে বিজেপি দাবি করলেও তা মানতে নারাজ কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি, ইউপিএ জমানাতেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্সে লিখেছেন, '২০০৮ সালের অক্টোবরে ভারত-মার্কিন পরমাণুচুক্তির পর ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড ভারতকে ইউরেনিয়াম বিক্রির ব্যাপারে তাঁর দল লেবার পার্টির অনুমোদন লাভ করেছিলেন। বিজেপির নেতাকর্মীদের উচিত, আরও ভালোভাবে নিজেদের হোম ওয়ার্কটা করা।'

এর আগে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অভিযোগ করেন, 'ভারত পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির স্বাক্ষরকারী না হওয়ায় ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়া নয়াদিল্লিকে ইউরেনিয়াম বিক্রি করতে রাজি হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সেটা আজ সম্ভব হয়েছে।'

প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির আলাপচারিতার সময় এক বর্ণময় মুহূর্ত। শুক্রবার। নিউজিল্যান্ডে।

পদ্মের নজরে আরও ১০ 'ভালো তৃণমূল'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : 'ভালো তৃণমূল'দের জন্য দরজা ক্রমশ খুলছে বিজেপি। বৃহস্পতিবারই পদ্মশিবিরে নাম লিখিয়েছেন রাজ্যসভার তিন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিকবড়াইক। তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলে সম্পূর্ণ ভাঙনের পর এবার গেরুয়া শিবিরের লক্ষ্য তাদের সংসদীয় দল। সেই লক্ষ্যপূরণে রাজ্যসভায় তৃণমূলের ৯-১০ সাংসদকে আগামী কয়েক মাসে পদ্ম শিবিরে শামিল করানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। যদিও এটা এখনও পর্যন্ত জল্পনাস্তরেই রয়েছে। সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিকবড়াইক আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে দলের রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনাকে বিজেপির অন্দরে 'অপারেশন লোটাস'-এর প্রথম বড় সাফল্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সূত্রে দাবি, সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিকবড়াইকের যোগদান কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ। রাজ্যসভায় 'অপারেশন লোটাস' এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী দিনে আরও একাধিক তৃণমূল সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। দলের অন্দরের খবর, সংখ্যাটা ৯-১০ জন পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে।

বিজেপির এক সাংসদের কথায়, 'দরজা বন্ধ না খোলা, সেই বিতর্ক এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। একবার রাজনৈতিক দরজা খুলে গেলে পরবর্তী সময়ে অন্য সাংসদ বা নেতাদের আসার পথও সহজ হয়ে যায়।' অন্যদিকে, ঋতব্রত তৃণমূলের একাংশের দাবি, রাজ্যসভায় যা ঘটছে তা সবে শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আরও রাজনৈতিক পালাবদল হতে পারে। জানা গিয়েছে, আগামী দিনে তৃণমূলের রাজ্যসভার এক সংখ্যালঘু সাংসদের বিজেপিতে যোগদান সম্ভাবনা প্রবল। দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত থাকা দু একজন সাংসদ ছাড়া বাকি সকলেই আগামী দিনে বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজধানীর রাজনীতিতে।

এল নিনোকে হারিয়ে চেনা মেজাজে বর্ষা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : জুন মাসের খরা কাটিয়ে জুলাইয়ের শুরুতেই বর্ষামঙ্গলের ছন্দে নেচে উঠল ভারত। এল নিনোর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে একটানা বৃষ্টিতে দেশজুড়ে বৃষ্টির ঘাটতি এক ধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে আনল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই ভোল বদল হয়েছে প্রকৃতির। মৌসম ভবনের হিসাবে, দেশের বৃষ্টির ঘাটতি ৩৮ শতাংশ থেকে এক ধাক্কায় ১৫ শতাংশে নেমে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই মুহূর্তে দারুণ দাপট দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর। কলকাতা ও লাগোয়া চার জেলায় টানা বৃষ্টিতে ভিআইপি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, 'বৃষ্টির এই উন্নতি খরিফ শস্যের বপন ত্বরান্বিত করবে।' তবে পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে চাষের অনুকূল পরিস্থিতির জন্য বৃষ্টির এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকা জরুরি।

দুর্যোগের উদ্বেগজনক ছবিও স্পষ্ট। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ধস ও প্লাবনে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১ জুন থেকে ধরলে মহারাষ্ট্রেই প্রাণহানি হয়েছে ৬২ জনের। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে ধসে জাতীয় সড়ক বন্ধ হওয়ায় আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। দিল্লির বাতাসের মান রেকর্ড উন্নত হলেও জমা জলে বিপর্যস্ত জনজীবন।

আবহবিদদের চিন্তা বাড়াচ্ছে 'সুপার এল নিনো'র আশঙ্কা। প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোত সক্রিয় হলে জুলাইয়ের মাঝামাঝি ফের বর্ষার তাল কাটতে পারে। প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রধান সচিব পিকে মিশ্র পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্যগুলির সঙ্গে নিরন্তর সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

টানা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে বিয়াস নদী। শুক্রবার।

১৩ জুলাই সুপ্রিম শুনানি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : রাম মন্দিরে অনুদান তছরুপের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত চেয়ে দায়ের হওয়া একগুচ্ছ আবেদন সোমবার শুনবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির তিন সদস্যের বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ আবেদনগুলি খতিয়ে দেখবে। আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং সহ

রাম মন্দিরে চুরি

আবেদনকারীরা শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের তহবিলের ফরেন্সিক অডিট এবং সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) কোনও এফআইআর ছাড়াই তদন্ত শুরু করেছে যা কাম্য নয়।

পিটিশনে আবেদনকারীদের দাবি, 'তহবিল তছরুপের খবর সেই প্রজন্মের মনে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে যারা অযোধ্যার গৌরব পুনরুদ্ধারে লড়াই করেছিল।' মন্দির ট্রাস্টের সদস্য মহন্ত দিনেন্দ্র দাস মহারাজ প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখে বলেন, 'পুলিশ নিজের কাজ করছে, তারা চোর ধরবে এবং কঠোর শাস্তি দেবে।' এই ঘটনায় আটজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'আমি নির্দোষ', দাবি সোনমের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত স্ত্রী সোনম রঘুবংশী সুপ্রিম কোর্টে হলফনামায় নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। সোনম মেঘালয় সরকারের আবেদনেরও বিরোধিতা করেছেন। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, সোনমের জামিন বহাল রাখা হলে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে। হলফনামায় সোনম বলেন, 'আমি নির্দোষ। মামলাটি করা হয়েছে অভিযোগ ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে। শুধুমাত্র অভিযোগকেই প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায় না।'

এনকাউন্টারে খতম ৪ দুষ্কৃতী

গুরুগ্রাম, ১০ জুলাই : শুক্রবার সাতসকালে হরিয়ানার গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক ফেজ-২ এলাকায় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াইয়ে খতম চার গ্যাংস্টার। আহত হয়েছেন পুলিশের অপরাধ দমন শাখার তিন কর্মী। গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক দুষ্কৃতী। আহতদের চিকিৎসা চলছে।

গুরুগ্রামের পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীরা গ্যাংস্টার দীপক নন্দলের শাগরেদ। দীপক বিদেশ থেকে দুষ্কৃতীমূলক কাজকারবার চালাচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে কিছু স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে।

বিজয়ের মাসে দেশে ফিরতে চান হাসিনা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : মাথার ওপর ঝুলছে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা। নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে তাঁর দলের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর। বাংলাদেশ বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও ভারত সরকার তাঁকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে মুখ খোলেনি। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি এবং তাঁর দলের অন্য শীর্ষ নেতৃত্ব বিজয়ের মাস ডিসেম্বর নাগাদ দেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করছেন।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৭৮ বছরের আওয়ামি লিগ সভানেত্রী বলেছেন, 'আমি ফিরলে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। তবুও আমি যাব।' মুজিব-কন্যার কথায়, 'আমার দলের নেতা-কর্মীদের ওপর ভয়াবহ দমন-পীড়ন চলছে। মৃত্যু যদি আসেও, আমি চাই সেটা যেন আমার নিজের মাটিতে হয়, যেখানে আমার বাবা-মায়ের কবর রয়েছে এবং যেখানে তাঁদের রক্ত ঝরেছে।'

২০২৪ সালের অগাস্টে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে দেশত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন শেখ হাসিনা। সেই থেকে প্রায় দু-বছর ধরে তিনি ভারতের নিরাপদ আশ্রয়েই রয়েছেন। একাধিকবার হাসিনাকে ফেরত চেয়ে নয়াদিল্লিকে অনুরোধ করেছে ঢাকা।

> **আমি ফিরলে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। তবুও আমি যাব।**
>
> **শেখ হাসিনা**

কিন্তু মোদি সরকার প্রথম থেকেই জানিয়ে এসেছে, শেখ হাসিনা ভারতের অতিথি। তিনি যতদিন খুশি ভারতে থাকবেন। বাংলাদেশের অনুরোধ প্রসঙ্গেও হ্যাঁ বা না কোনওটাই বলেনি ভারত। হাসিনা এর আগেও একাধিক ই-মেইল মারফত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এবার ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণায় পদ্মাপাড়ে জল্পনা বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এক উপদেষ্টা হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের বিচার চলার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

দেশে ফেরার প্রসঙ্গে হাসিনা বলেন, 'ওরা আমাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। আমাকে ফেরত পাঠানোর জন্য ওরা বারবার ভারতে চিঠি পাঠাচ্ছে। আমি নিজেই ফিরে যাব।' হাসিনার পাশাপাশি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধেও মৃত্যুদণ্ডের রায় আছে। জুলাই আন্দোলনের সময় একাধিক অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। যদিও সেসবকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী।

হাসিনা বলেছেন, 'আমার বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে ঢাকায় কারও সঙ্গে কোনওপ্রকার আলোচনা হয়নি। গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকেও কোনও কথা হয়নি।' আওয়ামী লীগ এবং তাঁর বিচারের ভার বাংলাদেশের জনসাধারণের হাতে রয়েছে। তিনি জানান, কে ভালো আর কে মন্দ তার বিচারের অধিকার মানুষের হাতে ন্যস্ত। মানুষই তাঁদের রায় দেবেন।' তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলি সম্পর্কে হাসিনার সাফ কথা, 'হয়তো ওরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। সেক্ষেত্রে আমার বিচার করবেন মানুষ।'

'আমিই সার্বভৌম', বিচারপতিদের কটূক্তি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানত! এজলাসে দাঁড়িয়ে খোদ শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের 'জুডিশিয়াল সার্ভেন্ট' বলে গালিগালাজ এবং তাঁদেরই নির্দেশ দেওয়ার বেপরোয়া বেয়াদপি দেখালেন জনৈক মামলাকারী প্রবাল প্রতাপ। মেজাজ হারিয়ে কাগজ ছুড়ে এজলাসে তুলকালাম বাধালেন হেড অফিসের বড়বাবু।

শুক্রবার বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন এবং বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন আচমকাই মেজাজ হারান প্রবাল। লখনউ পুলিশের এক এসিপির বিরুদ্ধে মামলা লড়তে গিয়ে তিনি সরাসরি বেঞ্চকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'মিস্টার জুডিশিয়াল সার্ভেন্ট, আমি আপনাকে অর্ডার দিচ্ছি লখনউয়ের এসিপির বিরুদ্ধে এফআইআর করুন!' তাঁর এহেন মন্তব্যে দৃশ্যতই হকচকিয়ে যান বিচারপতিরা। বিচারপতি বিশ্বনাথন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনি আমাদের অর্ডার দিচ্ছেন?' বিন্দুমাত্র না দমে আবেদনকারীর দম্ভোক্তি, 'আমিই সার্বভৌম!'

উত্তেজনা চরমে পৌঁছোলে প্রবাল হঠাৎই মামলার কাগজ বিচারপতির দিকে ছুড়ে মারেন,

শুধু তা-ই নয়, প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে অশ্রাব্য গালিগালাজও করেন। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে এজলাস থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'এই কাগজগুলো প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে দেবেন।'

এমন চরম অভব্য আচরণের পরেও অবশ্য আদালত ধৈর্য হারায়নি। আবেদনকারীর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কোনও পদক্ষেপ করেনি বেঞ্চ। তবে তথ্যপ্রমাণের অভাব ও মামলার গুণাগুণ বিচার করে প্রবাল প্রতাপের আর্জিটি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। লখনউ পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর করা স্পেশাল লিভ পিটিশনটি ধোপে টেকেনি।

বিশ্বকাপ দেখানো সেই সমাজকর্মী নিহত

জেরুজালেম, ১০ জুলাই : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার শিশুদের মুখে বিশ্বকাপ চলাকালীন একচিলতে হাসি ফোটাতে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন মিশরীয় সমাজসেবী মহম্মদ অল ওয়াহিদি। বাস্তুচ্যুত, অসহায় শিশুরা খেলা দেখে আনন্দ পাক, এই ভাবনা থেকেই গাজা উপত্যকার বহু জায়গায় বড় স্ক্রিন লাগিয়ে বিশ্বকাপ দেখানোর ব্যবস্থা করেন।

মঙ্গলবার আর্জেন্টিনা ও মিশরের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগেই ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হানায় মৃত্যু হল ওয়াহিদির। খেলা দেখা হল না। ঘটনায় মারা গিয়েছে দুই শিশু সহ আরও তিনজন। ওয়াহিদির অকাল বিদায়ে বিষণ্ণ গাজা।

মিশর সরকার ওয়াহিদির ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হানায় অসন্তোষ প্রকাশ করে জানিয়েছে, ওয়াহিদি কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন ত্রাণকর্মী, সমাজসেবী। তা সত্ত্বেও হামলা চালানো হল। শিফা হাসপাতালের অধিকর্তা জানিয়েছেন, ওয়াহিদি প্রচুর মানুষের সঙ্গে খেলা দেখার ব্যবস্থা করেছে।

জেলের ভাত হজম হচ্ছে না মার্কিন বন্দির

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : তিহার জেলের খাবারদাবার মুখে রুচছে না। তাঁর চাই রেড মিট, পাস্তা-চিকেন সহ অন্যান্য দিশি খাবার। টানা ৫০ দিন অনশনে শীর্ণকায় মার্কিন বন্দি ম্যাথিউ অ্যারন ভ্যানডাইক এবার 'আপ রুচি খানা'র দাবিতে দ্বারস্থ হলেন আদালতের।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অভিযুক্ত এই মার্কিন নাগরিকের দাবি, জেলের কড়া মশলা ও ভাজাভুজি খেয়ে তাঁর ওজন কমেছে প্রায় ১৪ কেজি এবং দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। এনআইএ-র এই বিচারাধীন বন্দি এখন জেলের কুঠুরিতে নিজের খাবার নিজে রাঁধতে চান। হুইলচেয়ারে করে আদালতে আসা ভ্যানডাইকের পছন্দের তালিকায় রয়েছে রেড মিট, চিংড়ি, সয়া মিল্ক ও অলিভ অয়েলের মতো পদের দীর্ঘ তালিকা। সেই সঙ্গে তিনি ইন্ডাকশন কুকার ও রান্নার পাত্র ব্যবহারের অনুমতিও চেয়েছেন।

ভ্যানডাইকের আইনজীবী রোহিত দান্দ্রিয়াল আদালতে জানান, 'সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এই আবেদন করা হয়েছে। তাঁর পরিবার খাবারের সমস্ত খরচ বহন করতেও প্রস্তুত।' বিশেষ আদালতের বিচারক প্রশান্ত শর্মা জেল কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে জবাব তলব করেছেন। আগামী ২১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

'আগে আদর্শ মা হন, পরে আইএএস'

কানপুর, ১০ জুলাই : পেশাদার কর্মজীবনের শিখরে পৌঁছোনোর আগে ছাত্রীদের আদর্শ মা হওয়ার পাঠ দিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। তাঁর বার্তা, পেশাদারিত্বের চাপে পরিবার যেন ব্রাত্য না হয়। ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, 'আইএএস অফিসার বা শিক্ষিকা হওয়া তো ভালো কথা। কিন্তু তার আগে দক্ষ মা হয়ে উঠুন। রান্নাবান্না জানা প্রত্যেকের প্রয়োজন।' তাঁর দাবি, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়, বরং চরিত্র গঠন ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ।

পদকজয়ী পড়ুয়াদের তালিকায় প্রায় ৮২ শতাংশই ছিল ছাত্রী। তা সত্ত্বেও রাজ্যপালের পরামর্শ, পেশাদারিত্বের আড়ালে পরিবার যেন উপেক্ষিত না থাকে। বিয়ের

পরামর্শ রাজ্যপাল আনন্দীবেনের

পর পড়াশোনা না থামিয়ে অর্জিত জ্ঞান দেশ গড়ার কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। সন্তানদের গতিবিধির ওপর অভিভাবকদের কড়া নজরদারির প্রয়োজনীয়তাও মনে করিয়ে দেন আনন্দীবেন।

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রস্তুতি

সম্প্রতি ধূপগুড়ি শহরের পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত মঞ্চে এক সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল তরুণ নাট্য সংস্থার ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার অঙ্কুর ও বড়দের বিভাগের সদস্যরা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং নাট্য পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেন।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছরের মতো এবার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। পরিবর্তে শুধুমাত্র সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনাকেই গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে। আয়োজকদের মতে, আগামী বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংস্থার সম্পাদক বাপ্পা পাল বলেন, 'আগামী বছর থেকে তরুণ নাট্য সংস্থার বর্ষব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন শুরু হবে। সেই বৃহত্তর আয়োজনকে সামনে রেখেই এবছর প্রতিযোগিতামূলক পর্বে কাটছাঁট করে নিজেদের শিল্পী ও প্রযোজনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।' অনুষ্ঠানের প্রতিটি পরিবেশনা দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

শাস্ত্রীয় নৃত্যে নয়া গতি

শিলিগুড়ির মঞ্চে ৪২ বছর ধরে শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসব করে আসছে গুরু সংগীতা চাকির নৃত্য মালঞ্চ। এই ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের পেছনে গুরু সংগীতার ভাবনা হল এ শহরে নৃত্যকলা চর্চার মান উন্নত করা। এই লক্ষ্যেই এবার গুরু সংগীতার ডাকে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে তিনদিনের 'গতি ২০২৬' নৃত্য সমারোহ হয়ে গেল। এই সমারোহে অতিথি হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন শাস্ত্রীয় নৃত্য ও সংগীতচর্চায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক বিশেষজ্ঞ গুণী শিল্পী।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই রত্নদের মধ্যে ছিলেন কত্থকের কিংবদন্তি পণ্ডিত বিরজু মহারাজ ও তাঁর ছেলে কিষন মহারাজের কাছে তালিমপ্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দিল্লির কত্থকশিল্পী বিদুষী গৌরী দিবাকর, বেঙ্গালুরুর চিৎকলা নৃত্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক, ভরতনাট্যম বিশেষজ্ঞ বিদ্বান পি প্রবীণ কুমার, ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত হয়ে ৪০টিরও বেশি দেশে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিষ্ণুপুর ঘরানার পণ্ডিত মণিলাল নাগের শিষ্য সেতারবাদক পণ্ডিত সুব্রত দে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিশেষজ্ঞ ডঃ সুনীল কোশার, ভুবনেশ্বরের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে সম্মানিত আইসিসিআরের তালিকাভুক্ত ওডিশি নৃত্যশিল্পী বিদুষী পুষ্পিতা মিশ্র। ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলীর অধ্যাপক রাহুল দেব, এরাজ্যে শাস্ত্রীয় ও সৃজনশীল নৃত্যের বিশেষজ্ঞ শুভদীপ দত্ত, শাস্ত্রীয় নৃত্য বিশেষ করে কত্থক নৃত্যের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সৌরভ চক্রবর্তী, শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরিবেশনায় সুরের গভীরতা ও লয়ের সূক্ষ্মতা নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পী সুনন্দ মুখোপাধ্যায়ও। তাঁর কাজ দেখে বোঝা গেল ওস্তাদ আমজাদ আলি খানের কাছে তালিম পাওয়া এই শিল্পীর সুর করা ও পরিবেশিত বিভিন্ন তারানা এবং লয়কারী কেন নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। এঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন নীল সেনগুপ্ত, সন্দীপ নিয়োগী, বিশিষ্ট তবলিয়া সুবীর ঠাকুর, সুবীর অধিকারী ও ঋজু সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

গুরু সংগীতা কথা বলেন কম, কাজ করেন বেশি। একজন নারীর জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে নৃত্যচর্চা, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় নৃত্যচর্চা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম বাধা আসে। যাঁরা চার দশক ধরে সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারেন তাঁরাই সত্যিকারের সৃজনশিল্পী এবং গুরু হয়ে উঠতে পারেন। এ শহরে আজ যাঁরা নৃত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুরু সংগীতার শিষ্য। শুধু তালিমে নয়, সৃজনেও এখনও অদ্বিতীয়া তিনি। উৎসবে 'সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচে নটরাজ—' ছেলের সঙ্গে তাঁর দ্বৈত নিবেদনে ভরতনাট্যম এবং কত্থকশৈলীতে সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। সংস্কৃতির সব অঙ্গনের শিল্পীদের মধ্যে মেলবন্ধনের লক্ষ্যে এবার শহরের প্রতিষ্ঠিত সংগীত, নৃত্য ও বাচিকশিল্পীদের সম্মাননা জানানো হয়। উৎসবে ভরতনাট্যম, কত্থক, ওডিশি শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী সহ সৃজনশীল এবং লোকনৃত্যের অসামান্য সমাহার ছিল।

নৃত্যমালঞ্চের এই উৎসবকে সফল করতে মঞ্চে এবং মঞ্চের নেপথ্যে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন শিল্পী অনিমিকা দে, নিকিতা ভাওয়াল, রিংকি উপাধ্যায়, শ্রেয়াংশী ঘোষ, কস্তুরী দাস বর্মন, ডলি মহন্ত সহ দিয়া, সেরিনা, শ্রেষ্ঠা, ঋষিতা, নম্রতার মতো অনেক শিক্ষার্থী শিল্পী। সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ এবং সুমিতা দত্ত।

–ছন্দা দে মাহাতো

মনোমুগ্ধকর।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'গতি ২০২৬' নৃত্য সমারোহের একটি মুহূর্ত।

বইটই

ভাবনায় বর্ণময় 'ভাষা শৃঙ্গার'

সাদা রং মানেই কিন্তু সাদামাঠা নয়। মলাট ও গোটা সংস্করণ সাদা-কালোয় মোড়া হলেও আবহমানের অন্তরঙ্গতায় 'ভাষা শৃঙ্গার' আদ্যন্ত বর্ণিল। কথায়, বিষয় বৈচিত্র্যে, ভাবনার বিবিধতায় নানা রংয়ের তুলির আঁচড়। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যাকাশে 'দাগ' নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল দীর্ঘদিন ধরে। কবি-সাহিত্যিক মনোনীতা চক্রবর্তী দাগ-এর ভাষা শৃঙ্গার সংখ্যাটির পরতে পরতে যত্ন, আন্তরিকতা ও বৈদগ্ধ্যের ছোঁয়া। নামে লিটল ম্যাগাজিন, কিন্তু বাস্তবে বিরাট রচনা সম্ভারকে ধরে রাখা আছে দাগ-এর পঞ্চদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায়।

'উচ্চারিত ভাষা ছাপিয়ে অনুচ্চারিত ভাষা কত কী-ই যে বলে যায়, এসব নিয়ে দাগ-এর 'ভাষাভাসি'- সম্পাদকের এই কথার অনুরণন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। একটি লিটল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় ৫১টি ভারতীয় ভাষায় লেখা, ২২টি দেশের কবিতা এবং ৩২৩ জন লেখককে ঠাঁই দেওয়া দুঃসাহস বৈকি। শ্লাঘার বিষয়ও বটে। দুটোই দেখিয়েছে দাগ-এর ভাষা শৃঙ্গার।

লেখক তালিকাটিও ঈর্ষণীয়। ভাষাবিদ পবিত্র সরকার থেকে শুরু করে প্রয়াত অর্ণব সেন, অমিতাভ কাঞ্জিলাল, রাজর্ষি বিশ্বাস, অভিজিৎ দাসের মতো লেখক, যাঁরা ভাবনার খোরাক জোগাতে সিদ্ধহস্ত, তাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটি। সংখ্যাটির আরেক অংশ- গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মতো বাংলা সংস্কৃতির উজ্জ্বল তারকা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 'ভাষার মাসে ভাসান...' এক অনবদ্য সৃষ্টি। তেমনই উত্তরবঙ্গের আরেক কৃতী সাহিত্যিক প্রয়াত হিতেন নাগকে স্মরণালেখ্য পত্রিকাটির আরেক আকর্ষণ।

বহির্বাংলার বা ভারতের বাইরের ভাষার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার হালহকিকতও পাওয়া যাবে ভাষা শৃঙ্গারে। সব মিলিয়ে এক নিটোল সৃষ্টি যা ভাবনার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছে।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

গ্রন্থাগার কর্মী, জেলা গ্রন্থাগারের পাঠক, শিল্পী, সরকারি কর্মী ও বিশিষ্টজনদের তরফে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক ইংরেজবাজারের নবনির্বাচিত বিধায়ক অম্লান ভাদুড়িকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। মালদা জেলা গ্রন্থাগারের বইবাগানে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন মলয় সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ডি সরকার, ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক তুষারকান্তি মণ্ডল, হিরণ্ময় সাহা ও কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। *–সৌকর্য সোম*

সমবেত।। মালদা টাউন হলে গীতম-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে বর্ণময় একটি পর্ব।

স্বর্ণালি সন্ধ্যা

শিলিগুড়ি অগ্রগামী সংঘের ব্যবস্থাপনায় ক্লাবের নবনির্মিত ক্রিকেট ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা হয়ে গেল। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করে এই সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল গীতি আলেখ্য 'চেনা কবি, অচেনা রবি, কাছের মানুষ গুরুদেব' এবং 'নজরুলের সঞ্জীবন ভাবনা'। গ্রন্থনা ও পরিচালনায় ছিলেন পৃথা সেন। তার আগে প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বাগত ভাষণে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্লাব সভাপতি পরিতোষ ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক পার্থসারথি দাস, সহ সভাপতি অমল আচার্য। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানে নৃত্য পরিবেশন করে উপাসনা নৃত্য অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে একের পর এক রবীন্দ্র ও নজরুল গানে সকলের হৃদয় জয় করেন দেবস্মিতা রায়। মুনমুন ভৌমিকের নেতৃত্বে সমবেত সংগীত পরিবেশনে ছিলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়, সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়, বাবলি পাল, শিল্পী রায়, কাকলি কর্মকার, সুনীতি চৌধুরী। ভালো লেগেছে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য ও প্রিয়াংকা পালের রবীন্দ্রসংগীতও।

গীতি আলেখ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ডলি ঘোষ, পপি কুণ্ডু, তপোলব্ধা সেন, রুমকি দত্ত, সুতপা সরকার, চম্পা ধর, চন্দ্রাণী গোস্বামী, দিয়া সেন, শর্মিষ্ঠা সেন, জরাভেদা সেন, অভিজিৎ রায় গঙ্গোপাধ্যায়, পল্টু সাহা ও শ্রেয়াংশু মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অভিজিৎ চন্দ্র। *– নিজস্ব প্রতিবেদন*

তারুণ্যের জয়গান

'শিলিগুড়ি জংশন' পত্রিকার বিশেষ কবিতা সংখ্যা 'তারুণ্যের উত্তর'-এর প্রকাশ উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির জিটিএস ক্লাবে তরুণ কবিদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পত্রিকাটি। সংখ্যাটিতে অনূর্ধ্ব ২৫ বছরের কবিদের কবিতা রাখা হয়েছে। মূলত স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরাই লিখেছেন এই সংখ্যায়। সংখ্যা প্রকাশের পাশাপাশি অনুষ্ঠানটিতে তরুণ কবিদের সৌজন্য কপি, স্মারক, স্বীকৃতিপত্র এবং সাম্মানিক প্রদান করা হয় পত্রিকার পক্ষ থেকে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে তরুণ কবিরা কবিতা পাঠ করেন। এদের মধ্যে অনেকেরই ছিল এদিন প্রথম কবিতা পাঠ। আবার অনেক নবীন কবি এই সংখ্যাতেই তাঁদের কবিতাকে প্রথমবার ছাপার অক্ষরে দেখতে পেলেন। নতুন প্রজন্মের কবি ও কবিতাপ্রয়াসীদের উৎসাহ দিতেই এই সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'শিলিগুড়ি জংশন'। অনুষ্ঠানে তরুণ কবিরা পত্রিকার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তাঁদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। প্রতি তিন মাসে এরকম একটি সংখ্যা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে তরুণদের নিয়ে আরও কাজ হবে বলে পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় এবং সহ সম্পাদকরা জানান।

গীতমের রবীন্দ্রচর্চা

'রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও পরিবেশন' এই বিষয়ের ওপর মালদা টাউন হলে দুইদিনব্যাপী গীতম- এর বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী গুরুজি শ্রীকান্ত রায়চৌধুরী, গুরুমা চন্দনা রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী দীপঙ্কর ভৌমিক, মালদা শিল্পী সংসদের সম্পাদক মলয়রঞ্জন সাহা, নন্দিতা ভৌমিক ও গীতমের কর্ণধার সংহিতা সরকার। সংস্কৃত মন্ত্রে উচ্চারিত আবহে উদ্বোধন ছিল মনোমুগ্ধকর। শিশুকিশোরদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন ও রবীন্দ্র-গানের আলেখ্য ছিল মনোগ্রাহী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র ও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী তনুশ্রী চক্রবর্তী। তালবাদ্যে বিশিষ্ট তবলাবাদক ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, অর্গানে পার্থ দা ও পারকাশনে জগন্নাথ কর্মকার। অতিথি শিল্পীদের কবিতা আবৃত্তি ও গুরুকন্যা রম্যা রায়চৌধুরীর নৃত্য ছিল অন্যতম আকর্ষণ। রাবীন্দ্রিক আবহে সুন্দর একটি সন্ধ্যা আগামী প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন আশার বাণী বহন করে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রগানের সঙ্গে ছিল অন্যধারার গীতি সংকলন। বাংলার অন্য বিশিষ্ট কবি ও গীতিকারদের সৃষ্টির সঙ্গে শিশুকিশোরদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার যে দায়িত্ব সেটা পালন করার এক প্রয়াস পরিলক্ষিত হল এই দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে। *–সৌকর্য সোম*

কবিতা সময়

মালদা শহরের বিনয় সরকার অতিথি আবাস সভাগৃহে মঞ্চস্থ হল 'কবিতা সময়' শীর্ষক সান্নিধ্য পত্রিকার রজত জয়ন্তী পূর্তি সমাপ্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত লেখিকা তৃপ্তি সান্ত্রা এবং কবি প্রশান্ত গুহ মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন প্রাবন্ধিক রাধাগোবিন্দ ঘোষ ও অধ্যাপক সত্যরঞ্জন চৌধুরী। প্রথম পর্বের সূচনা সংগীত পরিবেশন করেন অরুণিমা ঘোষ। তারপর লেখক দীপক মণ্ডল সান্নিধ্য পত্রিকা ও সান্নিধ্য প্রকাশনা থেকে সদ্য প্রকাশিত বই (প্রমোদ সাহার 'মুক্তিপায়ী মন')-এর সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখেন। প্রমোদ সাহা এবং তাঁর বই সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন তৃপ্তি সান্ত্রা, রাধাগোবিন্দ ঘোষ ও সত্যরঞ্জন চৌধুরী। এই পর্বে সমাপ্তি গান গেয়ে শোনান সুদীপ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বে সান্নিধ্য পত্রিকার ২৬তম সংখ্যা তথা ২৫বছর পূর্তি সমাপ্তি সংখ্যা প্রকাশ করেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন, কবি অরিনিন্দম মুখোপাধ্যায় ও লেখিকা অনুরাধা কুণ্ডা। এরপর মন্দাক্রান্তা সেনের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী মহুয়া চৌধুরী। আলোচ্য অনুষ্ঠানে সান্নিধ্য সম্মান ২০২৬ প্রদান করা হয় উর্দু কবি মহম্মদ নুরুল ইসলাম, লেখিকা অনুরাধা কুণ্ডা এবং বৃষ্টিদিন পত্রিকার পক্ষে সম্পাদক মন্দাক্রান্তা সেন ও অরিনিন্দম মুখোপাধ্যায়কে। মঞ্চে নির্বাচিত কবিদের মধ্যে থেকে কবিতা পাঠ করেন মহম্মদ নুরুল ইসলাম, অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, সুদেষ্ণা মৈত্র, মন্দাক্রান্তা সেন এবং অরিনিন্দম মুখোপাধ্যায়। এই পর্বে সান্নিধ্যের ২৫ বছরের অভিযাত্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন লেখিকা অনুরাধা কুণ্ডা। পরিশেষে সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মানবী ঘোষ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সান্নিধ্য পত্রিকা ও প্রকাশনার সম্পাদক বিশিষ্ট কবি পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়। *–সৌকর্য সোম*

মালদায় সান্নিধ্য পত্রিকার রজত জয়ন্তী পূর্তি সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

কবি স্মরণ

সম্প্রতি কোচবিহারের সাহিত্যসভা হলঘরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামকে নিজস্ব ভঙ্গিতে স্মরণ করল কোচবিহার সৃজনী। 'মননে স্মরণে চিন্তনে অনুভবে রবীন্দ্র নজরুল' শীর্ষক এই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিশুশিল্পীদের মাধ্যমে প্রদীপ প্রজ্বলনে। নৃত্যগীতি আলেখ্য ও কবিতার সঙ্গে কত্থক নৃত্য পরিবেশন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কাকলি ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সৃজনীর কর্ণধার ডঃ সোমা পালিত। সৃজনীর নৃত্য বিভাগের ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায়।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বর্ষা মঙ্গল

সোনার তরী সংস্থার আয়োজনে জলপাইগুড়ির সমবায় শতবার্ষিকী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল বর্ষা মঙ্গল উৎসব। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ডঃ আকাশ পালচৌধুরী, সুবীর ভট্টাচার্য, অতসী দাশগুপ্ত, অনীতা পালচৌধুরী, অলোক দত্ত, প্রমীলা চট্টোপাধ্যায়, বণালি বর্মন, অমিতাভ গোস্বামী, দৃশিতা চক্রবর্তী, অচিন্ত্যবিক্রম দে, সুতপা রায়, সোনালি সিং, মৌসুমি মুখোপাধ্যায় সহ স্বনামধন্য আবৃত্তিকার তাঁদের পছন্দের বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করেন। গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের কলাকুশলীরা। স্বনামধন্য আবৃত্তিকার দুরদর্শন শিল্পী সুবীর ভট্টাচার্য ও অতসী দাশগুপ্ত সকলের হৃদয় জয় করেন। সোনার তরী আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা নৃত্য পরিবেশন করে সাগর সরকার। গীতি আলেখ্য 'এমনও দিনে তারে বলা যায়' সকলকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন মৌসুমি মল্লিক, শাশ্বতী ভৌমিক, সৌরভ বসু, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি দত্ত রায়, ডঃ পিয়াসী দে রায় প্রমুখ।

নজরুল বন্দনা

নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ইসলামপুরের ব্লকপাড়ায় খোলা আকাশের নীচে 'শ্রুতি মঞ্জিল' আবৃত্তি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বিশেষ বৈঠকি আড্ডা। সংস্থার কর্ণধার আবৃত্তিকার সীমা দাম কুণ্ডুর আন্তরিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্কা কুণ্ডুর উদ্বোধনী সংগীত ও কবি নিশিকান্ত সিনহার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নিশিকান্ত সিনহার বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং নূপুর বোসের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের চিঠি পাঠ আসরটিকে সমৃদ্ধ করে। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন তপতী শিকদার, অণিমা দাস, অনিন্দিতা বিশ্বাস, প্রতিমা সরকার, নরেশ হাজরা, শ্রেয়া দেবনাথ, প্রতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিঙ্কু দে, জ্যোতি বিশ্বাস, সুচন্দনা নন্দী ও সীমা দাম কুণ্ডু। সমপিতা রায়ের একক নৃত্যের পাশাপাশি সংগীতে ছিলেন সুহৃতা বিশ্বাস, দ্যুতি সূত্রধর, ঋত্বিমা রায়, নন্দিতা ঘোষ ও অর্পিতা দত্ত। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সংগীতা সেন ও সুশান্ত নন্দী। সঞ্চালনায় ছিলেন সুচন্দনা নন্দী।

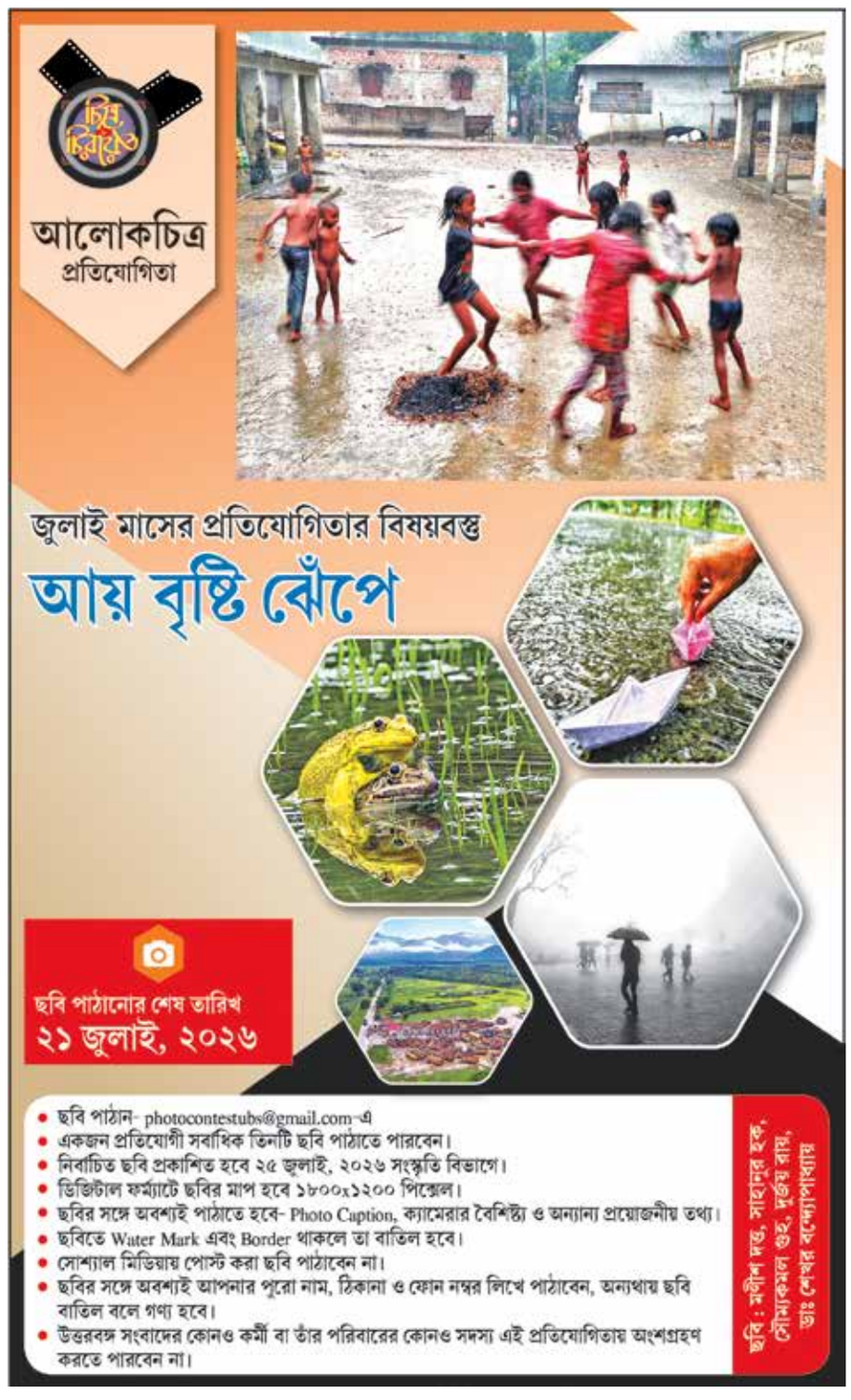

কৃষ্টির মেলবন্ধন

নৃত্যমঞ্জিল ও আমরা অপরাজিতার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল নবম মাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'কৃষ্টি কল্প' আঙিনায়। তানিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের নিপুণ সঞ্চালনায় এই অন্তরঙ্গ আসরে নীতা বাগচীর নেতৃত্বে 'সাজবাতি'র উদ্বোধনী সংগীতের পর মাখন শীলের প্রশিক্ষণে 'নৃত্যমহল' ও সঞ্চারি চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'নৃত্যমন্দিরম'-এর শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সফলতা নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পলক চক্রবর্তী। পারমিতা বিশ্বাসের প্রশিক্ষণে সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করে 'স্পন্দন'-এর বাচিক শিল্পীরা। সুদীপ চৌধুরীর রচনা ও নির্দেশনায় 'মাটির ঘ্রাণ' সংস্থার শ্রুতিনাটক 'চার শুধুমাত্র কোনো সংখ্যা নয়' পাঠ করেন সুদীপ ও অলোকা চক্রবর্তী। শ্রাবণী চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায়, সত্যজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও জয়ন্ত বসাকের যন্ত্রসংগীতে সমবেত গান পরিবেশন করেন 'আমরা অপরাজিতা'র মহিলা শিল্পীরা। পরিশেষে কমলেশ রায়ের নির্দেশনায় 'দর্পণ নাট্য গোষ্ঠী' পরিবেশন করে কিরণ মৈত্র রচিত অণুনাটক 'যা তারা পারে নি'; অভিনয়ে কমলেশ রায় ও প্রণব বড়ুয়া এবং আবহসংগীতে ছিলেন উত্তম বিশ্বাস। উপস্থিত শিল্পীদের সংবর্ধিত করেন আনন্দ ভট্টাচার্য, পলক চক্রবর্তী, কুন্তল ঘোষ, সত্যজিত মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ সমর দেব। *–বিমান দাশগুপ্ত*

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

স্নাতকোত্তর হতে চান গৌতম, পড়ছেন আইনের বইও

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : জীবনের ৬৯টি বসন্ত পেরিয়ে প্রবীণ তৃণমূল নেতা গৌতম দেব এবার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন। সংসদীয় রাজনীতি থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পর এবার তিনি ফের পেশাগত জীবনে ফিরতে চাইছেন। শুধু পেশা নয়, অসম্পূর্ণ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণেও তিনি বদ্ধপরিকর। রাজনীতির চেনা আঙিনা ছেড়ে এখন তাঁর নয়া গন্তব্য হতে চলেছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গন। বাংলা অথবা ইংরেজি বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তরের প্রস্তুতিও নিতে চলেছেন।

অন্যদিকে, বাড়িতে বসে বই লেখার প্রাথমিক কাজও শুরু করে দিয়েছেন। সময় করে বাড়িতে বসেই ভয়েস রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করছেন। পরবর্তীতে তা প্রকাশনা সংস্থার কাছে পাঠানো হবে। সেই বইয়ের প্রতিটি পাতায় তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের চড়াই-উতরাইয়ের গল্প ফুটে উঠবে।

ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজে পড়াশোনা চলাকালীনই গৌতম দেব রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন। কংগ্রেসের পতাকা হাতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পথ চলা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থেকে শুরু করে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। তবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর তিনি সংসদীয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা স্পষ্ট করেছিলেন। ভোটে ভরাডুবির পর তাতে সিলমোহরও দেন। দলের সঙ্গে অবশ্য সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।

বর্তমান সময়ে তিনি দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল)-র চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। নিয়ম করে যোগ দিচ্ছেন দলীয় মিটিং-মিছিলে। পাশাপাশি পেশাগত জীবনে ফেরার প্রস্তুতি হিসেবে সময় করে বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা আইনের বই নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছাত্রাবস্থায় শিলিগুড়ি কলেজের পাট চুকিয়ে গৌতম কিছুদিনের জন্য কলকাতায় পাড়ি দেন। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে এলএলবি করে শহরে ফেরেন। এখানে আইনজীবী স্বদেশরঞ্জন সরকারের অধীনে প্র্যাকটিস শুরু করেন। একসময় তিনি অ্যাডিশনাল স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল অ্যান্ড পাবলিক প্রসিকিউটর পদের দায়িত্বও সামলেছেন। তবে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ায় কর্মজীবন খুব একটা দীর্ঘ হয়নি।

২০১১ সালে তিনি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরই স্টেট বার কাউন্সিলের কাছে চিঠি দিয়ে তাঁর এনরোলমেন্ট সাপপেন্ডের কথা জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাস্ত হতেই পুনরায় চিঠি দিয়ে 'রাইট টু প্র্যাকটিস' চালুর আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে সেসময় অবশ্য পেশায় ফেরেননি।

সংসদীয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে অবসরজীবন কাটাতে রাজি নন গৌতম। পুনরায় কালো কোট গায়ে জড়িয়ে আদালত চত্বরে পা

- ৬৯ বছর বয়সে 'দ্বিতীয় ইনিংস' শুরু করতে চলেছেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা গৌতম দেব
- পুনরায় আইনের পেশায় ফিরতে সার্কিট বেঞ্চে বারের সদস্যপদের আবেদন করবেন
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে আইনের পেশায় ফিরে দলের মামলাগুলি সামলাবেন
- অসম্পূর্ণ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন
- দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিমধ্যে একটি বই লেখার কাজ শুরু করেছেন

রাখতে চান। অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে যাবেন। সেখানে হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদের জন্য আবেদন জানাবেন বলে খবর। শুক্রবার বাড়িতে বসে একান্ত আলাপচারিতায় গৌতম বলেন, 'অনেকদিন আদালত চত্বরে পা রাখা হয়নি। ফলে অনভ্যাস কাটাতে লয়ার্স ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হব। দিনকয়েক সেই ফার্মের তত্ত্বাবধানে আদালতে যাব। সওয়াল-জবাব আত্মস্থ করার চেষ্টা করব। এরপরই ফের একবার আইনজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করব।'

একসময়ের আইনজীবী গৌতম দেবের বাড়িতে এখনও কালো কোট ও গাউন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে নতুন করে কালো কোট বানাতে পারেন।

গৌতম বললেন, 'দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে পেশায় ফেরার পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বন্ধুরা একই কথা বলছেন। এই পরিস্থিতিতে আমিও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। বাড়িতে বসে আইনের বই পড়ছি। শীঘ্র একজন আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবনে ফিরব। দলের বিভিন্ন মামলাগুলি নিয়েও কাজ করব।'

মাটিগাড়া, শিবমন্দিরে মূল দাবি পানীয় জল

শিবমন্দির ও মাটিগাড়া, ১০ জুলাই : শিবমন্দিরের অঞ্চল রোডে চায়ের দোকানে পানীয় জলের জারের খোঁজ করছিলেন পরাগ মিত্র। হতাশার সুরে বলছিলেন, 'এলাকাকে পুরসভা করা হবে বলে ঘোষণা করা হল। পানীয় জলের সমস্যার সমাধান কবে হবে কে জানে? আজ জলের জার দেওয়ার লোক ফ্ল্যাটে আসেনি। এখন কোথা থেকে জল পাই?' আর এক বাসিন্দা বিজয় দাস বললেন, 'আমাদের জল কেনার মতো আর্থিক পরিস্থিতি নেই। বাড়িতে কুয়ো করে আয়রনযুক্ত জল তুলেই খাচ্ছি। কতদিন যে আর এই সমস্যা চলবে, জানা নেই।' শুধু শিবমন্দির নয়, মাটিগাড়া ব্লক এলাকাজুড়েই পানীয় জলের হাহাকার পরিস্থিতি চলছে। গত সরকারের আমলে কিছু কিছু বাড়িতে পানীয় জলের জন্য পাইপ বসানো হয়েছিল। লেনিনপুরের বাসিন্দা মাধবী দাস বলছিলেন, 'সরকারি নলকূপেই জল আসে না। বাড়িতে আসবে কীভাবে?' একই সমস্যা সৌরচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থাতেও। অধিকাংশ সময়ই সেখান থেকে জল পড়ছে না।

মাটিগাড়ার জলসমস্যা নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'আমি পানীয় জলের সংকট নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে

- শিবমন্দির ও মাটিগাড়া ব্লক এলাকাজুড়ে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার চলছে
- জল কিনে খাচ্ছেন বাসিন্দারা, যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁরা কুয়োর দূষিত জলই পান করছেন

কথা বলেছি। খুব তাড়াতাড়ি দপ্তরে টাকা ঢুকবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছি।' খোলাই বকতরি এলাকাতে যেতেই নজরে পড়ল সরকারি একটি নলকূপ। নলকূপের পরিস্থিতি দেখেই বোঝা গেল, দীর্ঘদিন ধরেই সেখান দিয়ে জল পড়ে না। 'পানীয় জল জোগাড় করেন কোথা থেকে?' প্রশ্ন করতেই এলাকার বাসিন্দা মালতী রায় ক্ষোভের সুরে বললেন, 'মহানন্দা সেতু পেরিয়ে পুর এলাকায় গিয়ে জল আনতে হয়। একটা সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেও আয়রনযুক্ত জল পড়ে।' পতিরামজোতের পরিস্থিতি তো আরও খারাপ।

এসবের মধ্যে পেটের সমস্যা বাড়তে শুরু করেছে। তারিজোতের বাসিন্দা রেণুকা রায় বলছিলেন, 'জল কাপড় কাচার জন্যও উপযুক্ত নয়। ওই জল ফুটিয়ে খেলেও দাঁতে আস্তরণ পড়ে যায়।' মাটিগাড়ার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকায় বসানো সৌরবিদ্যুৎচালিত জলের ব্যবস্থাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো করা গেলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হত বলেই মনে করছেন কলমজোতের বাসিন্দা মাধবী দাস। তিনি বলেন, 'সৌরবিদ্যুৎচালিত জলের ব্যবস্থা হওয়ার পর ভেবেছিলাম, সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। কোথায় সেই সমাধান? প্রায়দিনই খারাপ থাকছে।' সবমিলিয়ে, সমস্যা সমাধানে নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে মাটিগাড়া ব্লক এলাকার বাসিন্দারা।

অভিযানে পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : ফের একবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরে অভিযান চালিয়ে একটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পুরনিগম সূত্রে খবর, দোতলা বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। অভিযোগ, নর্দমার ওপর নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। নীচের তলার সামনের অংশ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। যা নিয়ে আদালত পর্যন্ত জল গড়িয়েছিল। অবশেষে আদালতের নির্দেশে মতো এদিন অভিযান চালিয়ে অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলা হয়। পুরকর্তারা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক অতীতে দুইবার ওই নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা ভেস্তে গিয়েছিল।

টাকা ফেরতে পদক্ষেপ দাবি

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : চিটফান্ডে টাকা রেখে প্রতারিত হওয়া আমানতকারী ও এজেন্টদের টাকা দ্রুত ফেরতের দাবিতে চিটফান্ড সাফারার্স অ্যান্ড এজেন্টস ইউনিটি ফোরামের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হল। শুক্রবার হিলকার্ট রোডে একটি হোটেলে এই বৈঠকে ফোরামের আহ্বায়ক পার্থ মৈত্র বলেন, 'চিটফান্ডে প্রতারিত মানুষরা যাতে দ্রুত তাঁদের টাকা ফেরত পান সেজন্য আমরা ২০১৩ সাল থেকে লড়াই করছি। আগের সরকার এব্যাপারে সাহায্য করেনি। নতুন সরকার এনিয়ে হস্তক্ষেপ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এই আশা করছি।' ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ফোরামের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে।

জখম তরুণী

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : রেললাইন ধরে হাঁটার সময় ট্রেনের ধাক্কায় জখম হলেন এক তরুণী। পোকাইজোত এলাকায় শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ওই তরুণীর চিকিৎসা চলছে। যদিও তিনি ঠিক কী কারণে রেললাইন দিয়ে হাঁটছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই তরুণী অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর কাছ থেকে একটি গ্যাস এজেন্সির বই পাওয়া গিয়েছে। সেটির ঠিকানা দার্জিলিং। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুরস্কৃত ১৫

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : ভালো কাজ করায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ট্রাফিকের তিনটি জোনের ১৫ জন ট্রাফিককর্মীকে শুক্রবার পুরস্কৃত করলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে সার্টিফিকেট ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। মেট্রোপলিটান পুলিশ সূত্রে খবর, মাঝে ভোটের কারণে বন্ধ থাকলেও চলতি মাস থেকে ফের পুরস্কার প্রদান শুরু হল।

গোরু উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : শহরের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে জ্যোতিনগর রোডের ধারে নালায় গোরু পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেতেই দমকলের কর্মীরা উদ্ধারকাজে সেখানে পৌঁছান। যদিও নর্দমা থেকে গোরুটিকে তুলতে গিয়ে দমকলকর্মীদের কালঘাম ছোটে। টানা প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টার ডোজার দিয়ে কালভার্ট ভেঙে গোরুটিকে উদ্ধার করা হয়।

গর্ত আছে, টাকা নেই

বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার জন্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ এবং পাড়ার রাস্তা খুঁড়ে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। কথা ছিল রাস্তা মেরামতের জন্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি এবং পূর্বতন রাজ্য সরকার সাড়ে সাত কোটি টাকা দেবে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি বরাদ্দ দিলেও আর কোনও টাকা মেলেনি। ফলে রাস্তা মেরামত হয়নি। ভুগছেন শহরবাসী।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : বেহাল অবস্থায় শহরের রাস্তা। বর্ষায় রাস্তার যে হাল হয়েছে, তাতে প্রত্যেকদিন চলার পথে হোঁচট খেতে হচ্ছে শহরবাসীকে। গন্তব্যে পা রাখতে হচ্ছে জলকাদা মেখে। মূলত বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার ক্ষেত্রে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এবং পাড়ার রাস্তাগুলি খুঁড়ে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও পুরনিগম সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করায় ফল ভুগতে হচ্ছে শহরবাসীকে। মেয়র পদ থেকে গৌতম দেব ইস্তফা দেওয়ার পরই রাজ্য সরকার পুরনিগমের দায়িত্ব প্রশাসকের হাতে দিয়েছে।

প্রশাসক বোর্ডের মাধ্যমে শহরের উন্নয়ন ঘটবে, আশায় ছিলেন শহরবাসী। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার পরে রাস্তা মেরামতের জন্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি এবং পূর্বতন রাজ্য সরকারের তরফে মোট সাড়ে সাত কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পুরনিগমকে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি বরাদ্দ দিলেও রাজ্য থেকে আর কোনও টাকা আসেনি। ফলে রাস্তা মেরামতের কাজ হয়নি। এমন পরিস্থিতির মধ্যে শহরের বিধান মার্কেটের মতো বিশাল এলাকায় বিদ্যুতের কেবল পাতাই বন্ধ হয়ে রয়েছে। শহরের বেহাল রাস্তা নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষও রীতিমতো বিরক্ত। তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পুর কমিশনারকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। শংকর বলেছেন, 'বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে দ্রুত সমস্যা বুঝে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি।'

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রকল্পে শিলিগুড়িতে প্রায় ২৮০ কোটি টাকা খরচ করে হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির পাশাপাশি ১৯টি ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই ৮০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। তবে, বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটেও এই প্রকল্পের কাজ হওয়ার কথা। অথচ সেখানে এখনও কাজ শুরু করা যায়নি। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির এক আধিকারিকের বক্তব্য, ওই বাজারে এমনিতেই সমস্ত সরু গলি রয়েছে।

- বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং পাড়ার রাস্তাগুলি খোঁড়া হয়েছে
- বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি টাকা দিলেও, রাজ্য অর্থবরাদ্দ না করায় মেরামত হয়নি রাস্তা
- ভাঙা রাস্তায় হোঁচট খাচ্ছেন শহরবাসী, ঘটছে দুর্ঘটনা, ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে

সেখানে রাস্তা কেটে ভূগর্ভস্থ কেবল বসাতে হবে। তারপর সেই রাস্তা কে, কতদিনে সংস্কার করবে, ব্যবসায়ীরা সেটা জানতে চাইছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা তো আর রাস্তা মেরামত করব না। এটা হয় পুরনিগম বা রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর করবে। কিন্তু পুরনিগমও কার্যত চুপ করে থাকায় কাজ থমকে রয়েছে।'

প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের কথাতে স্পষ্ট, ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার পরে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা প্রয়োজন।

ভূগর্ভস্থ কেবলের জন্য খোঁড়ার পর সারাই হয়নি রাস্তা। -সঞ্জীব সূত্রধর

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি, পুর ও নগরোন্নয়ন, পূর্ত দপ্তর মিলিয়ে এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিল। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি আড়াই কোটি টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা পূর্ত দপ্তরকে কাজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাকি কোনও দপ্তর থেকে পুরনিগম টাকা পায়নি। অর্থাৎ বর্তমানে শহরে যে রাস্তাঘাট ভেঙে রয়েছে সেগুলি সংস্কারের জন্য কোনও অর্থের জোগান নেই। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ির এক আধিকারিক বলেছেন, 'নভেম্বরের মধ্যে শিলিগুড়ির এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার জন্য পুরনিগম ও পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।'

গরমের দোসর লোডশেডিং, ভোগান্তি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলেও কিছুতেই গুমোট ভাব কাটছে না শিলিগুড়িতে। একে গুমোট আবহাওয়া, তারওপর মাঝে মাঝেই বেশ কিছুক্ষণের জন্য কারেন্ট চলে যাচ্ছে। এই জোড়া সমস্যায় নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় শহরের বাসিন্দাদের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় কখনও ১৫ মিনিট, কখনও আধঘণ্টা আবার কখনও একঘণ্টা পর্যন্ত কারেন্ট থাকছে না। বিদ্যুতের লাইনের কাজ থাকলে কখনো-সখনো আগাম খবর দেওয়া হলেও, অনেক সময় খবর পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঝড়-বৃষ্টির কারণে গাছ পড়ে, তার ছিঁড়ে গেলে বা অন্য কোনও সমস্যার কারণে কারেন্ট গেলে তা-ও না হয় মানা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনও কারণ ছাড়াই অনেকক্ষণ লোডশেডিং হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এই বিষয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, 'আপৎকালীন অবস্থায় বা পরিকাঠামোগত সংস্কারের জন্য কিছু সময়ের জন্য পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকতে পারে। খুব বেশিদিন এই সমস্যা থাকলে নিকটবর্তী স্টেশনে সমস্যার কথা জানাতে হবে। এখনও পর্যন্ত স্টেশন থেকে এমন কোনও সমস্যার অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি।' বিদ্যুৎ না থাকলে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দাদাভাই মোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুদীপা চৌধুরী বলছিলেন, 'কাজের ফাঁকে জল তোলার সময় পাইনি। বিকেলে হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেল। বাথরুমে গিয়ে দেখি জল শেষ। কারেন্ট না থাকায় পাম্পও চালাতে পারছিলাম না। খুব রাগ হচ্ছিল।' একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'প্রায় আধঘণ্টা। সকালেও কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরেই এই সমস্যা চলছে এলাকায়। বিদ্যুতের কাজ চললে তখন অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়। কিন্তু মাঝেমধ্যে আবার জানানো হয়ও না।'

২৪ নম্বর ওয়ার্ডেও গত কয়েকদিন ধরে একই অবস্থা। দু'দিন আগেও দক্ষিণ ভারতনগরের বেশকিছু জায়গায় বিদ্যুৎ ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দা বিপুল দত্ত বলছিলেন, 'মাঝেমধ্যেই ১৫ মিনিট বা আধঘণ্টার জন্য কারেন্ট চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে তা তো বলতে পারব না, তবে খুব সমস্যা হচ্ছে।' ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ার প্রমীলা সাহা, আনন্দ দে-রাও এই সমস্যায় নাজেহাল। প্রায় ১২-১৫ দিন ধরে

> **এই সমস্যাগুলো আগে ছিল না। এখন হঠাৎ করে কারেন্ট যাওয়া বেড়েছে। আশা করি খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।**
>
> **প্রমীলা সাহা** *স্থানীয় বাসিন্দা*

এই সমস্যা চলছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। প্রতিদিন যে কারেন্ট যাচ্ছে তা নয় তবে যেদিন লোডশেডিং হচ্ছে সেদিন দিনে দু-তিনবারও হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। প্রমীলা বলছিলেন, 'এই সমস্যাগুলো আগে ছিল না। এখন হঠাৎ করে কারেন্ট যাওয়া বেড়েছে। আশা করি খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।' এই এলাকাগুলোর পাশাপাশি ৪৩, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ শহর লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যের কারেন্ট যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

অন্ধকারে ডুবে 'আলোর দিশারি'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অবৈতনিক সহ শিক্ষাকেন্দ্র 'আলোর দিশারি'র ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম পরিচালিত এই শিক্ষাকেন্দ্রের দুই কনভেনার ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ। গত তিন বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করা এই কেন্দ্রের প্রায় শ-দুয়েক দুঃস্থ পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

পুরনিগমের তত্ত্বাবধানে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে চলে এই অবৈতনিক সহ শিক্ষাকেন্দ্রটি। শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সহ শিক্ষাকেন্দ্রের মূল ফটক তালাবন্ধ। পুরো চত্বর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। স্কুলের নিরাপত্তারক্ষী জানালেন, বর্তমানে আলোর দিশারি-র ক্লাস বন্ধ রয়েছে। কবে তা পুনরায় চালু হবে, সে বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই।

বিভিন্ন সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে ২০২৩ সালে এই কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল। শিক্ষকরা স্কুল ছুটির পর এখানে পড়ুয়াদের বিশেষ পাঠদান করতেন। চলতি বছর এই কেন্দ্র থেকে পড়াশোনা করে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র প্রান্তিক বিশ্বাস উচ্চমাধ্যমিকে ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে।

প্রথমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য এই ব্যবস্থা চালু হলেও পড়ুয়াদের ব্যাপক চাহিদার কারণে পরবর্তীতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ৩০ জন শিক্ষক এখানে প্রায় ২০০ পড়ুয়াকে নিখরচায় শিক্ষা দিতেন। পুরনিগমের তরফে পড়ুয়াদের পোশাক, জুতো, ব্লেজার ও ব্যাগ দেওয়া হত। এর ফলে বহু দরিদ্র অভিভাবক প্রাইভেট টিউশনের মোটা খরচের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই উদ্যোগ বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকাকে দায়ী করছে অনেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বললেন, 'বর্তমান সরকারের নিয়মানুযায়ী সরকারি স্কুল শিক্ষকদের টিউশন বা গৃহশিক্ষকতা করা নিষিদ্ধ। এই কেন্দ্রে তাঁরা পড়াতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা না থাকায় শিক্ষকরা ক্লাস নেওয়া থেকে বিরত থাকছেন।'

আলোর দিশারি-র প্রাক্তন কনভেনার সুব্রত দত্তর কথায়, 'শিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞার কারণে শিক্ষকরা ধোঁয়াশায় রয়েছেন। ইতিমধ্যেই আমরা পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা ম্যাডামের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলেছি। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, বিষয়টি নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত আমাদের জানাবেন।'

শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল। এখানেই চলত আলোর দিশারির ক্লাস।

পৃথিবীর পাঠশালা

সবচেয়ে বয়স্ক নারী

ফরাসি নারী জঁ ক্যালমঁ পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ হিসেবে গিনেস বুকে নাম তুলেছেন। তিনি একশো বাইশ বছর একশো চৌষট্টি দিন বেঁচেছিলেন। তাঁর জীবনে তিনি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা দেখেছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গখকে নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং তাঁকে নোংরা ও বদমেজাজি বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি একশো সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ধূমপান করতেন এবং সম্পূর্ণ নিজের পায়ে হেঁটে বেড়াতেন।

অস্ত্রহীন এক বীর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার সেনা ডেসমন্ড ডস তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোনও অস্ত্র হাতে নিতে বা মানুষ মারতে রাজি ছিলেন না। তবুও তিনি একজন মেডিক বা চিকিৎসাকর্মী হিসেবে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। জাপানের খাড়া পাহাড়ের ওপরে হওয়া ভয়ংকর এক লড়াইয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ছিয়াত্তর জন আহত সেনাকে নিজের কাঁধে বয়ে নীচে নামিয়ে আনেন। একটিও গুলি না ছুড়ে তিনি আমেরিকার সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান পেয়েছিলেন।

চিনের নারী জলদস্যু

উনিশ শতকের শুরুতে চিনের সমুদ্রে এমন এক জলদস্যু রাজত্ব করতেন, যাকে পুরুষরা যমের মতো ভয় পেত। তাঁর নাম ছিল চিং শিহ্। তিনি একজন সাধারণ নারী থেকে জলদস্যুদের বিশাল এক বহরের নেত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর অধীনে প্রায় চল্লিশ হাজার জলদস্যু এবং কয়েকশো বিশাল জাহাজ ছিল। চিনের রাজকীয় নৌবাহিনীও তাঁকে হারাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সরকার তাঁকে ক্ষমা করে দেয় এবং তিনি সম্মানজনকভাবে অবসর নিয়ে একটি জুয়ার আসর খুলে বাকি জীবন কাটান।

জাপানের হরিণ দ্বীপ

জাপানের মিয়াজিমা দ্বীপটি পর্যটকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয়, কারণ এখানকার রাস্তায় হাজার হাজার বন্য হরিণ মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। শিন্তো ধর্মে হরিণকে দেবতাদের বার্তাবাহক বলে মনে করা হয়। তাই গত কয়েকশো বছর ধরে এখানকার হরিণগুলোকে কেউ মারে না। এরা এতই শান্ত যে মানুষের হাত থেকে খাবার খায় এবং অনেক সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় নিয়ম মেনে জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে।

নেওড়াভ্যালিতে ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি

সেনাছাউনি নিয়ে বিপদবার্তা

পূর্ণেন্দু সরকার

নেওড়াভ্যালি থেকে জোরপোখরি যাওয়ার পাহাড়ি পথ।

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : শুধু বন্যপ্রাণী কিংবা অরণ্য ধ্বংসের আশঙ্কাই নয়, বয়সে নবীন অব-হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত নেওড়াভ্যালিতে যে কোনও ধরনের ভারী নির্মাণকাজ হলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ভূতত্ত্ববিদরা। হিমালয়ের অত্যন্ত সংবেদনশীল সিসমিক জোন-৬'এ নেওড়াভ্যালি অবস্থিত হওয়ায় এটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবেই চিহ্নিত। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, হিমালয়ের এই এলাকায় সেনাছাউনি বা অন্য কোনও পাকা নির্মাণকাজ করা হলে তার পরিণতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। নেওড়াভ্যালির জোরপোখরির পাহাড়ি অঞ্চলে নির্মাণকাজ চালানো হলে পাহাড়ের প্রাকৃতিক ঝরনার জল বেরোনোর স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ হতে পারে। এর জেরে ঝোরার ধারাও দিক পরিবর্তন হলে বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুটান, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের এই কৌশলগত পয়েন্টের কাছে প্রায় ১০ হাজার ৩৫৯ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত জোরপোখরি সংলগ্ন এলাকায় সেনাছাউনি গড়ার জন্য বন দপ্তরের কাছে ৩ হেক্টর জমি চেয়েছে সেনাবাহিনী। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য নিয়ে বন দপ্তরের নিজস্ব সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, এই সংবেদনশীল এলাকায় বড় কোনও পরিকাঠামো নির্মাণ তো দূরের কথা, মানুষের নিয়মিত আনাগোনা শুরু হলেই তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে প্রকৃতির ওপর। জোরপোখরির আশপাশে আলুবাড়ি, থুসুম, হাতিডান্ডা ও জড়িবুটিডান্ডা এলাকাগুলি একেবারেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোর এলাকা। এখানে প্রাচীন বিশাল আকৃতির কালো বোল্ডার শিলা, প্রাকৃতিক গুহা এবং বিরল রক ফরমেশন রয়েছে। প্রাচীন ও সংরক্ষিত এই বনাঞ্চলে বহু জায়গায় সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছায় না। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হিমালয়ান কালো ভালুক, বিভিন্ন প্রজাতির লেপার্ড ক্যাট ও রেড পান্ডা ছাড়াও এই জাতীয় উদ্যানে ৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩০৮ প্রজাতির পাখি এবং ২৭৬ প্রজাতির কীটপতঙ্গ রয়েছে। এর মধ্যে বহু প্রজাতিই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)-এর লাল তালিকাভুক্ত। বন দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, এখানকার জীববৈচিত্র্যের

- মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট ও মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট-এর মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় নেওড়াভ্যালি সর্বোচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের (সিসমিক জোন) অন্তর্গত
- ঝোরার স্বাভাবিক পথ বাধা পেলে গোটা এলাকা ধসপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে।
- নির্মাণকাজ বাড়লে বহু বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী চরম সংকটে পড়বে

২০ শতাংশ প্রজাতিই এখন চরম বিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত।

জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান তথা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ বিপুলচন্দ্র সরকার হিমালয়ের এই অংশের ভূপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, নেওড়াভ্যালির ওপর অংশে সেনাছাউনি নির্মাণের প্রস্তাবটি জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে এটি প্রবল ঝুঁকিপূর্ণ। হিমালয়ের এই অংশ গঠনের দিক থেকে তুলনায় নবীন। তার ওপর চ্যুতিরেখার হিসেবে এই অঞ্চলের সামান্য দক্ষিণে মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট এবং উত্তরে মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট অবস্থান করায় অঞ্চলটি সর্বোচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ হিসাবেই চিহ্নিত। ফলে এখানে বড় পাকা নির্মাণ বা যাতায়াতের জন্য চড়াই-উতরাই কেটে রাস্তা তৈরি করতে গেলে গোটা অঞ্চলটি মারাত্মক ধসপ্রবণ হয়ে উঠবে। ফিলাইট, কোয়ার্টজাইট ও নিস শিলা দ্বারা গঠিত এই ভঙ্গুর পাহাড়ের জল নির্গমন প্রণালী বাধা পেলে তা নতুন বিপদ ডেকে আনবে।

সরকারি সমীক্ষায় কাজ করা এক পরিবেশকর্মী বলেছেন, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে নতুন করে বাঘ আনার পরিকল্পনা করছে বন দপ্তর। অথচ নেওড়াভ্যালিতে বাঘ শুমারিতে আমরা বাঘের মলের সাতটি নমুনা, তিনটি পায়ের ছাপ তুলে বন দপ্তরকে দিয়েছিলাম। তাই এই অঞ্চলে সেনাছাউনি হলে শুধু জীববৈচিত্র্যে প্রভাব নয়, অব-হিমালয়ের এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকবে।

আশাকর্মীদের স্মারকলিপি

ফাঁসিদেওয়া, ১০ জুলাই : হাতেকলমে বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়া ডিজিটাল পোর্টালে ই-কেওয়াইসি করা অসম্ভব, এই দাবিতে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার বিএমওএইচ শাহিনুর ইসলাম এবং বিডিও বনানী মজুমদারের কাছে স্মারকলিপি দিলেন তাঁরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কাজ করার পর, এবার পোর্টালে প্রতিটি ফর্মের জন্য বায়োমেট্রিক ও চোখের রেটিনা স্ক্যান করে ই-কেওয়াইসি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। তবে দক্ষ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর না হওয়ায় এই নির্দেশিকা বাতিলের দাবি তুলেছেন আশাকর্মীরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সভানেত্রী নমিতা চক্রবর্তী, সংগঠনের ব্লক সভানেত্রী রত্নামিত্র অধিকারী এবং সহ সভানেত্রী উমা দাস এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে এবং স্মারকলিপিটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে আশাকর্মীরা জানিয়েছেন। তবে দাবি মানা না হলে আন্দোলন জারি রাখার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আশাকর্মীরা।

ঋতব্রতের দলে সভাপতি বিপ্লব

কলকাতা, ১০ জুলাই : ঋতব্রতপন্থীদের রাজ্য কমিটিতে উত্তরবঙ্গ ঠাঁই পেল ভালোই। রাজ্য সভাপতি মনোনীত হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বিপ্লব মিত্র। মহিলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মালদার সাবিনা ইয়াসমিনকে। বিপ্লব ও সাবিনা- দুজনই তৃণমূল জমানার মন্ত্রী। এই দুজন ছাড়াও উত্তরবঙ্গের আরেকজন- শিলিগুড়ির নির্জল দে হয়েছেন শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি। শুক্রবার কলকাতায় ঋতব্রত গোষ্ঠীর বৈঠকে এই সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। একইদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেক কট্টর অনুগামী বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। তিনি 'আসল তৃণমূল' দাবিদারদের বীরভূম জেলা সভাপতি হতে চলেছেন। শুক্রবারের বৈঠকে সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েছেন আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী জাভেদ খান। প্রাক্তন মন্ত্রী শিউলি সাহা পেয়েছেন মহিলা সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতির পদ। ছাত্র সংগঠনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোহিনুর মজুমদারকে। প্রাক্তন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে জাতীয় কর্মসমিতির সভাপতি করা হয়েছে।

সার্কিট বেঞ্চে হঠাৎ আইনমন্ত্রী

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : নতুন প্রজন্মের আইনজীবীদের আদালতের কাজে উৎসাহিত করতে সিনিয়ার আইনজীবীদের আবেদন জানালেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী। শুক্রবার বিকেলে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আসেন মন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। আদালত চত্বরটি ঘুরে দেখার পাশাপাশি আদালতে উপস্থিত আইনজীবীদের একাংশের সঙ্গে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎ সারেন। আইনজীবীদের তরফ থেকেও এদিন মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এছাড়া মন্ত্রীর কাছে আইনজীবীদের তরফ থেকে জেলা আদালত এবং মহকুমা আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এদিন মন্ত্রীও আইনজীবীদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি তাঁদের প্রস্তাব সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এছাড়া এদিন মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'নতুন প্রজন্মের আইনজীবী যাঁরা এখন এই পেশায় আসছেন, তাঁদের বেশি করে উৎসাহিত করতে হবে। আর নতুনদের উৎসাহিত করার দায়িত্ব নিতে হবে সিনিয়ার আইনজীবীদের।' একসময় জলপাইগুড়ি আইন কলেজেই পড়াশোনা করেছিলেন মন্ত্রী। পাশাপাশি সেসময় এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের সহপাঠী এবং বেশ কিছু জুনিয়ারদের এদিন সার্কিট বেঞ্চে দেখতে পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন মন্ত্রী। আবার অনেকেই কলেজ জীবনের দাদাকে সামনে পেয়ে সেলফিও তোলেন। এদিন সার্কিট বেঞ্চ থেকে বের হওয়ার সময় বিরাজ বলেন, 'এখানে কলেজে পড়ার সময় বেশ কয়েকটা বছর কাটিয়েছি। ফলে জলপাইগুড়ি আমার কাছে একটা আবেগের জায়গা। এখানে এসে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল। কিছু প্রস্তাব আইনজীবীদের তরফ থেকে এসেছে। যেগুলি আমি সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করব।' এদিন মন্ত্রীকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সার্কিট বেঞ্চের সহকারী অতিরিক্তি অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্র, অতিরিক্ত গভর্নমেন্ট প্লিডার আইনজীবী কুণালজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পাট ছাড়াতে ব্যস্ত মহিলা গাজোলের রসিকপুরে। শুক্রবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

আবর্জনার স্তূপে দুর্গন্ধ মাটিগাড়ায়

বাগডোগরা, ১০ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন মেডিকেল মোড় এবং মেডিকেল কলেজের পুরোনো গেটের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর পাশে গড়ে উঠেছে অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। বাজার, হাসপাতাল ও গৃহস্থালির উপচে পড়া বর্জ্যে গোটা এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে এই আবর্জনা কাপড়ে আড়াল করা হলেও, তীব্র দুর্গন্ধ আটকানো যায়নি। শুধু মাটিগাড়াই নয়, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকাতেও একই অবস্থা, আবর্জনায় ভরাট হচ্ছে মাগুরমারি নদী।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ঋষি আগরওয়াল, গ্যারাজকর্মী গোপাল সাহা এবং গৃহবধূ নীলিমা রায়দের বক্তব্য, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে মানুষ যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলছেন। যে কারণে তীব্র দুর্গন্ধে এলাকায় ব্যবসা করা বা বসবাস করা দায় হয়ে পড়েছে। এমন পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন তাঁদের মতো অনেকেই। রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের হুঁশিয়ারির পরেও পরিস্থিতির কোনও বদল না ঘটায় হতবাক অনেকেই। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'জায়গার অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে না ওঠায় ৫টি গাড়ি দু'বছর ধরে অচল পড়ে রয়েছে। কাওয়াখালিতে এক একর সরকারি জমি চিহ্নিত করা হলেও, এখনও কাজ শুরু হয়নি। কলমজোতের প্রকল্পটিও গ্রিন ট্রাইবিউনালের আপত্তিতে বন্ধ হয়ে যায়।'

বিদেশে সাফল্য ডিপিএস-এর

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : জাপানে আয়োজিত 'জিআইআইএস টোকিও মডেল ইউনাইটেড নেশনস ২০২৬'-এ অভাবনীয় সাফল্য পেল দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ি এবং ফুলবাড়ি। ভারত, জাপান, আমেরিকা সহ ৯টি দেশের ২৪টিরও বেশি স্কুল এই সম্মানজনক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। বিশ্বজুড়ে বদলে যাওয়া ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কূটনীতি ও বিশ্বশান্তি নিয়ে যুক্তিনির্ভর আলোচনার এই মঞ্চে দুই স্কুলের ২২ জন পড়ুয়ার যৌথ প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। তারা মূলত ইউএনসিএসটিডি, ইউএনএইচসিআর এবং ইউএনএসসি (নিরাপত্তা পরিষদ)— এই তিনটি কমিটিতে নিজেদের জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে।

অসাধারণ নেতৃত্ব ও কূটনৈতিক দক্ষতার জন্য ইউএনসিএসটিডি কমিটিতে 'বেস্ট ডেলিগেট'-এর সম্মান জিতে নেন জীবন ছেত্রী। পাশাপাশি, নিখুঁত গবেষণামূলক আলোচনার জন্য অর্নেশ রাই এবং মুমসেং মিংকি 'সার্টিফিকেট অফ এক্সেলেন্স' লাভ করেন। নিরাপত্তা পরিষদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা নিয়ে সংবেদনশীল আলোচনায় বিশেষ নজর কাড়েন পড়ুয়া আশিস আগরওয়ালও। স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, আন্তর্জাতিক স্তরের এই বর্ণাঢ্য মঞ্চ পড়ুয়াদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, নেতৃত্বদান এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করল।

বহালতবিয়তে ঘুরছেন প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

আউট নোটিশ জারি কেন হচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আইন মেনে ফেরার আসামী প্রশান্তর বিপুল সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও পুলিশ কেন করছে না সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না। এসব না করলে প্রশান্তকে ধরার চেষ্টায় পুলিশের খামতি থেকেই যাচ্ছে।'

ফরেন্সিক বা এসটিএফের তৎপরতা কেবলই মুখরক্ষার জন্য। এমনটাই অভিযোগ করছেন খুন হওয়া স্বপন কামিল্যার শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা। তিনি বলেন, 'আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি প্রশান্ত বর্মন এখনও প্রভাবশালীদের অদৃশ্য ছত্রছায়ায় সম্পূর্ণ নিরাপদেই রয়েছেন। মাঝেমধ্যে পুলিশ যা করছে সবটাই লোকদেখানো। এসব করে প্রশান্তকে আরও সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এখন পুলিশের ওপর ভরসা করা খুব মুশকিল। তাই প্রচণ্ড চিন্তা ও ভয়ে আছি।' যেভাবে ডোন্ট কেয়ার মনোভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রশান্ত তা দেবাশিসের আশঙ্কাকেই সত্যি করে তুলছে।

উচ্ছেদ নোটিশে আতঙ্ক শহরে

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা সংগীতা রায় বলেন, 'রেললাইনের ধারবরাবর বাড়ি রয়েছে। খানিকটা দূরেই রেলের জমিতেই দোকান। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ওই দোকানই উপার্জনের একমাত্র ভরসা। এখন যদি রেলের তরফে উচ্ছেদ করা হয় তাহলে আমরা কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জয় পালের কথায়, 'রেলের তরফে নোটিশ পেতেই মাথায় হাত পড়েছে। কী করব, কোথায় যাব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ৩০ বছর ধরে এখানেই দোকান করে সংসার চালাচ্ছি। দোকান ভেঙে দিলে না খেয়ে মরতে হবে। রেলের তরফে নোটিশ দিয়ে কাটিহারে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষ, এতদূর কীভাবে যাব বুঝে উঠতে পারছি না।' ওই ব্যক্তির কথায়, 'ভাবছি আমরা সকলে একজোট হয়ে মন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে দেখা করব। পুনর্বাসনের জন্য তাঁকে দাবি জানাব।'

সরকারি বাসের চাকায় পিষে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, বাসটি কোনও পথচারীকে ধাক্কা দিয়েছে। যদিও বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের এক আধিকারিক জানান, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ঘটনার সময় বাসের কাছাকাছি কোনও পথচারী ছিলেন না। সম্ভবত হুড়োহুড়ি করে বাস থেকে নামার সময় ওই ব্যক্তি বাসের পেছনের চাকার নীচে পড়ে যান। চাকা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান, মৃতের বাড়ি স্থানীয় এলাকায় নয়, তিনি হয়তো রায়গঞ্জ থেকে বাগডোগরার মধ্যে কোনও জায়গা থেকে বাসটিতে উঠেছিলেন। তদন্তকারীরা সবই খতিয়ে দেখছেন।

ফের ধস জাতীয় সড়কে

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : ফের ধস নামল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বৃহস্পতিবার রাতে বারদাং-মেল্লির মাঝে বড় ধরনের ধস নামে। একটি ট্রাকের ওপর এতটাই ধসের মাটি পড়ে যে, চালক গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ট্রাকটি আটকে থাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কটিতে। যথারীতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকে একের পর এক গাড়ি। কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) রাতেই ধসের মাটি সরানোর কাজ শুরু করে। তবে যানজটের প্রভাব ছিল শুক্রবারও।

বন্দে মাতরম যাত্রা

চোপড়া, ১০ জুলাই : চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার এবিভিপি-র উদ্যোগে বন্দে মাতরম যাত্রা হয়েছে। কলেজ চত্বর থেকে শুরু করে মিছিলটি বিডিও অফিস চত্বর পর্যন্ত যায়। বৃহস্পতিবার এবিভিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি চলাকালীন কলেজ চত্বরে সংগঠনের কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। কর্মসূচিতে এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক দীপ দত্ত সহ জেলা স্তরের একাধিক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল।

শমীকের ডিগবাজিতে স্পষ্ট পদ্মের

প্রথম পাতার পর

বালি পাচার করো। শুধু আপনারা ডায়েরিতে হিসাব করুন, বেটা কামাচ্ছে। যত কামাবে, তার ১০ গুণ পেটে পাড়া দিয়ে বের করে জনগণের মধ্যে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দেব।'

তিনি বলেছিলেন, 'সেজন্য এঁদের আর রাখা যাবে না। প্রকাশ চিকবড়াইক হোক আর যেই হোন...।' এখন সুকান্ত কী বলবেন? প্রকাশকে রাখা যাবে না বলেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে শুধু রাখাই হল না, সসম্মানে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে দিল বিজেপি। শমীকই বা সুকান্তের এই কথার কী ব্যাখ্যা দেবেন এখন? বিজেপিতে আওয়াজ উঠেছিল, তৃণমূলে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই! তৃণমূলে সবাই চোর! সেই চোরবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ কিছু কিছু সাধু পেয়ে গেলেন শমীক।

দ্বিতীয় কথা, প্রকাশ যদি সাধু হয়ে থাকেন, আলিপুরদুয়ারে তাঁর তৃণমূলি সঙ্গীসাথিরাও নিশ্চয় সাধু, 'ভালো তৃণমূল।' বিজেপিতে যোগ দিতে চাইলে তাঁদের আটকাবেন তবে কোন যুক্তিতে? সুখেন্দুশেখর কোনওকালেই সাংগঠনিক নেতা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে পাঁচজন লোক আছে কি না সন্দেহ। একসময় যাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসাবে। কংগ্রেসে তাঁর ভবিষ্যৎ নেই বুঝে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস ভাঙার খেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে গ্রহণ করে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন। কংগ্রেসে থাকলে এই প্রাপ্তি তাঁর ইহজীবনে ঘটত না।

সুস্মিতার সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্ক কখনও ছিল না। তিনি অসমের নেত্রী। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বরাক উপত্যকার বাইরে তাঁর কর্মকাণ্ড নেই। সুখেন্দুর মতো কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল হয়ে বিজেপির ঘাটে নৌকা ভেড়ালেন। ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া যে তাঁদের অন্য কিছু নেই, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটা জেনেও শমীক কি বলবেন, এঁরা নিঃস্বার্থভাবে বিজেপিতে এলেন?

আদিবাসী নেতা প্রকাশকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। যদিও তাঁকে নেতা বলা যাবে কি না, তা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্দেহ আছে। আইপ্যাকের সৌজন্যে কুমারগ্রামের চা বাগান থেকে তুলে এনে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতির পদ দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাহলে তাঁকে কেউ নেতা বলতেন না হয়তো। মমতা তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন আদিবাসী আবেগকে কাজে লাগাতে। সেই আবেগ যে কাজে লাগেনি, গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলে তার প্রমাণ।

এসব শমীক জানেন না, তা নয়। কিন্তু তিন প্রাক্তন সাংসদের যোগদানের সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে একা দেখে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শমীককে বাধ্য করা হল এই যোগদান করাতে? কে বাধ্য করলেন? কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ গত দু'দিন ধরে যা বলছেন, তার অর্থ দাঁড়ায় সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। কোচবিহার উত্তরের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র যে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে, তাতেও সেই ইঙ্গিত পরিষ্কার।

বিজেপি-ঘনিষ্ঠ আরও অনেকের ইউটিউব চ্যানেলে সেকথার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শমীককে বাধ্য করলেন তাঁর আগের নীতিকথা গিলতে। বিজেপির নীচুতলা কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মানতে চাইছে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় বইছে। নীচুতলার কর্মীরা ফুঁসছেন। প্রতারণার অভিযোগ তুলছেন নেতাদের বিরুদ্ধে।

বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস 'কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ আমরা মানতে বাধ্য' বললেও প্রকাশকে স্বাগতকে জানাবেন কি না প্রশ্নে আমতা আমতা করছেন, 'সেটা দলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে' বলে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাস 'এনিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া নেই' বলে অস্বস্তি আড়াল করছেন। শুধু বিজেপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা নন, সাধারণ মানুষের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

কোচবিহারের এক মহিলা প্রশ্ন তুলেছেন, 'কী হইলো সরকার পালটাইয়া?' কোচবিহারের বাসিন্দা কট্টর বিজেপি সমর্থক শুভাশিস দাস সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন, 'তৃণমূলিকরণ শুধু সময়ের অপেক্ষা।' অথচ শমীক ভট্টাচার্যই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, তিনি রাজ্য সভাপতি থাকতে বাংলায় বিজেপির তৃণমূলিকরণ হতে দেবেন না।' কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে শমীকের এই ডিগবাজিতে বিজেপির দরজা যে খুলে গেল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আরও অনেক 'ভালো তৃণমূলি'র আত্মপ্রকাশ ঘটবে অচিরে। আদি বিজেপিরা হয়তো হিমঘরে চলে যাবেন। যেমন ২০১১-র পর সিপিএম, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লকের অনেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে জাঁকিয়ে বসে আদি তৃণমূলিদের কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন। বিজেপির তৃণমূলিকরণের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

শিশুর গলায় ছুরি, তাণ্ডব

সিতাই, ১০ জুলাই : ছয় মাসের শিশুর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে প্রাণনাশের হুমকি। ১২ বছরের এক নাবালিকাকেও হেনস্তা। তার সঙ্গে লুঠতরাজ এবং বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। কোচবিহারের সিতাই ব্লকের ভাড়ালিতে বৃহস্পতিবার রাতে তিন তৃণমূল নেতা-কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক তর্জা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা এতটাই ভয়ে রয়েছেন যে পুলিশেরও দ্বারস্থ হতে 'চাইছেন' না তাঁরা।

কী ঘটেছিল বৃহস্পতিবার রাতে? সিতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ফিরোজ মিয়াঁর পরিবারের দাবি, সেই রাত প্রায় ১২টা নাগাদ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ১০০-১৫০ জন দুষ্কৃতী ভাড়ালি এলাকায় ঢুকে পড়ে। এরপর চলে ফিরোজ সহ আরও দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট এবং হামলা। যদিও ঘটনার সময় ফিরোজ বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বিউটি খাতুনের অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁর স্বামীর খোঁজ জানতে চায়। এরপরই তাঁদের ছয়মাসের সন্তানের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে তাঁদের ১২ বছরের মেয়েকেও। তাঁকে টানাহ্যাঁচড়া করা হয়। বিউটির পরনের পোশাকও ছিঁড়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর নগদ অর্থ, মূল্যবান সামগ্রী এবং গৃহস্থালির সামগ্রী লুট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

একই রাতে আক্রান্ত হন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী গৌরাঙ্গ বর্মন। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী বাড়ি ঘিরে ফেলে গৌরাঙ্গকে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর চোট পান তিনি। আহত অবস্থায় পরে তাঁকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, আরেক তৃণমূল কর্মী তাজুল প্রামাণিকের ভাইয়ের বাড়িতেও ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে তাজুল বাড়িতে থাকলেও তাঁকে মারধর করা হয়নি। তাজুলের স্ত্রী আশেদা প্রামাণিক বললেন, 'আমার দেওরের বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে গিয়েছে ওরা।'

এক রাতে পরপর তিনটি বাড়িতে লুটপাটের ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ওডেগার্ড-হাল্যান্ড বনাম বেলিংহাম-কেন

কঠিন লড়াই মায়ামিতে

নরওয়ের বাধা টপকে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন।

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

মায়ামি, ১০ জুলাই : মায়ামির রাস্তায় দাঁড়ালেই আটলান্টিকের আর্দ্রতা আর সাহারা মরুভূমি থেকে উড়ে আসা ধূলিকণার একটা পুরু আস্তরণ যেন গলা টিপে ধরছে। থার্মোমিটারের পারদ ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখালেও, ফ্লোরিডার এই দমবন্ধ করা গরমে মাঠে তা ৪৩-৪৪ ডিগ্রির মতো অনুভূত হবে। প্রকৃতির এই রুক্ষতার মধ্যেই শনিবার হার্ড রক স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড এবং নরওয়ের কোয়ার্টার ফাইনাল। হাজার হাজার ইংরেজ সমর্থকের ভিড়ে মিশে গিয়েছেন নরওয়ের ভক্তরা, যাঁরা দেশের ফুটবলে নতুন ইতিহাস দেখার অপেক্ষায়। তবে এই তাপদাহের মধ্যেই ফিফার বজ্রবিদ্যুৎ সংক্রান্ত কড়া নিয়মের খাঁড়া ঝুলছে। আট মাইলের মধ্যে বাজ পড়লেই খেলা বন্ধ। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে সেই পরিস্থিতির শিকার হওয়া ইংল্যান্ড শিবির তাই আকাশ নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক।

মাঠের বাইরের দৃশ্যপট আরও নাটকীয়। ইউরোপে নরওয়ের জাতীয় দলের লাল জার্সি এখন কার্যত অমিল। বিখ্যাত স্পোর্টস শপগুলির বাইরে গত কয়েকদিন ধরে ভক্তরা তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন স্রেফ একটা জার্সির আশায়। গত বছর যেখানে ৫০ হাজার জার্সি বিক্রি হয়েছিল, এবার আড়াই লক্ষ জার্সির বরাত দিয়েও হিমসিম খাচ্ছে প্রস্তুতকারক সংস্থা। একশো ডলারের জার্সি কালোবাজারে বিকোচ্ছে চারশো ডলারে। গোটা নরওয়ে এখন আক্ষরিক অর্থেই হাল্যান্ড আবেগে ভাসছে।

ম্যাচের বল গড়ানোর আগেই অবশ্য শুরু হয়ে গেছে স্নায়ুর চাপ বাড়ানোর খেলা। নরওয়ের স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড সুকৌশলে পুরো চাপটা ঠেলে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোর্টে। তাঁর সাফ কথা, ইংল্যান্ড এই টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট, তাই সংবাদমাধ্যমের উচিত ওদের ওপরই সবটা চাপ দেওয়া। তবে ইংরেজ ডিফেন্ডার নিকো ও'রেইলি একে নিছক মনস্তাত্ত্বিক খেলা বলে উড়িয়ে দিয়ে দশজনে মেক্সিকোকে হারানোর উদাহরণ টেনেছেন। বুকায়ো সাকাও স্পষ্ট জানিয়েছেন, মেক্সিকো ম্যাচের সমস্ত আবেগ পিছনে ফেলে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য এখন নরওয়ে। অন্যদিকে, ফোর্ট লডারডেলে নিজেদের রণকৌশল আড়াল করতে চূড়ান্ত গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছে নরওয়ে শিবির। মাত্র ১৫ মিনিট সংবাদমাধ্যমকে দেখার সুযোগ দিয়ে পুরো মাঠ কালো পর্দা ও মোটা জালে ঢেকে ফেলা হয়। দলে ফ্লু সংক্রমণের খবরও স্রেফ গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন নরওয়ে কোচ স্টালে সোলবাকেন।

শনিবারের এই ম্যাচ আক্ষরিক অর্থেই প্রিমিয়ার লিগের এক খণ্ডচিত্র। ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেলের দল চাইবে মাঝমাঠের দখল নিয়ে খেলা নিয়ন্ত্রণ করতে। জুডে বেলিংহামের মাধ্যমে হাফ স্পেসগুলো কাজে লাগিয়ে নরওয়ের নড়বড়ে রক্ষণে ফাটল ধরানোই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। উইংয়ে সাকার গতি এবং বক্সে হ্যারি কেনের মুভমেন্ট ইংরেজদের অন্যতম শক্তি। তবে রক্ষণের চিন্তা টুচেলকে ভোগাচ্ছে। জ্যারেল কোয়ানসার শাস্তি মকুব করতে 'ট্রাম্প নীতির' দ্বারস্থ হয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু আবেদন তো খারিজ হয়েইছে, উলটে কোয়ানসার নির্বাসন বেড়ে দুই ম্যাচ হয়েছে। এর ওপর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে নির্ভরযোগ্য সেন্টার ব্যাক মার্ক গুয়েহির খেলা নিয়েও প্রবল সংশয়।

অন্যদিকে নরওয়ে জানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বলের দখল রাখা কঠিন। তাই তাঁদের মূল লক্ষ্য হবে 'মিড-টু-লো ব্লক' তৈরি করে নিজেদের অর্ধে চাপ সহ্য করা এবং সুযোগ পেলেই বিদ্যুৎগতির প্রতি আক্রমণ। মাঝমাঠে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড এবং আন্দ্রেয়াস সজেলডার্পের সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ডের দুর্বল রক্ষণের পেছনে হাল্যান্ডকে বল জোগানোই হবে স্টালে সোলবাকেনের তুরুপের তাস। এই টুর্নামেন্টে নরওয়ে এখনও কোনও ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পারেনি। রক্ষণের এই দুর্বলতা ঢাকতে তাদের আক্রমণভাগকেই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।

৭ গোল নিয়ে টুর্নামেন্টের শীর্ষে থাকা হাল্যান্ড এবং ৬ গোল নিয়ে ঠিক পিছনে থাকা কেনের এই দ্বৈরথ আদতে গোল্ডেন বুটেরও এক অলিখিত ফাইনাল। সাহারার ধুলো আর মায়ামির চরম আর্দ্রতার মাঝে শনিবারের এই নিরেট ফুটবল লড়াইয়ের সাক্ষী হওয়ার অপেক্ষায় গোটা বিশ্ব।

ফ্রি কিক প্রস্তুতিতে নরওয়ের গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

টুচেলের কৌশল ও বেলিংহামের আগুনে ফর্মে হাল্যান্ড বধের ছক

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

মায়ামি, ১০ জুলাই : ফ্লোরিডার চড়া রোদ আর চরম আর্দ্রতার মাঝেও আটলান্টিকের পাড়ে ইংরেজ সমর্থকদের চোখেমুখে এখন এক নতুন আশার ঝিলিক। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে সেই রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর অ্যালান শিয়েরারের মতো কিংবদন্তিও অকপটে স্বীকার করছেন, এই দলটা বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা রাখে। আর এই আকাশছোঁয়া আশার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন একজনই- জুডে বেলিংহাম। অ্যাজটেকার স্টেডিয়ামের প্রতিকূল পরিবেশে দশজন ফুটবলার নিয়ে দল যখন খাদের কিনারে, তখন বেলিংহাম একাই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন নিখুঁত স্ট্রাইকারের মতো গোল করা থেকে শুরু করে, ডিফেন্ডারদের ফাঁকি দিয়ে বল নিয়ে দৌড়ানো বা মাঝমাঠের দখল নেওয়া- সবই তিনি করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। কোয়ার্টার ফাইনালে আজ তাঁর দিকেই তাকিয়ে গোটা ইংল্যান্ড।

কোচ টমাস টুচেলের দলের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তাদের এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। স্পেনের মতো একটানা বল দখল বা আর্জেন্টিনার মতো কোনও একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফুটবল নয়, ইংল্যান্ড পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের কৌশল পালটাতে ওস্তাদ। তবে শনিবার হার্ড রক স্টেডিয়ামের দমবন্ধ করা গরমে তাদের সামনে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড নামের এক 'রোবট' উপস্থিত যাকে অনেকেই ঠাট্টা করে অ্যানড্রয়েড বলে ডাকেন। শিয়েরার মনে করেন, এই ফর্মে থাকা হাল্যান্ডকে পুরোপুরি বোতলবন্দি করা প্রায় অসম্ভব। তাঁকে আটকানোর একমাত্র উপায় হল তাঁর কাছে বল পৌঁছানোর রাস্তাটা কেটে দেওয়া। মার্টিন ওডেগার্ড বা আলেকজান্ডার সোরলথদের মাঝমাঠেই আটকে দেওয়াটা হবে টুচেলের প্রধান লক্ষ্য। মায়ামির তীব্র তাপদাহে হাল্যান্ড-জ্বরে না ভুগে, জুডের সেই জাদুকরি পাস আর কেনের নিঁখুত ফিনিশিংয়ে ভর করেই আজ শেষ চারের স্বপ্ন বুনছে ইংল্যান্ড।

হ্যারি কেনকে বল জোগানোর দায়িত্ব থাকবে জুডে বেলিংহামের উপর।

বিরক্ত হাল্যান্ড, গুগলে 'ভাইকিং রো'

বৃহস্পতিবার মরক্কো ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপে পেনাল্টি নেওয়ার আগে ভিএআর তিন মিনিটেরও বেশি সময় খরচ করায় বেশ বিরক্ত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ওই ঘটনাকে 'অযৌক্তিক' উল্লেখ করে সমাজমাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'পেনাল্টি নেওয়ার আগে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করানো অনেকটাই বেশি।' এদিকে, এবার বিশ্বকাপে প্রতিটা ম্যাচে জয়ের পর নরওয়ের 'ভাইকিং রো' সেলিব্রেশন বিশ্বজুড়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে অনুরাগীদের উদ্দেশে হাল্যান্ড লিখেছেন, 'গুগলে আমার নাম সার্চ করে দেখুন!' আসলে এই মুহূর্তে তাঁর নাম সার্চ করলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠছে 'ভাইকিং রোয়িং'-এর অ্যানিমেটেড দৃশ্য। এর থেকেই স্পষ্ট হাল্যান্ডদের উদযাপন কতটা সাড়া ফেলে দিয়েছে।

ঘুম, চৌম্বক তরঙ্গ আর কাঁচা দুধের ডায়েট

ফুটবলারদের অভিনব ফিটনেস মন্ত্রে মগ্ন বিশ্ব

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জুলাই : নব্বই মিনিটের বাঁশি বাজার পর মাঠের দৌড়াদৌড়ি থামলেও, ফুটবলারদের আসল যুদ্ধটা শুরু হয় ড্রেসিংরুমে ফেরার পর। এবারের বিশ্বকাপের সূচি এতটাই ঠাসা যে, ক্লান্তি আর পেশির যন্ত্রণাকে হারিয়ে দ্রুত চনমনে হয়ে ওঠাই এখন প্রতিটি দলের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আধুনিক ফুটবলে এই ক্লান্তি কাটানোর পদ্ধতিগুলি এখন সায়েন্স ফিকশনকেও হার মানাতে পারে।

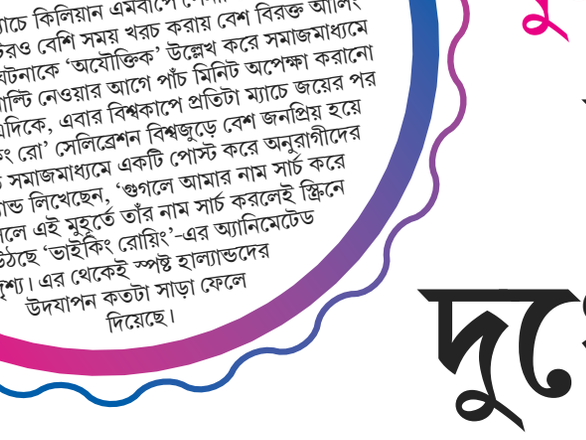

শুনলে অবাক হবেন, মেক্সিকো সিটির ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে মিয়ামির গরমে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ইংলিশ ফুটবলারদের অন্যতম প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে ভারতীয়দের অতি পরিচিত হলুদ আর আদা! পেশির প্রদাহ কমাতে জুডে বেলিংহামদের ডায়েটে এখন হলুদ আর ওমেগা-থ্রি ফিশ অয়েলের ছড়াছড়ি। তবে ইংল্যান্ডের পরবর্তী প্রতিপক্ষ নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের রিকভারি রুটিন শুনলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। অন্যরা যখন বরফ স্নানে মগ্ন, হাল্যান্ড তখন দিব্যি সময় কাটাচ্ছেন ৯০ ডিগ্রির সনায়! তিনি নিজের বাড়িতে ৫০ হাজার পাউন্ড খরচ করে একটি ক্রায়োথেরাপি চেম্বার আর রেড লাইট বেড বানিয়েছেন। ইনফ্রারেড রশ্মি ত্বকের গভীরে গিয়ে পেশিকে শিথিল করে। তবে তাঁর আসল সিক্রেট হল টানা আট-নয় ঘণ্টার গভীর ঘুম এবং শোয়ার সময় ব্লু রে ব্লকিং চশমার ব্যবহার। আর হাল্যান্ডের খাদ্যতালিকায় থাকা টোমাহক স্টেক, গোরুর হৃৎপিণ্ড আর পালং শাক মেশানো কাঁচা দুধের কথা না হয় বাদই দিলাম!

স্পেন আবার রিকভারির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির চরম সীমায় পৌঁছেছে। ইএমটিটি এবং নেসা-র মতো অত্যাধুনিক থেরাপি ব্যবহার করছে তারা। চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং বৈদ্যুতিক মাইক্রো কারেন্টের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে ব্যথার অনুভূতি কমানো এবং কোষের দ্রুত মেরামত করছে স্প্যানিশ শিবির। অন্যদিকে, সুইসরা ভরসা রাখছে চেরি আর বেরির রসের ওপর। এগুলিতে থাকা প্রচুর পরিমাণে মেলাটোনিন ফুটবলারদের গভীর ঘুমে সাহায্য করে। সঙ্গে থাকছে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার বিশেষ কমপ্রেশন পোশাক।

তবে এই রিকভারি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় লিওনেল স্কালোনি। টুর্নামেন্টের নবম বয়স্কতম দল হওয়ায় আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ এখন কোনও দেশ নয়, বরং এই টানা খেলার ক্লান্তি। বয়স্ক পেশিগুলিকে সচল রাখতে আর্জেন্টিনা দলে চালু হয়েছে এক অভিনব 'পয়েন্ট সিস্টেম'। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক ফুটবলারকে রিকভারি কার্ডে ১৫০ পয়েন্ট অর্জন করতে হয়। ১৪ মিনিট সাইকেল চালালে মেলে ৪০ পয়েন্ট, পাঁচ মিনিটের ফোম রোলিংয়ে ১০ পয়েন্ট, আর বরফ স্নান বা মাসাজে পাওয়া যায় ৩০ পয়েন্ট। মেডিকেল টিমের কড়া নজরদারিতে মেসিদের এই পয়েন্টের কোটা পূরণ করতেই হয়।

বিশ্বকাপের আসল ফয়সালা এখন আর শুধু বল পায়ে গোলের হিসেবে আটকে নেই। কে কত দ্রুত নিজের শরীরকে তরতাজা করে পরের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে পারল, তার ওপরেই নির্ভর করছে এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পরিণতি।

রিকভারির ফর্মুলা

- ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের অন্যতম প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে ভারতীয়দের অতি পরিচিত হলুদ আর আদা।
- আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের খাদ্যতালিকায় রয়েছে টোমাহক স্টেক, গোরুর হৃৎপিণ্ড আর পালং শাক মেশানো কাঁচা দুধ।
- আর্জেন্টিনা দলে চালু হয়েছে 'পয়েন্ট সিস্টেম'। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক ফুটবলারকে রিকভারি কার্ডে ১৫০ পয়েন্ট অর্জন করতে হয়। ১৪ মিনিট সাইকেল চালালে মেলে ৪০ পয়েন্ট, পাঁচ মিনিটের ফোম রোলিংয়ে ১০ পয়েন্ট, আর বরফ স্নান বা মাসাজে পাওয়া যায় ৩০ পয়েন্ট।
- স্পেন রিকভারির জন্য প্রযুক্তির চরম সীমায় পৌঁছেছে। ইএমটিটি এবং নেসা-র মতো অত্যাধুনিক থেরাপি ব্যবহার করছে তারা।
- সুইসরা ভরসা রাখছে চেরি আর বেরির রসের ওপর।

কৃত্রিম মাঠ থেকে বিশ্বকাপের শেষ আটে বাজিমাতের অপেক্ষায় নরওয়ে

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

মায়ামি, ১০ জুলাই : আঠাশ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছানো নরওয়ে যেন এক নিখাদ বিস্ময়। একটা সময় তাদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল 'প্রায় জিতে যাওয়া' দলের তকমা, যারা শেষমুহূর্তে এসে খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আজ সেই অপবাদ মুছে তারা এক নতুন, আত্মবিশ্বাসী দল। ব্রাজিলের মতো শক্তিশালী দলকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়ে ফ্লোরিডায় পা রাখা নরওয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি কোনও একক তারকা নয়, বরং দলের একতা। প্রাক্তন তারকা মর্টেন গ্যামস্ট পেডারসেনের মতে, দলে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের মতো বিশ্বমানের স্ট্রাইকার থাকলেও, সবাই মাটির কাছাকাছি থাকেন। এই একতার রেশ ছড়িয়ে পড়েছে সুদূর ওসলোর বুকেও। রাজপথে প্রায় এক লক্ষ মানুষ যখন 'ভাইকিং রো' উদযাপনে মেতে ওঠেন, আর দেশের যুবরাজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাতে গলা মেলান, তখন বোঝা যায় ফুটবল সেখানে এক অমোঘ আবেগের নাম।

এই অভাবনীয় উত্থান কোনও আকস্মিক প্রাপ্তি নয়। নরওয়ের তীব্র শীতকে জয় করতে গত এক দশকে তৈরি হয়েছে অসংখ্য কৃত্রিম মাঠ। বয়সভিত্তিক দলগুলি থেকে উঠে আসা এক সুশৃঙ্খল প্রজন্মের ফসল আজকের এই দল। আর এই আবহের মাঝেই শুরু হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক খেলা। ইংল্যান্ডের মাটিতে জন্ম নেওয়া হাল্যান্ড মায়ামিতে পা রেখেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যাশার যাবতীয় চাপ আজ ইংল্যান্ডের ওপর। টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিটদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভার নরওয়ে আজ ফুরফুরে মেজাজে মাঠে নামছে। ফুটবলারদের হারানোর কিছু নেই, বরং গোটা বিশ্বকে নিজেদের জাত চেনানোর এক মোক্ষম সুযোগ তাদের সামনে। টমাস টুচেলের রক্ষণভাগের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেই আজ ফ্লোরিডার মাটিতে আরও এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী থাকবে ফুটবল বিশ্ব।

অনুশীলনে চলেছেন নরওয়ে মাঝমাঠের প্রধান ভরসা অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড।

বিশ্বকাপে লাতিন দ্বৈরথ

ব্রাজিলে কাঠগড়ায় ফুটবল ব্যবস্থা, আর্জেন্টিনায় মেসিই প্রেরণা। বিশ্বকাপে এবার লাতিন আমেরিকার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাঠে দুই দলের পারফরমেন্সের সরাসরি প্রভাব পড়েছে নিজ নিজ দেশে। ব্রাজিলে যখন শুধুই হতাশা আর ক্ষোভ, আর্জেন্টিনায় তখন বাঁধভাঙা আশা।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশায় মাঠেই শুয়ে পড়েছিলেন ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

পেলের মেয়ের চোখে
ব্রাজিলের ফুটবল আজ ধ্বংসস্তূপ

ব্রাজিলের ফুটবল ব্যবস্থা এখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এটা একটা দুর্নীতিগ্রস্ত ও বদ্ধ ইকোসিস্টেম। সবাই জানে কেন এখানে কিছুই কাজ হচ্ছে না, কিন্তু কেউ এটা ঠিকও করতে পারছে না।

-কেলি নাসিমেন্তো, পেলের কন্যা

সাও পাওলো, ১০ জুলাই : নরওয়ের কাছে হেরে শেষ ষোলো থেকেই ব্রাজিলের লজ্জাজনক বিদায়ের পর দেশের ফুটবল কাঠামোকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন কিংবদন্তি পেলের কন্যা কেলি নাসিমেন্তো। ১৯৯০ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হল রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্বজয়ীরা। ২০০২ সালের পর থেকে তাদের ট্রফির ক্যাবিনেটে শুধুই শূন্যতা। এই পতনের পর কেলির গলায় তীব্র ক্ষোভ। তাঁর কথায়, 'ব্রাজিলের ফুটবল ব্যবস্থা এখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এটা একটা দুর্নীতিগ্রস্ত ও বদ্ধ ইকোসিস্টেম। সবাই জানে কেন এখানে কিছুই কাজ হচ্ছে না, কিন্তু কেউ এটা ঠিকও করতে পারছে না।' কেলির মতে, দেশে প্রতিভার কোনও অভাব নেই, কিন্তু কাঠামোগত পচনের কারণেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে দলের এই ধারাবাহিক ভরাডুবি। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন যে, এই হারের পর নেইমারও জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে ক্ষীণ আশা জাগিয়েছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তিনি স্বীকার করেছেন, দলের বিশ্বকাপ অভিযান একেবারেই নজরকাড়া হয়নি। তবে এই পরাজয়ের গ্লানি থেকেই শিক্ষা নিয়ে তরুণ প্রতিভাদের তুলে এনে নতুন চক্র শুরু করার ডাক দিয়েছেন এই ইতালীয় কোচ। আন্সেলোত্তি চাইছেন, এই ব্যর্থতার আগুনই আগামী বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিলের ঘুরে দাঁড়ানোর জ্বালানি হয়ে উঠুক।

গির্জার প্রার্থনাতেও উচ্চারিত মেসির ঐক্যের বার্তা

বুয়েনস আয়ার্স, ১০ জুলাই : ব্রাজিলে যখন হতাশা, ঠিক তখনই পড়শি দেশ আর্জেন্টিনায় বইছে অনুপ্রেরণার সুবাতাস। দেশের স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে বুয়েনস আয়ার্সের ক্যাথেড্রালের আর্চবিশপ জর্জে গার্সিয়া কুয়েরভার মুখে শোনা গেল অধিনায়ক লিওনেল মেসির কথা। প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বিশেষ প্রার্থনাসভায় ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর ঐক্যের বার্তা দিয়ে মেসির করা একটি পোস্ট পাঠ করেন আর্চবিশপ। শনিবার কোয়ার্টার্স ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ডের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার আগে দেশবাসীকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে তিনি মেসির সেই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন, 'আমরা আর্জেন্টাইনরা যখন একসঙ্গে লড়াই করি এবং ঐক্যবদ্ধ থাকি, তখন আমরা যে কোনও অসাধ্যসাধন করতে পারি।' এই বার্তা এমন এক সময়ে এল, যখন মাত্র দুইদিন আগেই মিশরকে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে অভাবনীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে আর্জেন্টিনা। ৩৯ বছর বয়সে নিজের টানা ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে নেমেও মেসির পায়ের ধার কমেনি। টুর্নামেন্টের পাঁচটি ম্যাচেই গোল করেছেন তিনি, ৮টি গোল করে সর্বাধিক গোলদাতার দৌড়েও এখন তিনি যুগ্মভাবে শীর্ষে। মেসির এই তুঙ্গস্পর্শী ফর্ম আর অদম্য জেদই এখন গোটা আর্জেন্টিনার জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকা দেশবাসীর কাছে মেসিই এখন অবিসংবাদিত নেতা।

আমরা আর্জেন্টাইনরা যখন একসঙ্গে লড়াই করি এবং ঐক্যবদ্ধ থাকি, তখন আমরা যে কোনও অসাধ্যসাধন করতে পারি।

জর্জে গার্সিয়া কুয়েরভা
(বুয়েনস আয়ার্সের ক্যাথেড্রালের আর্চবিশপ)

সুইৎজারল্যান্ডের রক্ষণ ভাঙতে তৈরি হচ্ছেন লিওনেল মেসি।

রোনাল্ডো-রিভাল্ডোর
স্মৃতি ফেরালেন এমবাপে-ডেম্বেলে

বোস্টন, ১০ জুলাই : ফুটবলের ক্যানভাসে যখন দুজন শিল্পী একসঙ্গে তুলি ধরেন, তখন কখনও কখনও অতীতের সোনালি স্মৃতিরা বর্তমানের সঙ্গে এসে মিশে যায়। বোস্টন স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিরুদ্ধে ঠিক এমনই এক অপরূপ যুগলবন্দির সাক্ষী থাকল গোটা বিশ্ব। কিলিয়ান এমবাপে এবং ওসমানে ডেম্বেলের পায়ের ছন্দে শুধু অ্যাটলাস সিংহদের প্রতিরোধই ভাঙল না, ফিরে এল ২৪ বছর আগের এক নস্টালজিয়া। ২০০২ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রোনাল্ডো ও রিভাল্ডোর সেই ভয়ংকর জুটির কথা মনে আছে? সেবার এই দুই ব্রাজিলীয় তারকা মিলে করেছিলেন ১৩টি গোল (রোনাল্ডো ৮, রিভাল্ডো ৫)। এবার বোস্টনের মাঠে ঠিক সেই পরিসংখ্যানকেই ছুঁয়ে ফেলল ফরাসি এই আক্রমণভাগ। ২-০ গোলের জয়ে এমবাপের নামের পাশে এখন আটটি গোল, আর ডেম্বেলের পাঁচটি। দুই দশকেরও বেশি সময় পর, এক আসরে একই দলের দুই ফুটবলারের অন্তত পাঁচটি করে গোল করার এমন বিরল নজির আর কেউ গড়তে পারেননি।

ম্যাচের প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টি ফসকেছিলেন ফরাসি অধিনায়ক। ভিএআর পর্যালোচনার দীর্ঘ অপেক্ষার স্নায়ুচাপে হয়তো শটে তেমন ধার ছিল না, যা অনায়াসে বাঁচিয়ে দেন ইয়াসিন বৌনৌ। কিন্তু মাত্র ছয় মিনিট পর তাঁরই নিখুঁত পাস থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে ফরাসিদের জয় নিশ্চিত করেন ডেম্বেলে।

তবে এই ম্যাচটি যেন এমবাপের ব্যক্তিগত রেকর্ড ভাঙার এক উৎসব। মাত্র ২৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপে ২০টি ম্যাচ খেলে পোল্যান্ডের কিংবদন্তি ম্লাদিস্লাভ জমুদার রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে পরপর দুটি বিশ্বকাপে অন্তত আটটি করে গোল করার অকল্পনীয় কীর্তি এখন কেবল তাঁরই। গত আসরে আট গোল ও দুটি অ্যাসিস্টের পর এবার আট গোল ও তিনটি অ্যাসিস্ট। ১৯৭০ সালে গার্ড মুলারের পর এক বিশ্বকাপে ১১টি গোলে সরাসরি অবদান রাখার নজির একমাত্র এই ফরাসি স্ট্রাইকারেরই। এছাড়া, ফ্রান্সের জার্সিতে ১০০টি গোলে অবদান রাখার মাইলফলকও অবলীলায় পার করে গেছেন তিনি।

কোচ দিদিয়ের দেশঁ তাঁর দলের এই মানসিক পরিপক্কতা নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। দলের অন্দরে কোনও অহংকারের লড়াই নেই, আছে কেবল একে অপরের সাফল্যে মেতে ওঠার অনাবিল আনন্দ। রেকর্ড বইয়ের পাতা উলটে এমবাপে-ডেম্বেলে জুটির সামনে এখন কেবল ১৯৫৮ সালে জাঁ ফঁতে এবং রেমন্ড কোপার গড়া ১৬ গোলের সেই ঐতিহাসিক ফরাসি নজির। সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান সরিয়ে রেখে এই জুটির লক্ষ্য এখন একটাই, আরও একবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পাওয়া।

ফরাসি যুগলবন্দি

এবারের বিশ্বকাপে কিলিয়ান এমবাপে ও ওসমানে ডেম্বেলে মিলে ১৩টি গোল করেছেন।

২০০২ সালের বিশ্বকাপে রং ছড়িয়েছিল রোনাল্ডো-রিভাল্ডো জুটি।

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই
মেসি-এমবাপের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কানসাস সিটি, ১০ জুলাই : কে কাকে তাড়া করছেন, সত্যিই বোঝা দায়! ২০১৮ সাল থেকে ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই কিলিয়ান এমবাপের গতির আস্ফালন। কিন্তু ৩৯ বছর বয়সেও তাঁকে সমানে টক্কর দিচ্ছেন লিওনেল মেসি। 'গোল্ডেন বুট'-এর এই অবিরাম দৌড় যেন ক্রিস্টোফার নোলানের কালজয়ী ছবি 'দ্য প্রেস্টিজ'-এর রবার্ট অ্যাঞ্জিয়ার ও আলফ্রেড বর্ডেনের সেই সমান্তরাল লড়াই। এক ইঞ্চি জমিও না ছাড়ার এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। যেদিন মেসি গোল করছেন, তার ঠিক পরদিনই এমবাপেও বল জড়াচ্ছেন জালে। চলতি আসরে মেসির নামের পাশে একটি হ্যাটট্রিক থাকলেও, ফরাসি স্ট্রাইকার এখনও সেই স্বাদ পাননি।

আশ্চর্যজনকভাবে, শুধু গোল করাই নয়, সুযোগ নষ্টের নিখুঁত চিত্রনাট্যও যেন অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে দুইজনের! মিশরের বিরুদ্ধে চরম স্নায়ুচাপের মুহূর্তে মেসির পেনাল্টি নষ্ট করার ঠিক দুইদিন পরই, মরক্কোর বিপক্ষে স্পট কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন এমবাপেও। যেন বাংলা সিনেমার সেই চেনা সংলাপ-'বগা বাইরে মার!' পেনাল্টি ফসকে দলকে খাদের কিনারা অবধি ঠেলে দেওয়ার পর, আবার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন দুজনেই। প্যারিস সাঁ জাঁ-য় খেলার সময় তাঁদের সম্পর্ক খুব একটা মধুর না থাকলেও, এখন মেসি-বন্দনায় পঞ্চমুখ এমবাপে। ফরাসি তারকার অকপট স্বীকারোক্তি, 'লিও সবসময় গোল করেই চলে। যখনই মনে হবে ও বোধহয় এবার থামল, ঠিক তখনই ও আপনাকে চমকে দেবে। ওকে ছোঁয়ার কথা ভাবলে আমাকে আরও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তাই আমি মেসির কথা মাথায় রাখি না, শুধু নিজের দলকে জেতানোর কথাই ভাবি।'

তবে এই দুই মহাতারকার লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। লিওনেল স্কালোনির দলটা আদ্যোপান্ত মেসির ওপর নির্ভরশীল। নকআউটে প্রতিটি ম্যাচ কোনওক্রমে উতরে, একবুক ক্লান্তি আর তীব্র স্নায়ুচাপ নিয়ে এগোতে হচ্ছে মেসিকে। অন্যদিকে, এমবাপে খেলছেন চূড়ান্ত চাপমুক্ত হয়ে। ফরাসি শিবিরে এমন একাধিক ফুটবলার রয়েছেন, যাঁরা যে কোনও মুহূর্তে একা হাতে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা প্রথম দিন থেকেই ফ্রান্সকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ধরে নিয়েছেন, সেখানে আর্জেন্টিনার ফাইনালে ওঠার পথটা বেশ দুর্গম আর বিতর্কিত। তবে ফুটবল-দেবতা যদি সহায় থাকেন এবং দুই দলের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে, তবে কাতার বিশ্বকাপের মতো এবারও হয়তো সেই ফাইনালেই দেখা হবে এই দুই ফুটবল-মস্তিষ্কের।

লিও সবসময় গোল করেই চলে। যখনই মনে হবে ও বোধহয় এবার থামল, ঠিক তখনই ও আপনাকে চমকে দেবে। ওকে ছোঁয়ার কথা ভাবলে আমাকে আরও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তাই আমি মেসির কথা মাথায় রাখি না, শুধু নিজের দলকে জেতানোর কথাই ভাবি।

-কিলিয়ান এমবাপে

হ্যান্ডবলের অভিযোগ মরক্কোর

বোস্টন, ১০ জুলাই : গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট। এবার কোয়ার্টার্স ফাইনাল থেকে বিদায়। ফ্রান্সের কাছে মরক্কোর এই হার অবশ্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। তা সত্ত্বেও পরাজয়ের পর 'হ্যান্ডবল' বিতর্কে উত্তপ্ত মরক্কো শিবির। মরক্কো কোচ মহম্মদ ওয়াহাবির অভিযোগ, কিলিয়ান এমবাপে গোল করার আগে বল ফ্রান্সের আদ্রিয়েন র‍্যাবিওর হাতে লাগলেও তা 'ভিএআর'-এর নজর এড়িয়ে গিয়েছে। ম্যাচ শেষ হতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'গোলটির আগে বিল্ড আপের সময় স্পষ্ট হ্যান্ডবল হয়। সেই কারণে আমাদের বেশ কয়েকজন খেলা থামিয়ে দিয়েছিল। রেফারি বা ভিএআর কেন বিষয়টা খতিয়ে দেখল না, তা আমার বোধগম্য হয়নি।' ওয়াহাবি আরও যোগ করেছেন, 'এমবাপের কৃতিত্বকে অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই। কিন্তু আমার মনে হয় রেফারির বিষয়টা দেখা উচিত ছিল।' মরক্কোর কোচ এই কথাও স্বীকার করে নেন যে, সুযোগ কাজে লাগাতে না পারাই তাঁর দলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। একই সঙ্গে ওয়াহাবির বক্তব্য, ফ্রান্সের গোলের আগে হ্যান্ডবল নিয়ে যে দ্বিধা তৈরি হয়েছিল তা ফুটবলারদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

গ্যালারিতে সুরের মূর্ছনা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কানসাস সিটি, ১০ জুলাই : বিশ্বকাপ মানে কি শুধুই নব্বই মিনিটের ফুটবল? বোধহয় নয়। অগণিত সমর্থকের কাছে বিশ্বকাপ আসলে এক মহাজাগতিক উদযাপন, যেখানে ফুটবলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকে স্থানীয় সংস্কৃতি, উদ্দাম আবেগ আর সুরের মূর্ছনা। কানসাস সিটির স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলাকালীন সেই গানের মাদকতাই যেন অবতীর্ণ হয় দলের দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে। কিক অফ থেকে শুরু করে হাইড্রেশন ব্রেক কিংবা শেষ বাঁশি-সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে এক একটি চেনা সুর। কখনও 'ওয়ান্ডারওয়াল', কখনও 'ফ্রিড ফ্রম ডিজায়ার' বা 'লিভিন অন আ প্রেয়ার'-এর তালে বিশাল স্ক্রিনে ভেসে ওঠেন উন্মত্ত দর্শকরা। কিন্তু এই গানগুলি কি নিছকই ডিজে-র খেয়ালখুশিতে বাজে? একেবারেই নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে ফিফার 'স্টেডিয়াম এন্টারটেইনমেন্ট টিম'-এর সুনিপুণ পরিকল্পনা। ৪৮টি দলের এই বিশ্বকাপে তারা আগে থেকেই বাছাই করে রেখেছে প্রায় সাড়ে সাতশো গানের এক বিশাল সম্ভার। মাঠে লড়াই করা দুই দলের সমর্থক এবং স্থানীয় সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখেই সাজানো হয় এই প্লে লিস্ট। প্রতিটি দলের জন্যই বরাদ্দ থাকে নিজস্ব 'সিগনেচার ট্র্যাক'-যা টিম শিট ঘোষণা, ওয়ার্ম আপ কিংবা গোলের মুহূর্তে গ্যালারিতে উন্মাদনার ঝড় তোলে।

ব্রিটিশ লেখক অ্যান্ড্রু লনের মতে, বিজয়ের মুহূর্তে বাজানো কোনও সুর সমর্থকদের আবেগের সঙ্গে চিরতরে গেঁথে যায়। যেমন, আর্জেন্টিনার গোলের পর লস ফেবুলোসোস ক্যাডিলাকের গাওয়া 'এল মাতাদোর'-এর সেই বিখ্যাত কোরাস-'মাতাদোর, মাতাদোর' যখন স্টেডিয়ামজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন প্রতিপক্ষকে ছিঁড়ে খাওয়ার এক অদ্ভুত আদিম উল্লাসে মেতে ওঠেন নীল-সাদা সমর্থকরা। ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে গোল করলেই স্টেডিয়াম কাঁপে ডাফট পাঙ্কের 'ওয়ান মোর টাইম'-এর ছন্দে। ঘানার সমর্থকদের পছন্দ ২০২৫ সালের হিট গান 'কাকলিকা', মেক্সিকানদের আবার 'মারিয়াচি ভার্গাস'। অন্যদিকে, কোরিয়ানদের শিরায় শিরায় এখন শুধুই 'বিটিএস'-এর উন্মাদনা। অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন আন্ডার' বা বেলজিয়ামের 'পাম্প আপ দ্য জ্যাম'-ও গ্যালারির পরিচিত সুর।

বিশেষ কোনও গান আবার হঠাৎ করেই একটি দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। যেমন এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রতিটা ম্যাচেই বাজছে ওয়েসিসের 'ওয়ান্ডারওয়াল'। ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে হারানোর পর এই গানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন হাজারো ব্রিটিশ সমর্থক। খোদ হ্যারি কেন জানিয়েছেন, এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গান এবং এই সুরের সঙ্গে দলের এক অদ্ভুত আত্মিক যোগ তৈরি হয়েছে।

ফুটবলারদের জীবনেও গান এক বড় অনুঘটক। টিম বাসে হেডফোনে চোখ বুজে থাকা খেলোয়াড়দের কাছে এই সুরই হয়ে ওঠে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সেরা অস্ত্র। আর পেশাদারিত্বের মোড়কে সেই সুর আর ফুটবলেরই এক মায়াবী যুগলবন্দি তৈরি করে চলেছে ফিফা।

গান দিয়ে যায় চেনা

- আর্জেন্টিনার গোলের পর 'এল মাতাদোর'-এর বিখ্যাত কোরাস-'মাতাদোর, মাতাদোর' স্টেডিয়ামে প্রতিধ্বনিত হয়।
- কিলিয়ান এমবাপে গোল করলেই স্টেডিয়াম কাঁপে ডাফট পাঙ্কের 'ওয়ান মোর টাইম'-এর ছন্দে।
- ঘানার সমর্থকদের পছন্দ ২০২৫ সালের হিট গান 'কাকলিকা'। মেক্সিকানদের আবার 'মারিয়াচি ভার্গাস'।
- এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রতিটা ম্যাচেই বাজছে ওয়েসিসের 'ওয়ান্ডারওয়াল'।
- অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন আন্ডার' বা বেলজিয়ামের 'পাম্প আপ দ্য জ্যাম'-ও গ্যালারির পরিচিত সুর।

সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচকে হারিয়ে ইতালির জানিক সিনার।

ফাইনালে সিনারের সামনে জেরেভ

লন্ডন, ১০ জুলাই : আরও একবার ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বপ্ন অপূর্ণ রেখেই ফিরতে হল নোভাক জকোভিচ। উইম্বলডনের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তাঁকে ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে হারিয়ে দেন বিশ্বের পয়লা নম্বর জানিক সিনার। ফাইনালে সিনারের সামনে দ্বিতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। শুক্রবার সেমিফাইনালে তিনি ৭-৬ (৭/০), ৬-২, ৬-৪ গেমে হারালেন ব্রিটেনের আর্থার ফেরিকে। প্রথম সেটে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়লেও পরের

ফাইনালে ওঠার পর জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ।

দুইটি সেট জিততে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি জার্মানির তারকা জেরেভকে।

চলতি বছরে ভালো ছন্দে রয়েছেন জেরেভ। ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন এই জার্মান তারকা। এবার তিনি উইম্বলডনের ফাইনালে। কেরিয়ারে প্রথমবার ঘাসের কোর্টে ফাইনাল খেলবেন জেরেভ। সেমিফাইনালে জেতার পর তিনি বলেছেন, 'আমি খুব খুশি। রবিবার আরও একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। ফাইনালে যে-ই প্রতিপক্ষ হোক না কেন, আমার নিজের ওপর আস্থা রয়েছে।'

জেমির সঙ্গে জুটি বাঁধতে তৈরি মিগুয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ঘর ভেঙে গোল্ডেন বল জয়ী মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে ছিনিয়ে নিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। একইসঙ্গে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেকেও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলল তারা।

গত মরশুমে অস্কার ব্রুজোঁর দলের চালিকাশক্তিই ছিলেন মিগুয়েল। উলটোদিকে প্লে-মেকারের অভাবে ভুগতে হয়েছে মোহনবাগানকে। ফলে নয়া মরশুম শুরুর আগে থেকে একজন যোগ্য প্লে-মেকারের সন্ধানে ছিল সবুজ-মেরুন শিবির। গত ৪ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল, মোহনবাগানের নজরে রয়েছেন মিগুয়েল। শুক্রবার সরকারিভাবে ব্রাজিলীয় তারকার নাম ঘোষণা করেছে সবুজ-মেরুন শিবির।

কার্যত চূড়ান্ত ছাঙ্গতে

বাগানে যোগ দেওয়ার পর উচ্ছ্বসিত মিগুয়েল। ব্রাজিলীয় তারকা বলেছেন, 'মোহনবাগান জার্সি পরে মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছি। যে প্রতিযোগিতায় নামব, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই দলকে সাহায্য করব। গোল করার থেকে গোল করাতে আমার বেশি ভালো লাগে। আপফ্রন্টে জেমি ম্যাকলারেনকে পাব। ওর সঙ্গে মাঠে কিছু ম্যাজিক দেখাতে চাই। ম্যাকলারেনের সঙ্গে কিছু ভালো গোলের সেলিব্রেশনের মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।' পরে তিনি ডার্বি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কলকাতা ডার্বি সবসময়ই বিশেষ ম্যাচ। যে প্রতিযোগিতাতেই ডার্বি হবে, মোহনবাগান জিতবে। তার জন্য নিজের ১০০ শতাংশ দেব। সমর্থকরা নিশ্চিন্তে থাকুন।'

মুম্বই সিটি এফসি থেকে মোহনবাগানে আসতে চলেছেন ছাঙ্গতে। দুই পক্ষের মধ্যে মৌখিকভাবে কথাবার্তা চূড়ান্ত। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুনে সই করবেন তিনি। এদিকে ইস্টবেঙ্গলও ঘর গোছানো শুরু করেছে। কেভিন সিবিল্লের বিকল্প হিসেব লাল-হলুদের নজরে রয়েছে এক আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার।

আজ হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর যুদ্ধ শ্রেয়সদের

রিভিউ করবে বোর্ড, কাঠগড়ায় গুরু গম্ভীর

সাদাম্পটন, ১০ জুলাই : জঘন্য ব্যাটিং। তথৈবচ বোলিং।

টিম ইন্ডিয়ার হলটা কী? কারও মনে হচ্ছে, আয়ারল্যান্ড ও বিলেতের পরিবেশের সঙ্গে ভারতীয় দল এখনও মানিয়ে নিতে পারেনি। কারও আবার মনে হচ্ছে, আয়ারল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে অন্তত চারদিন শ্রেয়স আইয়ারদের অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল। দেশের মাটিতে টি২০ ম্যাচ খেলা, আর আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের সিমিং কন্ডিশনে খেলা এক নয়। ক্রিকেটের সাধারণ বেসিক বুঝতে এমন ভুল কী করে করলেন গৌতম গম্ভীররা, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কোচ গম্ভীরকে 'ভিলেন' বানিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাঠগড়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে। গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা।

টানা ছয় ম্যাচে জয় নেই। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা কাটেনি এখনও। তার মধ্যে বিলেত সফরে হাজির হয়ে হ্যারি ব্রুকের দলের বিরুদ্ধে সিরিজ হারের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। শনিবার সাদাম্পটনে টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ। যে ম্যাচে ফের হারলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও হোয়াইওয়াশের লজ্জায় ডুবতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটকে। এমন কঠিন, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে শ্রেয়সরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন? জবাব খুঁজছে ক্রিকেটমহল। কিন্তু কোথায় জবাব? কারও কাছে স্পষ্ট কোনও উত্তরই নেই।

গত ৮ মার্চ টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই বিশ্বজয়ের আবহে আইপিএল জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। আর তার মাঝেই ঘটেছিল ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত পালাবদল। দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর পর নেতৃত্ব হারিয়ে দল থেকেই বাদ পড়ে গিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ২০২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যেই এমন পরিকল্পনা। শ্রেয়সকে নয়া অধিনায়ক করা হয়েছিল। বাস্তবে এমন সিদ্ধান্তের বিতর্ক শেষ হওয়ার আগে নতুনভাবে শুরু হয়েছে। কাঠগড়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে শ্রেয়স-গম্ভীরদের। আয়ারল্যান্ডে চলতি আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ের মাঝে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া শুক্রবার ঘোষণা করেছেন, দলের ব্যর্থতার রিভিউ হবে খুব তাড়াতাড়ি। হয়তো সিরিজ শেষেই।

এমন অবস্থায় আগামীকাল টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচে দলের প্রথম একাদশে কোনও বদল হবে কি না, চলছে চর্চা। সঞ্জু স্যামসনকে বসিয়ে বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। টানা তিন ম্যাচে বৈভব ব্যর্থ। তাই সঞ্জুকে ফেরানোর দাবিও উঠেছে প্রবলভাবে। গতরাতে ব্রিস্টলে ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, 'আসল কথা হল, আমরা মোটেও ভালো খেলতে পারছি না। কেন পারছি না, সেটা খতিয়ে দেখে সামনে তাকাতে হবে আমাদের।' খুব দ্রুত নিজেদের পারফরমেন্সে বদল আনতে না পারলে বিলেতে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আরও লজ্জা অপেক্ষা করছে নিশ্চিতভাবেই।

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
পঞ্চম টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** সাদাম্পটন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

টানা ব্যর্থতায় চাপ বাড়ছে তিলক ভার্মার।

ক্লান্তির প্রহর পেরিয়ে

সুইস প্রাচীর ভাঙার অপেক্ষায় মেসি

কানসাস সিটি, ১০ জুলাই : আটলান্টা থেকে কানসাস সিটির বিমানে ওঠার পরই গন্তব্যের মেজাজটা স্পষ্ট হয়ে গেল। পাইলট যখন স্পিকার অন করে শুধুমাত্র আর্জেন্টিনাকে জয়ের আগাম শুভেচ্ছা জানালেন, তখন সুইসদের অস্তিত্ব যেন বিমানের ভেতরেই মুছে গেল! নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সির মতো মিসৌরি নদীর দুই পাড়ে থাকা এই 'টুইন সিটি'-র মিসৌরি অংশেই নীল-সাদা শিবিরের বেস ক্যাম্প। বিমানবন্দরে পা রাখতেই চোখে পড়ল ফিফার স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যস্ততা, যা আমেরিকার অন্য কোনও শহরে এতটা সুশৃঙ্খলভাবে চোখে পড়েনি। শহরের বাতাসে এখন শুধুই তীব্র উন্মাদনা, কারণ শনিবার স্থানীয় সময় রাত ৮টায় অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে নামছেন লিওনেল মেসিরা।

কানসাস সিটি এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ এবং শেষ ম্যাচটি আয়োজন করতে চলেছে। ৫৪ বছরের পুরোনো এই স্টেডিয়াম তার অনন্য স্থাপত্য এবং কানফাটানো আওয়াজের জন্য জগদ্বিখ্যাত। টিকিটের হাহাকার এতটাই যে, সাধারণ প্ল্যাটফর্মে সব টিকিট শেষ হয়ে যাওয়ার পর কালোবাজার এবং ভিআইপি লাউঞ্জের টিকিটের দাম এখন সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। ৯ জুলাই আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে হাজার হাজার সমর্থক ইতিমধ্যেই ড্রাম এবং দিয়েগো মারাদোনা-মেসির ব্যানার নিয়ে শহরের দখল নিয়েছেন, চারিদিকে অবিরাম স্লোগান আর গান চলছে। গ্রুপ লিগে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ঠিক এই মাঠেই একটি অনবদ্য হ্যাটট্রিক করেছিলেন মেসি। চেনা পরিবেশ হলেও, লিওনেল স্কালোনির মূল চিন্তা এখন সূচি এবং দলের ক্লান্তি। মায়ামির তীব্র গরমে ১২০ মিনিটের হাড়ভাঙা লড়াইয়ের পর আটলান্টায় দুপুর ১২টায় মিশর ম্যাচ- এই বয়স্ক দলটির ওপর দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ধকলের স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে। দ্রুতগতির প্রতিআক্রমণ সামলাতে গিয়ে রক্ষণের দুর্বলতাও বারবার প্রকট হয়েছে। তাই শনিবার মাঝমাঠে রডরিগো ডি পল ও অ্যালেক্সি ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পায়ে রাখাই স্কালোনির প্রধান লক্ষ্য। মিশর ম্যাচের পর কোচের অকপট স্বীকারোক্তি ছিল, 'ফুটবল শুধু কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি নয়। ওগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের এই লড়াকু হৃদয়টা না থাকলে আমরা হয়তো ছিটকেই যেতাম।'

উলটোদিকে ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা সুইৎজারল্যান্ড মরিয়া হয়ে আছে ইতিহাস বদলাতে। গ্রানিথ জাকা ও রেমো ফ্রিউলারের নেতৃত্বে মাঝমাঠে এক জমাট প্রাচীর তুলে বিপক্ষের জায়গা ব্লক করে দেওয়াই কোচ মুরাত ইয়াকিনের প্রধান রণনীতি। আক্রমণভাগে ড্যান এনডোয়ে ও রুবেন ভার্গাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে আর্জেন্টিনার রক্ষণের ফাঁকফোকর দিয়ে আঘাত হানার ছক কষছে সুইসরা। দলের গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেল দুর্দান্ত ফর্মে থেকে টানা দুইটি ক্লিনশিট রেখেছেন এবং কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে নায়ক হয়েছেন। তবে হাঁটুর চোটের কারণে দলের অন্যতম ভরসা জোহান মানজাম্বির মাঠে নামা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা রয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, আজ পর্যন্ত ৭ বারের দেখায় কখনও আর্জেন্টিনাকে হারাতে পারেনি সুইসরা। ২০১৪ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ১১৮ মিনিটে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার সেই জয়সূচক গোল আজও তাদের কাছে এক দগদগে ক্ষত। অধিনায়ক জাকার গলায় তাই স্পষ্ট হুংকার, 'আমরা জানি আর্জেন্টিনার ব্যক্তিগত জাদু আছে, কিন্তু আমাদের আছে এক দলগত প্রাচীর। ৭২ বছর ধরে এই কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছি, এখনই বাড়ি ফেরার কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই।' লুকা মডরিচ, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বা নেইমার জুনিয়ারদের বিদায়ের পর, গোটা ফুটবল দুনিয়া এখন তাকিয়ে আছে চলতি আসরে ৮ গোল করে 'গোল্ডেন বুট'-এর শীর্ষে থাকা মেসির দিকেই। টানা ১১টি বিশ্বকাপ ম্যাচে অপরাজিত থেকে প্রতিটিতে অন্তত দুইটি করে গোল করার রেকর্ড নিয়ে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। কানসাসের বাতাসে এখন শুধু একটাই প্রশ্ন-সুইসদের এই জমাট প্রাচীর কি পারবে অ্যারোহেডের কানফাটানো গ্যালারিকে স্তব্ধ করতে?

সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে আরও একবার অধিনায়ক লিওনেল মেসির দিকেই তাকিয়ে আর্জেন্টিনা।

'ও একাই কিন্তু ব্যর্থ হয়নি'

গম্ভীরদের দিকে আঙুল বিজুর

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : হেড কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে এবার কাঠগড়ায় তুললেন সঞ্জু স্যামসনের ব্যক্তিগত কোচ বিজু জর্জ। জিম্বাবোয়ে সফরের দল থেকে বিশ্বকাপ নায়ককে বাদ দেওয়া নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছে। যে প্রসঙ্গে বিজুর দাবি, চলতি জোড়া সফরে ব্যাটারদের সবাই প্রায় ব্যর্থ। অথচ, বলির পাঁঠা শুধু তাঁর ছাত্রকে করা হয়েছে!

এক সাক্ষাৎকারে সঞ্জুর কোচ বলেছেন, 'মানছি তিনটি ম্যাচে রান পায়নি। কিন্তু ও একাই শুধু ব্যর্থ নয়। নির্বাচকদের সিদ্ধান্তে আমি হতবাক। সামনে টানা সিরিজ, গোটা তিনেক সফর রয়েছে। সঞ্জুকে অন্তত গোটা ছয়েক ম্যাচ দেওয়া উচিত ছিল। যা হল ওর সঙ্গে আমি মর্মাহত।'

বিশ্বকাপ সাফল্যের (শেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত ৯৭, ৮৯, ৮৯) প্রসঙ্গ টেনে বিজু জর্জ আরও বলেছেন, 'সঞ্জুর প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন অমূলক। ওর ম্যাচ উইনার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। বিশ্বকাপ জিতিয়েছে। তারপরও! কেন বারবার ওর সঙ্গে এরকম হয়, যুক্তি খুঁজে পাই না। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত।'

সঞ্জুকে বসিয়ে ইংল্যান্ড সফরেই বৈভব সূর্যবংশীকে সুযোগ দেওয়াও মানতে পারছেন না। গম্ভীরদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর যুক্তি, সামনেই জিম্বাবোয়ে সফর। তারপর শ্রীলঙ্কা সিরিজ। তরুণ খেলোয়াড়দের দেখে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করা যেতেই পারত। সেটাই যুক্তিযুক্ত হত। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দেন, লড়াই তাঁর ছাত্রের রক্তে। দেশে ফিরেই নতুন যে লড়াইয়ে নেমে পড়বেন সঞ্জু।

বিজু আরও বলেছেন, 'সঞ্জুর সঙ্গে বরাবর এটা হয়ে এসেছে। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভালো খেলার পরও বারবার বঞ্চিত করা হয়েছে। গত বিশ্বকাপে ওই তিনটি ইনিংস

না খেললে বিশ্বকাপই জিততাম না আমরা। তাহলে তো পুরো নির্বাচক কমিটিই ছাঁটাই হত। অথচ, বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ককে প্রথমে ছাঁটাই করা হল! এখন বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ারকে! পাশাপাশি কিছু না করে সরাসরি দলে ঢুকে যাচ্ছে কেউ কেউ। সবার ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।'

গম্ভীর, আগরকারকে নিশানা করেছেন শশী থারুরও। সঞ্জুর বড় সমর্থক এই কংগ্রেস সাংসদ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আমি বাকরুদ্ধ, হতবাক, স্তম্ভিত। এই অপমানের জ্বালা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে।' ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, আগরকার, গম্ভীরকে ট্যাগ করে থারুর আরও লিখেছেন, 'আক্ষরিক অর্থে আর কিছু বলার নেই।'

> **সঞ্জুর সঙ্গে বরাবর এটা হয়ে এসেছে। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভালো খেলার পরও বারবার বঞ্চিত করা হয়েছে। গত বিশ্বকাপে ওই তিনটি ইনিংস না খেললে বিশ্বকাপই জিততাম না আমরা। তাহলে তো পুরো নির্বাচক কমিটিই ছাঁটাই হত।**
>
> -বিজু জর্জ (সঞ্জু স্যামসনের কোচ)

বিশ্বকাপে
কোয়ার্টার ফাইনাল
নরওয়ে বনাম **ইংল্যান্ড**
১২ জুলাই, রাত ২.৩০ মিনিট
আর্জেন্টিনা বনাম **সুইৎজারল্যান্ড**
১২ জুলাই, ভোর ৬.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : ইউনাইটেড স্পোর্টস চ্যানেল ও জিও৫ অ্যাপ

মেরিনোর জাদু শেষ চারে স্পেন

প্রথম পাতার পর

তরুণ পাউ কুবারসির একটি জোরালো শট ঠিকমতো বিপন্মুক্ত করতে ব্যর্থ হন পরিবর্ত গোলরক্ষক ল্যামেন্স। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে গত মরশুমে তিনি হয়তো কোনও ভুল করেননি, কিন্তু বিশ্বকাপের এই প্রচণ্ড স্নায়ুর চাপ সামলানো যে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, ল্যামেন্সের এই দ্বিধা সেটাই বুঝিয়ে দিল। তবে আসল কৃতিত্ব মেরিনোর। বলটা কোথায় ড্রপ করতে পারে বা ঠিক কোন জায়গায় পজিশন নিতে হবে- এই ফুটবলীয় বোধটা আক্ষরিক অর্থেই অবিশ্বাস্য। অত্যন্ত শান্ত মেজাজে, ঠান্ডা মাথায় ল্যামেন্সের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি।

বিশ্বকাপের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালে পা রাখল স্পেন! ২০১০ সালের সেই স্বপ্নের বিশ্বজয়ের পর ফের একবার শেষ চারের টিকিট। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের চূড়ান্ত রূপকার সেই মেরিনো। আরও একবার, ঠিক একেবারে শেষমুহূর্তে তাঁর সেই অমোঘ লক্ষ্যভেদ! ২-১ গোলের এই স্নায়ুক্ষয়ী জয় স্প্যানিশ দলের বেঞ্চের গভীরতা এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের এক নিখুঁত মিশেলেরই জোরালো প্রমাণ। ক্যালিফোর্নিয়ার এই তপ্ত বিকেলে, সেমিফাইনালে শক্তিশালী ফ্রান্সের মুখোমুখি হওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি এখন স্প্যানিশ আর্মাডার।

স্টিভের হাতে বিশেষ স্মারক মোদির

মেলবোর্ন, ১০ জুলাই : বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল।

অবশেষে নরেন্দ্র মোদির অস্ট্রেলিয়া সফরে সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর। চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামেই শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি২০ লিগ বিগ ব্যাশের। মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টোনি আলবানেসের উপস্থিতিতে সরকারিভাবে উদ্বোধনী ম্যাচের সূচি ঘোষণা করা হয়।

১২ ডিসেম্বর গতবারের চ্যাম্পিয়ন মেলবোর্ন রেনেগেডসের মুখোমুখি হবে পারথ স্কর্চার্স। ভারতীয় সময় দুপুর ২.৪০ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার সময় অনুযায়ী

ক্রিকেট কূটনীতি, চেন্নাইয়ে বিগ ব্যাশের উদ্বোধন

যা সন্ধে ৮.১০ মিনিট। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া মূল উদ্যোক্তা। দুই দেশের সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে বড়সড়ো পরিকল্পনাও নিচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে যে ক্রিকেট কূটনীতিতে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

৬ ডিসেম্বর শেফিল্ড শিল্পের ম্যাচ খেলে মেলবোর্ন ও পারথের দুই বিবিএল টিম চেন্নাইগামী বিমান ধরবেন উদ্বোধনী ম্যাচ খেলার জন্য। বিগ ব্যাশ লিগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যালিস্টার ডবসন আরও এক সম্ভাবনার কথাও ভাসিয়ে দেন। জানান, আইপিএল নিয়ে অজি ক্রিকেটপ্রেমীরা অত্যন্ত আগ্রহী। তারা চান বিবিএলের উদ্বোধন যেমন ভারতে হচ্ছে, তেমনই আইপিএলের কিছু ম্যাচ অদূর ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ার হোক।

এদিকে, মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠিত উপস্থিত স্টিভ ওয়ার হাতে বিশেষ স্মারক তুলে দেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। সবাইকে চমকে দিয়ে স্টিভের সঙ্গে দুই দশক পুরোনো সাক্ষাৎকারের ছবি উপহার দেন মোদি (তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন)। অনুষ্ঠানে ক্রিকেট, কাবাডি, ফুটবলের প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণকারী বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করেন।

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া সহযোগিতার রোডম্যাপের ওপরও জোর দেন। ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে গুরুত্ব দেন। অনুষ্ঠানের নরেন্দ্র মোদি জানান, ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের পাশাপাশি ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। এব্যাপারে ভারতের দাবিকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

অর্ধশতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা।

অর্ধশতরান স্মৃতি, হরমনের

লন্ডন, ১০ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথম ইনিংসে অর্ধশতরান করলেন তিন ভারতীয় ব্যাটার। দ্বিতীয় ওভারেই ওপেনার শেফালি ভার্মা (০) ফিরে যাওয়ার পর স্মৃতি মান্ধানার ৮৩ রান ভারতকে লড়াইয়ে ফিরিয়েছিল। জেমিমা রডরিগজের (৩৫) সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে তাঁর ৬৪ রানের জুটি ভারতীয় ইনিংসের ভিত গড়ে দেয়। এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (৫৮) ও দীপ্তি শর্মা (৫৭) অর্ধশতরানের গণ্ডী পেরোনোয় ভারত সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছেছিল। কিন্তু লোয়ার মিডল অর্ডারে রিচা ঘোষ (১৩) ও স্নেহ রানার (১৩) ব্যর্থতায় সেই সুবিধা অনেকটাই হাতছাড়া হয়েছে। ভারত অল আউট হয় ২৮৫ রানে। সোফি এক্লেস্টোন ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ১ উইকেটে ২১ রান তুলেছে।

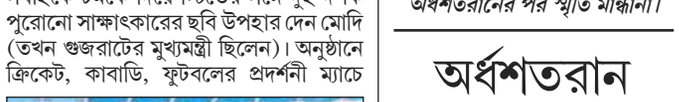

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড স্টিভ ওয়া ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

পদক জয়ের পর বিষ্ণুকান্ত ঝা।

সোনা বিষ্ণুকান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে চলতি রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে শুক্রবার শিলিগুড়ির ঘরে প্রথম সোনা এল। অনূর্ধ্ব-২০ ছেলেদের ৪০০ মিটারে প্রথম হয়েছে বিষ্ণুকান্ত ঝা। সে ৪৯.২২ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করেছে। এছাড়াও পুরুষ বিভাগে ২০ হাজার মিটার রেস ওয়াকিংয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ফণীভূষণ রায়। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের হাই জাম্পে মহম্মদ রাকেশ (১.৯৫ মিটার) রুপো ও গৌরব রায় (১.৯০ মিটার) ব্রোঞ্জ জিতেছেন। অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের লং জাম্পে রুপো জিতেছে পূর্ণিমা রানি রায়। সে ৫.২০ মিটার লাফিয়েছিল। একই বিভাগে ঋতু রায় ৩ হাজার মিটার রেস ওয়াকে রুপো পেয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন দয়িতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : হুগলির চুঁচুড়াতে আয়োজিত অল বেঙ্গল স্টেট র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি কল্যাণ জয়ন্ত মেমোরিয়াল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির দয়িতা রায়। ফাইনালে দয়িতা ৩-২ গেমে রিপর্ণাকে হারিয়ে দেয়। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে শিলিগুড়ির ময়ূখ সরকার সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছে। ৩-১ ব্যবধানে তাকে হারিয়ে দেয় দেবাংশু। দয়িতা-ময়ূখের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাদের কোচ মৃন্ময় চৌধুরী।

ট্রফি নিচ্ছে দয়িতা রায়। চুঁচুড়ায়।

আজ উইনার্সের ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল শনিবার শুরু হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সচিব রাজু দেব ও কাঞ্চন সরকার জানিয়েছেন, উইনার্স ক্লাবের মাঠে রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে বাগডোগরার ইউনাইটেড রাইজিং স্টার অ্যাকাডেমি ও ভিএনসি মর্নিং সকার। সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকদের বিরুদ্ধে নামবে বাপি স্মৃতি ফুটবল ক্যাম্প।

LUX COZI®
আজ শুভ শিলান্যাস সমারোহ
ডানকুনি প্ল্যান্ট, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গের
বিকাশ গাথায়
নতুন সূত্রপাত
প্রধান অতিথি
বিশিষ্ট অতিথি
বিশিষ্ট অতিথি
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী - পশ্চিমবঙ্গ
শ্রী শমীক ভট্টাচার্য
মাননীয় সাংসদ, রাজ্যসভা
রাজ্য সভাপতি - বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রী তাপস রায়
মাননীয় মন্ত্রী - শিল্প, বানিজ্য ও
উদ্যোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান আলোকিত করবেন মাননীয় অতিথিবর্গ
ডাঃ শারদ্বত মুখার্জী
মাননীয় মন্ত্রী - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রী অর্জুন সিং
মাননীয় মন্ত্রী - শ্রম ও পরিবহণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
LUX PARKER
COZI
ONN
pynk
LUX COTT'S WOOL
LUX COZI GROUP - LUX INDUSTRIES LIMITED
JL22, Mollarber, Janai Main Road, Dankuni, West Bengal - 712250